পাওলো কোয়েলহো

দ্য স্পাই

রূপান্তরঃ ওয়াসি আহমেদ

দ্য স্পাই

নিঃস্ব অবস্থায় প্যারিসে পৌঁছেছিল মাতা হারি। কিন্তু কয়েক মাসের ভেতর, হয়ে উঠেছিল শহরের সবচেয়ে আলোচিত নারীদের একজন। নৃত্যশৈলীর জাদুময়তায় জয় করে নিয়েছিল আপামর দর্শক-শ্রোতার মন; আবার বারবনিতা রূপে বশ করে নিয়েছিল সমাজের সবচাইতে ক্ষমতাধর বিত্তশালীদের হৃদয়।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে চারদিকে চাপা আতঙ্ক বিরাজমান। এমন এক সময়ে মাতা হারির জাঁকজমকপূর্ণ জীবন সবার চোখে সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৭ সালে, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে নিজের হোটেল রুম থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে।

বাস্তবের আলোকে, উত্থান পতনে ভরা মাতা হারির বৈচিত্রময় জীবনের গল্পটাই 'দ্য স্পাই' এর মূল প্রতিপাদ্য। তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো অভিযোগগুলো আদৌ কতটুকু সত্যি ছিল? নাকি শুধুমাত্র স্বাধীনচেতা, উচ্চাভিলাষী হবার অপরাধেই পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল মাতা হারিকে?

ISBN 978 984 92439 2 2

9 789849 243922

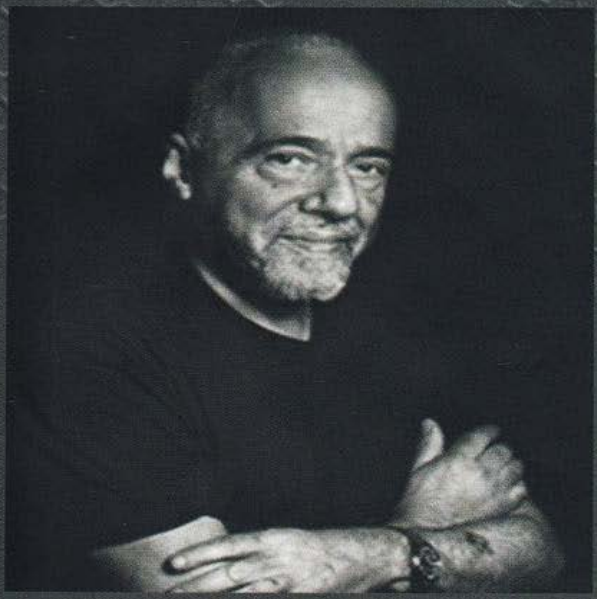

বিশিষ্ট সাহিত্যিক পাওলো কোয়েলহোর জন্ম ১৯৪৭ সালে, ব্রাজিলে। ছোটবেলা থেকে লেখক হবার স্বপ্ন থাকলেও, পরিবারের চাপে লেখালেখি চালিয়ে যেতে পারেননি কিশোর বয়সী কোয়েলহো। তার প্রাথমিক জীবন কেটেছে ভবঘুরে হিসেবে; দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো আর ইউরোপে।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম বই 'হেল আর্কাইভস'। তবে পাঠকমহলে খুব একটা সাড়া ফেলতে পারেনি বইটি। কিন্তু ১৯৯৪ সালে 'দ্য আলকেমিস্ট' প্রকাশিত হবার পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রথম ব্রাজিলিয়ান সাহিত্যকর্ম হিসেবে বেস্টসেলার তকমা অর্জন করে বইটি।

এছাড়াও 'ব্রাইডা', 'বাই দ্য রিভার পিদ্রা আই স্যাট ডাউন অ্যান্ড ওয়েপ্ট', 'দ্য ফিফথ মাউন্টেন' প্রভৃতি তার উলেখযোগ্য গ্রন্থ।

বর্তমানে সপরিবারে ব্রাজিলে বসবাস করছেন তিনি।

প্রচ্ছদঃ আদনান আহমেদ রিজন

দ্য স্পাই

পাওলো কোয়েলহো

রূপান্তরঃ ওয়াসি আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন, ২০১৭
© অনুবাদক
প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরণ : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ২০০ টাকা

The Spy By Paulo Coelho
Published by Adee Prokashon
Islami Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 200 Tk. U.S. :08 $ only
ISBN : 978 984 92439 2 2

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

দর্শন আর কাব্যিকতার মিশেলে পাওলো কোয়েলহোর লেখনী পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বইটি নিঃসন্দেহে লেখকের ভিন্নধর্মী একটি কাজ, তবে আবেদন সেই একই। বহুদিনের ইচ্ছা ছিল এমন একটা বই অনুবাদ করার। অবশেষে সেই ইচ্ছাটা পূরণ হলো।

দ্য স্পাই আমার তৃতীয় অনুবাদ গ্রন্থ, তবে বইমেলায় প্রকাশিতব্য প্রথম বই। স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহ আর আনন্দের পরিমাণটা অনেক অনেক বেশি।

বরাবরের মতোই ফুয়াদ আল ফিদাহ ভাইকে ধন্যবাদ সম্পাদনার মতো বিরক্তিকর কাজটা যত্ন সহকারে করার জন্য।

ধন্যবাদ সাজিদ ভাইকে, যিনি পাঠকের হাতে বিশ্বসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ধারার বই তুলে দিচ্ছেন।

-ওয়াসি আহমেদ
ঢাকা, ২০১৭

‘প্রতিপক্ষকে সাথে নিয়ে যখন তোমরা বিচারকের কাছে যাও, তখন পথেই তা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা কর। নতুবা সে হয়তো তোমাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যাবে, বিচারক তোমাকে সেপাইয়ের হাতে দেবে আর সেপাই তোমায় কারাগারে দেবে।

আমি তোমাকে বলছি, শেষ পয়সাটি না দেয়া পর্যন্ত তুমি কোনও মতেই কারাগার থেকে ছাড়া পাবে না।’

লুক ১২:৫৮-৫৯ (বাইবেল)

সত্য ঘটনা অবলম্বনে

প্রস্তাবনা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

#

প্যারিস, ১৫ অক্টোবর, ১৯১৭

অ্যান্টন ফিশারম্যান ও হেনরি ওয়েলস, ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস

ভোর পাঁচটার ঠিক আগ মুহূর্ত। আঠারো জনের একটা দল প্যারিসে অবস্থিত নারী-কারাগার সেইন্ট-ল্যাজারে'র তৃতীয় তলায় উঠে এল দলটির বেশিরভাগ সদস্যই ফ্রেঞ্চ আর্মিতে কর্মরত। একজন ওয়ার্ডার* তাদের পথ দেখাচ্ছেন। ১২ নম্বর সেলের সামনে এসে থেমে গেলেন তিনি।

নানদের ওপর এই জেলখানা দেখাশোনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত। সিস্টার লিওনিড সেলের দরজা খুলে সবাইকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। সেলের ভেতরে প্রবেশ করে দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে প্রদীপ জ্বালালেন তিনি। তারপর তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকলেন অন্য সিস্টারদের।

পরম মমতা ও যত্ন নিয়ে ঘুমন্ত দেহটাকে জড়িয়ে ধরলেন সিস্টার লিওনিড। জগতের সবকিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা ঘুমন্ত মহিলাটি প্রাণান্ত সংগ্রাম করে জেগে উঠল। সিস্টারের বক্তব্য অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত যখন সে জেগে উঠতে সক্ষম হলো, তখন মনে হলো, এইমাত্র যেন শান্তিময় নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। শান্তভাবেই খবরটা শুনল সে-প্রেসিডেন্ট তার প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

সিস্টার লিওনিডের ইঙ্গিত পেয়ে ক্যাপ্টেন বুচার্ডন ও তার উকিল, মাইত্রে ক্লুনেটকে নিয়ে সেলে প্রবেশ করলেন ফাদার আরবক্স। বন্দিনী গত এক সপ্তাহ ব্যয় করে লেখা দীর্ঘ চিঠিটা তুলে দিল তার উকিলের হাতে, সংবাদপত্র থেকে কেটে রাখা বিশেষ খবরভর্তি দুটো ম্যানিলা খামও দিল সাথে।

কালো মোজা দুটো পরল সে, এই পরিস্থিতিতে কাজটা একটু অদ্ভুতই ঠেকল সবার কাছে। তারপর পায়ে গলাল সিল্কের লেসওয়ালা একজোড়া হাই-হিল। বিছানা থেকে উঠে সে সেলের এক কোনায় গেল, ওখানে পশমের কোটটা ঝোলানো আছে। কোটের আস্তিন আর কলার অন্য কোনও জন্তুর লোম দিয়ে তৈরি-সম্ভবত শেয়ালের। সিল্কের যে ভারি কিমোনো পরে ঘুমিয়েছিল, তার ওপর চাপিয়ে দিল কোটটা।

BanglaBook.org

আলুথালু হয়ে থাকা মাথার কালো চুলগুলো সযত্নে ঠিক করল সে। তার ওপর একটা ফেল্ট হ্যাট চাপিয়ে চিবুকের সাথে বেঁধে নিল রুপোর ফিতের সাহায্যে, যেন বাতাসে উড়ে না যায়।

একজোড়া কালো লেদার গ্লাভস তুলে নেয়ার জন্য ধীরে ধীরে নিচু হলো। তারপর, নিঃশঙ্কচিত্তে সদ্য আগতদের দিকে ঘুরে শান্ত কণ্ঠে বললঃ

'আমি প্রস্তুত।'

সেইন্ট-ল্যাজারে থেকে বেরিয়ে অপেক্ষারত গাড়িটির দিকে এগোল সবাই। তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাবার জন্য ইঞ্জিন চালু করে অপেক্ষা করছে গাড়িটা।

ঘুমন্ত শহরের বুক চিরে কার্নে দা ভেনেসা ব্যারাকের উদ্দেশ্যে ছুটল গাড়ি। ১৮৭০ সালে জার্মানরা ধ্বংস করে দেয়ার আগে একটা দুর্গ ছিল জায়গাটায়।

বিশ মিনিট পর গাড়ি থামাল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে একে একে নেমে এলো সবাই। সবার শেষে নামল মাতা হারি।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যরা। সেনাবাহিনীর বারোজন পদাতিক সৈন্যকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াড। স্কোয়াডের শেষপ্রান্তে খাপখোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন অফিসার।

দুজন নানকে দুপাশে নিয়ে দণ্ড-প্রাপ্ত মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন ফাদার আরবক্স। একজন ফ্রেঞ্চ লেফটেন্যান্ট এসে সিস্টারের কাছে এক টুকরো সাদা কাপড় বাড়িয়ে দিতেই কথা থামালেন তিনি। সিস্টারের উদ্দেশ্যে বললেন লেফটেন্যান্টঃ

'এটা দিয়ে ওনার চোখ বেঁধে দিন, প্লিজ।'

'বাঁধতেই হবে?' কাপড়ের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মাতা হারি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লেফটেন্যান্টের দিকে চাইল আইত্রে ক্লুনেট।

'মাদামের ইচ্ছানুযায়ী না বাঁধলেও চলে,' উকিলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বললেন লেফটেন্যান্ট।

মাতা হারির চোখ, হাত-কোনওটাই বাঁধা হলো না। ঘাতকদের মুখোমুখি অবিচল দাঁড়িয়ে রইল সে। পাদ্রি, নান ও তার উকিল একপাশে সরে দাঁড়াল।

ফায়ারিং স্কোয়াডের কমান্ডার এতক্ষণ খেয়াল রাখছিলেন, কোনও সৈন্য যাতে নিজের রাইফেলে গুলি আছে কিনা তা না দেখতে পারে। প্রথা অনুযায়ী সবসময়

BanglaBook.org

একটা রাইফেলে খালি কার্তুজ রাখা হয়; কার ছোড়া বুলেটে কয়েদীর মৃত্যু হলো, তা যাতে কেউ নিশ্চিতভাবে দাবী করতে না পারে! সৈন্যদের ওপর থেকে মানসিক চাপ সরানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। বেশি সময় লাগবে না, কাজটা দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

'রেডি!'

টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বারোজন সৈনিক, রাইফেল উঠে এলো সবার কাঁধে।

এক চুল নড়ল না মাতা হারি।

সৈন্যরা যেন দেখতে পায়, এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছেন অফিসার। হাতের তলোয়ার উঁচু করে ধরে আছেন তিনি।

'এইম!'

সৈন্যদের সামনে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে মাতা হারি, ভয়ের লেশমাত্র নেই তার চেহারায়।

বাতাসে বক্ররেখা তৈরি করে নেমে গেল অফিসারের হাতের তলোয়ার।

'ফায়ার!'

একসাথে গর্জে উঠল সব রাইফেল। গুলির শব্দে ভেঙে খান খান হয়ে গেল সৌম্য সকালের পবিত্র নিস্তব্ধতা। সূর্যটা পূর্ব দিগন্তে সবে উঁকি মারছে, সেই আলোতে দেখা গেল, ধোঁয়া বেরোচ্ছে সৈনিকদের রাইফেলের নল দিয়ে। গুলি করার পর তৎক্ষণাৎ ছন্দময় গতিতে নিজেদের রাইফেল নামিয়ে নিল সৈন্যরা।

এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশকাল সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাতা হারি। সিনেমায় গুলি খেয়ে মানুষকে যেভাবে মারা যেতে দেখা যায়, ঘটনাটা ঠিক সেভাবে ঘটল না। সামনে বা পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল না সে, হাত পা-ও ছোঁড়াছুড়ি করল না। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল নীরবে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময়ও সোজা হয়ে রইল তার মাথা, খোলা রইল চোখ দুটো। সে দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল এক সৈনিক।

হাঁটু ভেঙে ডান কাত হয়ে মাটিতে পড়ল মাতা হারি। আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে রইল তার প্রাণহীন দেহ।

হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে একজন লেফটেন্যান্টকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণহীন দেহটার দিকে এগিয়ে গেলেন এক অফিসার।

BanglaBook.org

হাঁটু গেড়ে বসে মৃত স্পাইয়ের কপালে সাবধানে রিভলভারের মাযল ঠেকালেন তিনি। সাবধান রইলেন, যেন মাতা হারির প্রানহীন দেহের স্পর্শ তার শরীরে না লাগে। তারপর ট্রিগার টেনে দিলেন, মগজে ঢুকে গেল বুলেট। উপস্থিত সবার দিকে ঘুরে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন অফিসার–

'মারা গিয়েছে মাতা হারি।'

BanglaBook.org

প্রথম পর্ব

#

প্রিয় মি. ক্লুনেট,

জানি না, এই সপ্তাহের শেষে কী হতে যাচ্ছে! মানুষ হিসেবে আমি সবসময় বেশ আশাবাদী-ই ছিলাম। কিন্তু সময় আমাকে বিষণ্ণ,একাকী হতে বাধ্য করেছে, দিয়েছে একের পর এক তিক্ত অভিজ্ঞতা।

প্রত্যাশা অনুযায়ী যদি সবকিছু ঠিকঠাক মতো এগোয়, তবে এই চিঠিটা কখনোই আপনার হাতে পৌছাবে না। আমার শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হবে। যাই হোক না কেন, একজীবনে অসংখ্য প্রভাবশালী মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। চিঠিটা যত্ন করে রেখে দেব। আমার একমাত্র কন্যা হয়তো একদিন পড়ে দেখবে, জানতে পারবে ওর মা আসলে কে ছিল।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই কাগজগুলো, যেখানে আমার জীবনের অন্তিম সপ্তাহের গল্প লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা রেখে দেয়া হবে বলে আশা করি না। আমি বরাবরই বাস্তববাদী এক নারী। খুব ভালো করে জানি, কোনও মামলার নিষ্পত্তি হলে উকিল সাহেব নতুন কাজে জড়িয়ে পড়েন। পিছু ফিরে দেখার সময় হয় না আর!

কী ঘটবে, কিছুটা অবশ্য আঁচ করতে পারছি। আপনি বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, একজন যুদ্ধাপরাধীকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন বিধায় চারদিকে কুখ্যাতি ছড়াবে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কড়া নাড়বে আপনার দরজায়, কার্যসিদ্ধির জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠবে। কারণ, প্রচারেই প্রসার। পরাজিত হয়েও আপনি তখন থাকবেন সবার মনোযোগের শীর্ষে। সাংবাদিকের দল আগ্রহভরে আপনার কথা শুনতে ভীড় জমাবে, শহরের সবচেয়ে দামী রেস্তোরাগুলোতে আনাগোনা হবে আপনার। শ্রদ্ধাভরে আপনাকে স্মরণ করা হবে, সহকর্মীদের কাছে হয়ে উঠবেন হিংসার পাত্র। তখন আপনি জানতে পারবেন, আমার বিরুদ্ধে ইস্পাতসদৃশ সাক্ষ্য-প্রমাণ কখনোই ছিল না-ছিল শুধু একগাদা পক্ষপাতদুষ্ট দলিল, অবৈধ হস্তক্ষেপ যার পরতে পরতে! তবে জনসম্মুখে কখনোই মুখ ফুটে বলবেন না যে, নির্দোষ এক নারীর মৃত্যু পরোয়ানাতে আপনার সম্মতি ছিল।

নির্দোষ? শব্দটা বোধহয় যথার্থ নয়। নির্দোষ আমি কখনোই ছিলাম না, বিশেষ করে প্রিয় এই শহরে পা রাখার পর থেকে তো একদমই নয়। ভেবেছিলাম, যারা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরে, খুব সহজেই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারব। আমার ধারণা ছিল জার্মান,ফরাসি, ইংরেজ,স্প্যানিশরা কখনোই আমায় প্রতিহত করতে পারবে না-অথচ, শেষপর্যন্ত, আমি নিজেই কী না

BanglaBook.org

প্রভাবিত হলাম! যে অপরাধগুলো করেছি, যা থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছি, তার ভেতর সবচেয়ে গুরুতর কোনটা জানেন? পুরুষশাসিত সমাজে আমার মুক্তমনা, স্বাধীনচেতা নারী হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে আমাকে। যদিও উচ্চবিত্তদের বৈঠকখানার প্রচলিত গাল-গপ্পো ছাড়া আর কোনও তথ্য আমি আদান প্রদান করিনি।

হ্যাঁ, এই গাল-গপ্পোগুলোকেই আমি 'গোপন তথ্য' বলে চালিয়েছি। কারণ আমি চেয়েছিলাম বিত্ত, চেয়েছিলাম প্রতিপত্তি। তবে আমাকে দোষী সাব্যস্তকারীরাও এখন উপলব্ধি করতে পারছে, নতুন কোনও তথ্য আমি কখনোই ফাঁস করিনি।

লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, এ কথাটা কেউ কোনওদিন জানবে না। পুরনো দলিল দস্তাবেজ ঠাঁসা ধুলোমাখা এক কেবিনেটে জায়গা হবে এই খামগুলোর। হয়তোবা সেখান থেকে একদিন মুক্তি মিলবে ওদের-আপনার উত্তরাধিকারী, অথবা তাদের উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারীদের কেউ নিশ্চয়ই পুরনো কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে ঘরের জায়গা খালি করতে চাইবে।

ততোদিনে আমার নাম স্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। অবশ্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার জন্য এসব লিখছি না, তার চেয়ে বরং নিজে নিজে ঘটনাগুলো বোঝার চেষ্টা করছি বলতে পারেন। এতবছর ধরে যে নারী চাওয়ামাত্র সবকিছু পেয়ে এসেছে, সামান্য একটা কারণে কীভাবে তাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া হলো?

অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমি একটা কথাই উপলব্ধি করতে পারি-স্মৃতি আসলে বহতা নদীর মতো। এমন এক নদী, যা চিরকাল উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়।

স্মৃতি বড় প্রতারক। আচমকা চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরিচিত কোনও দৃশ্য, অথবা কানে এসে বাজে চিরচেনা কোনও শব্দ। স্মৃতিরা সেই পথ ধরে ছুটে এসে শ্বাসরোধ করে দিতে চায়। গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা রুটির গন্ধ মনে করিয়ে দেয়, এককালে আশেপাশের ক্যাফেগুলোতে আমার মুক্ত অবাধ বিচরণ ছিল। মৃত্যুভয় অথবা আমাকে ঘিরে থাকা একাকীত্বের চেয়েও বড় বেদনার এই অনুভূতি।

স্মৃতির পিছুপিছু এসে হাজির হয় আরেক অপশক্তি, তার নাম অবসাদ-আহারে, এই নির্মম অপদেবতার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। কোনও এক কয়েদির গুনগুন করে গাওয়া গানের সুর, আগে কখনও গোলাপ বা জুঁইফুল নিয়ে আমার দ্বারপ্রান্তে আসেনি এমন প্রণয়ী প্রেমিকদের কাছ থেকে পাওয়া চিরকুট, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া কোনও শহরের মনোরম দৃশ্য-যার সৌন্দর্য আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। এই শহর অথবা আমার দেখা অন্য কোনও নগরীর স্মৃতিকথায়, আপন বলতে শুধু এরাই।

BanglaBook.org

স্মৃতিরাই জয়ী হয় বারবার, তাদের সাথে আগমন ঘটে আরেক অশুভ সত্তার। অবসাদের চেয়েও ভয়াবহ সে সত্তা, নাম তার অনুশোচনা। এই কারাপ্রকোষ্ঠে আমার একমাত্র সঙ্গী। অবশ্য মাঝে মাঝে এখানকার বাসিন্দা, দুই সহোদর বোন এসে হাজির হয়। ঈশ্বরকে নিয়ে আলাপচারিতায় মাতে না ওরা, সমাজ আমাকে যে 'অসতীত্বের' খেতাব দিয়েছে সেই অভিযোগেও দোষে না। সাধারণত দু'একটা কথা বলেই ক্ষান্ত দেয় ওরা। আর আমার মুখ থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে থাকে স্মৃতির আলাপন। যেন আমি অতীতে ফিরে যেতে চাই, ডুব দিতে চাই উল্টোপথে বয়ে যাওয়া নদীর জলধারায়।

ওদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল:

'ঈশ্বর যদি তোমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেন, নতুন করে কিছু করতে চাইবে?'

জবাবে মাথা নেড়েছিলাম আমি। তবে আসলেই কী তাই? আমি নিজেও জানি না। আমি শুধু জানি, আমার হৃদয় এখন প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছে। আবেগ, উদ্দীপনা, একাকীত্ব, লজ্জা, দম্ভ, দ্রোহ আর বিষণ্নতা-এরাই সেখানকার বাসিন্দা। অদৃশ্য এক বাঁধনে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এরা, জট ছাড়ানো অসম্ভব। নিজের প্রতি করুণা হয় আমার, নীরবে ঝরে পড়ে অশ্রুকণা; তবু মুক্তি মেলে না।

ভুলসময়ে জন্ম নেওয়া এক নারী আমি। এ ভুল শোধরানোর কোনও উপায় নেই। জানি না, ভবিষ্যৎ আমাকে মনে রাখবে কী না। যদি মনে রাখে-তবে বলির পাঁঠা হিসেবে নয়; মনে রাখুক-কেউ একজন সাহস করে সামনে এগিয়ে এসেছিল। সে জানত, এর মূল্য তাকে দিতে হবে। চড়া দামে সেই মূল্য পরিশোধ করতে সে ভয় পায়নি।

BanglaBook.org

ভিয়েনা ভ্রমণকালে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। নারী পুরুষ নির্বিশেষে অস্ট্রিয়ার সব নাগরিকের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। লোকটার নাম ফ্রয়েড-ভালো নামটা মনে পড়ছে না। আমরা সবাই নিষ্পাপ,নির্দোষ-এমন একটা যুক্তি দাঁড়া করিয়েছিলেন তিনি। আমাদের দোষগুলো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের অপরাধের ফসল।

আমার গলদটা কোথায়, ইদানিং সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। নিজের পরিবারকে দোষ দিতে পারব না। টাকা দিয়ে যা যা কেনা সম্ভব, সবই ছিল আমার। অ্যাডাম আর অ্যান্তযে জেল্যে কোনও চাহিদা অপূর্ণ রাখেননি। একটা হ্যাট শপের মালিক ছিলেন তারা। সাধারণমানুষ তেলের গুরুত্ব বোঝার আগেই সে খাতে বিনিয়োগ করেছিলেন। যার ফলে প্রাইভেট স্কুলে পড়া থেকে শুরু করে নৃত্যশিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া-সবকিছুর সুযোগ হয়েছিল আমার। লোকে যখন আমাকে 'সহজলভ্য নারী' হিসেবে অভিযুক্ত করতে শুরু করল, বাবা তখন আমার মান রক্ষার্থে একটা বই লিখে ফেললেন। এ কাজটা করা একদম উচিৎ হয়নি তার। আমার জীবন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কেটে যাচ্ছিল, এই বইয়ের কারণে আমার বিরুদ্ধে আনিত বেশ্যাবৃত্তি আর মিথ্যাচারের অভিযোগ আরও বেশি মানুষের নজর কাড়ল।

অনুরাগ ও আনন্দের বিনিময়ে অনুগ্রহ আর অলঙ্কার গ্রহণ করে থাকে, এমন কাউকে যদি বেশ্যা বলেন, তবে হ্যাঁ, আমি বেশ্যা! হাজারো চিন্তার ভিড়ে প্রায়ই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতাম আমি। কখন কী বলেছি খেয়াল থাকতো না, নিজের ভুলোগুলোকে ঢাকতে গিয়ে মানসিক শক্তির অবক্ষয় ঘটতো বারবার। হ্যাঁ, আমাকে মিথ্যাবাদীও বলতে পারেন।

আমার বাবা-মাকে শুধু একটা কারণেই দোষ দেব; ভুল শহরে তারা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন। বাজি ধরতে পারি, অধিকাংশ লোক কখনও লিউওয়ার্ডেন শহরের নাম পর্যন্ত শোনেনি। এই শহরটা এমন নিষ্কর্মা গোছের, যেখানে আজকের দিনের সাথে আগামীকালের কোনও তফাত নেই। যাক সে কথা; কৈশোরের শুরুতেই নিজের সৌন্দর্যের বিষয়টা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। বন্ধুবান্ধব যেভাবে আমাকে অনুকরণ করত, তাতে করে ব্যপারটা বুঝতে পারা খুব সহজ ছিল।

১৮৮৯ সালে আমার পরিবারের সৌভাগ্যের আকাশে কালো মেঘ ঘনাল। অ্যাডাম দেউলিয়া হয়ে গেলেন, অ্যান্তযে হলেন ব্যাধিগ্রস্থ। ঠিক দু'বছর পর মারা গেলেন

BanglaBook.org

তিনি। যে দুর্দশার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা চাননি যে আমি তার সম্মুখীন হই। সেকারণেই পড়ালেখার জন্য লিডেন শহরে পাঠানো হলো আমাকে। আমি যেন সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা অর্জন করতে পারি-এটাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পড়ালেখার পাট চুকানোর পর কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হই আমি। সেই সাথে কাটতে থাকে অপেক্ষার প্রহর-কবে একজন স্বামী এসে আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। যেদিন আমি লিডেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব, বিদায়ের সেই দিনে মা আমাকে এক প্যাকেট বীজ দিয়েছিলেন। 'মার্গারিটা, এগুলো তোমার কাছে রেখে দাও।'

মার্গারিটা। মার্গারিটা জেল্যে-হ্যাঁ, এটাই *ছিল* আমার নাম। স্বেচ্ছায় নামটা পরিত্যাগ করেছি। সেসময়ে মার্গারিটা নামে অসংখ্য অগণিত মেয়ে ছিল, হয়তো বিখ্যাত এক অভিনেত্রীর নামে নিজের মেয়ের নাম রাখতে পছন্দ করতেন বাবা-মায়েরা।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, বীজগুলো কী কাজে লাগবে।

'এগুলো টিউলিপের বীজ, আমাদের দেশের প্রতীক। তবে এর ভেতর এমন এক সত্য নিহিত রয়েছে, যা তোমার অবশ্যই জানা উচিৎ। এই বীজগুলো সারাজীবন টিউলিপের বীজ-ই থাকবে। যতো ইচ্ছাই থাকুক না কেন, গোলাপ অথবা সূর্যমুখী ফুল হয়ে ফুটবে না কোনওদিন। নিজের অস্তিত্বকে যদি অস্বীকার করতে চায়, তবে জীবনভর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে একদিন ঝরে যেতে হবে।

অদৃষ্টকে মেনে নেয়া শিখতে হবে, বাছা। ভাগ্যে যাই থাকুক, গ্রহণ করতে হবে আনন্দের সাথে। ফুল ফোটার পর, সৌন্দর্যের আবেশে সে সবার হৃদয়ে স্থান করে নেয়; তারপর একদিন ঝরে পড়ে। পৃথিবীর বুকে নিজের বীজ রেখে যায় ওরা, যাতে স্রষ্টার কৃপাময় সৃষ্টিকে অন্যেরা উপভোগ করতে পারে।'

বীজের সেই প্যাকেটটা মা একটা ছোট্ট থলেতে ভরে দিয়েছিলেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বহুদিন ধরে যত্ন করে সেই থলেটা সেলাই করতে দেখেছি তাকে।

'ফুল আমাদের শিক্ষা দেয়, কোনওকিছুই চিরস্থায়ী নয়– না ওদের লাবণ্য, এমনকি না সেই ভয়াল সত্য, যে একদিন ওরা বিলীন হয়ে যাবে। নতুন বীজ দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে ওরা। আনন্দ, বেদনা,দুঃখ-সবরকম অনুভূতির সাথে সাথে এই কথাটা মনে রেখো। জীবিত সবকিছুর বিকাশ ঘটে; এরপর বার্ধক্য আসে, মৃত্যু হয়। আবার একদিন পুনর্জন্ম ঘটে তাদের।

কথিত আছে-কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কীসে; কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে? সত্যিই, ভয়াবহতার মুখোমুখি না হলে মানুষ কখনও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে

BanglaBook.org

পারে না। মা'র কথাগুলো সেদিন আমার কাছে ফাঁপা বুলি মনে হয়েছিল। ওই বিটকেল শহর ছেড়ে যাবার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। তবে আজও, এমনকি এই চিঠিটা লিখতে বসেও, একটা বিষয় আমি উপলব্ধি করতে পারি। মা কিন্তু নিজের কথাও বলেছিলেন সেদিন।

'কালের ব্যবধানে এই ক্ষুদ্র বীজ থেকেই বেড়ে উঠতে পারে বিশালাকার মহীরুহ। কথাটা মনে রেখো, সময়ের আগে তাড়াহুড়া করে কিছু করতে যেও না।'

বিদায়কালে আমার কপালে চুমু খেয়েছিলেন মা। এরপর বাবার হাত ধরে আমি রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। যাবার পথে খুব একটা কথাবার্তা হয়নি আমাদের।

BanglaBook.org

#

পরিচিত পুরুষদের সবাই আমাকে আনন্দ দিয়েছে, উপহার দিয়েছে অলঙ্কার, অথবা সামাজিক অবস্থান। কারও সাথে পরিচয় নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই-শুধু একজন বাদে। আমার জীবনে আসা প্রথম পুরুষ, আমার স্কুলের অধ্যক্ষ, ষোলো বছর বয়সে যার কাছে আমি ধর্ষিত হই।

লোকটা আমাকে তার অফিসে ডেকেছিল। দরজা লক করে হাত রেখেছিল আমার দু'পায়ের মাঝখানে। হস্তমৈথুন শুরু করেছিল সাথে সাথেই। আমি পালাতে চেয়েছিলাম, অনুনয় করে বলেছিলাম, এই সময়ে এই জায়গায় এসব করা ঠিক হবে না। সে আমার কথায় কান দেয়নি। ডেস্কের ওপরে রাখা কাগজের স্তুপকে পাশে সরিয়ে আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছিল। এক মুহূর্ত দেরী না করে, প্রবেশ করেছিল আমার ভেতর। হঠাৎ ভেতরে ঢুকে কেউ আমাদের দেখে ফেলবে, সে আশঙ্কার কারণেই বোধহয় এত তাড়াহুড়া।

মা আমাকে শিখিয়েছিলেন, কথার ভেতর একগাদা রূপক ব্যবহার করে আমাকে বুঝিয়েছিলেন-পুরুষ লোকের সাথে তখনই 'ঘনিষ্ঠ' হওয়া উচিত, যখন অকৃত্রিম গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; ভালোবাসা যখন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমি বিভ্রান্ত, শঙ্কিত অবস্থায় অধ্যক্ষের অফিস থেকে বেরিয়েছিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কথাটা কোনওদিন কাউকে জানাব না। কিন্তু একদিন সবাই মিলে আড্ডা দেয়ার সময় এধরনের আরেকটা ঘটনা শুনতে পাই। আরও দু'জন মেয়েকে আমার-ই মতো সেই জঘন্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কার কাছে যাব আমরা? অভিযোগ জানাতে গেলে স্কুল থেকে বরখাস্ত করে দেয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। বাড়ি ফিরে তাহলে কী জবাব দেব? কোনও সমাধান না পেয়ে তাই মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হলাম। আমি একা নই, এই ভেবেই নিজেকে স্বান্তনা দিতাম। পরবর্তীতে যখন নৃত্যকলার কারণে আমি গোটা প্যারিস জুড়ে বিখ্যাত হয়ে যাই, এই মেয়েগুলোই তখন আমার গোপন ঘটনা ফাঁস করে দেয় সবার কাছে। মুখে মুখে পুরো লিডেন শহরে ছড়িয়ে পড়ে গল্পটা। সেই অধ্যক্ষ ততোদিনে অবসরে নিয়েছে, তাকে ঘাঁটানোর মতো ইচ্ছা নেই কারও। উল্টো আরও অদ্ভুত ব্যপার! অনেকে রীতিমতো তাকে হিংসা করতে শুরু করে দিল! সময়ের সেরা সুন্দরীর প্রাক্তন প্রেমিক হওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!

এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর থেকে যৌনতাকে আমি একরকম যান্ত্রিক অনুভূতি হিসেবে মানতে শুরু করি। এমন এক অনুভূতি, যার সাথে প্রেমের কোনও সম্পর্ক নেই।

BanglaBook.org

লিডেন শহরটা আসলে লিউওয়ার্ডেনের চেয়েও বাজে; অন্যের বিষয়ে নাক গলানো ছাড়া যেন লোকজনের আর কোনও কাজ নেই। একদিন, খুব বিরক্ত হয়ে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল– রুডলফ ম্যাক্লেওড, স্কটিশ বংশোদ্ভুত ডাচ সেনাবাহিনীর অফিসার, বর্তমানে ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থানরত, বিবাহের জন্য তরুণী পাত্রী খুঁজছেন। সস্ত্রীক বিদেশে বসবাস করবেন।

মুক্তির দুয়ার যেন চোখের সামনে খুলে গেল! অফিসার। ইন্দোনেশিয়া। রহস্যময় সাগর আর বহির্বিশ্ব। গোড়া,রক্ষণশীল, কুসংস্কার আর একঘেয়েমিতে ভরা হল্যান্ডে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছি, আর না। দেরী না করে সেই বিজ্ঞাপনের নির্দেশনা অনুযায়ী সাড়া দিলাম, বেছে বেছে পাঠিয়ে দিলাম আমার সবচেয়ে সুন্দর আর আবেদনময়ী ছবি। তখন কে জানত যে, বিজ্ঞাপনটা ঠাট্টার ছলে ক্যাপ্টেনের এক বন্ধুর দেয়া!

লোকটা আমার সাথে এমন পোষাকে দেখা করতে এল, যেন যুদ্ধে যাবে। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম, বাঁ পাশে ধারালো তলোয়ার ঝুলানো। পমেড মাখা দীর্ঘ জুলপি কিছুটা হলেও তার কদার্য আর কাঠখোট্টা ভাবকে আড়াল করে রেখেছিল।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে আমরা তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয়ে আলাপ করেছিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, সে যেন ফিরে আসে। অবশেষে আমার প্রার্থনার সাড়া মিলল। আমার বান্ধবীদের হিংসায় জ্বালিয়ে, স্কুলের অধ্যক্ষকে (যে মনে মনে আশা করেছিল যে আরেকবার সুযোগ মিলবে) হতাশায় ডুবিয়ে এক সপ্তাহ পর ফিরে এলো রুডলফ। ওর শরীর থেকে মদের গন্ধ আসছিল, তাতে খুব একটা গা করিনি। আমার উপস্থিতিতে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সে। অবশ্য যে তরুণীকে ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে হিসেবে গণ্য করা হয়, তার সামনে এমন হওয়াটা স্বাভাবিক।

আমাদের তৃতীয় এবং সর্বশেষ সাক্ষাতের দিন, রুডলফ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ইন্দোনেশিয়া। আর্মি ক্যাপ্টেন। সমুদ্রভ্রমণ। জীবনের কাছে অল্প বয়সী এক তরুণীর আর কী-ই বা চাওয়ার থাকতে পারে?

'নিজের চেয়ে একুশ বছরের বড় একজনকে বিয়ে করবে? লোকটা কি জানে, তুমি কুমারী নও?' একটা মেয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল। সেই অধ্যক্ষের ঘৃণ্য অভিলাষের কাছে ওর-ও সঁপে দিতে হয়েছিল নিজেকে।

আমি জবাব দেইনি। বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম সেদিনই। রুডলফ বিনয়ের সাথে আমার পরিবারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে। আমার বিয়ের পোশাক কেনার জন্য প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার করতে হয়েছিল বাবা-মাকে। ১৮৯৫ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখে আমাদের বিয়ে হয়, বিজ্ঞাপনের ঠিক তিন মাস পর।

BanglaBook.org

'বদলে যাও' আর 'উন্নতির জন্য বদলাও'-এই দুইয়ের মাঝে বিস্তর ফারাক। আমার জীবনে নাচ আর অফিসার অ্যান্ড্রেয়াস না থাকলে, ইন্দোনেশিয়াতে কাটানো বছরগুলো সীমাহীন দু:স্বপ্নের মতো মনে হতো। সে দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াত আমার স্বামী, মেয়েরা ছায়ার মতো ওর পিছে লেগে থাকত। পালিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার কথা চিন্তা করাটাও অসম্ভব ছিল আমার জন্য, ওদেশের ভাষা জানা ছিল না বলে মাসের পর মাস নিজেকে ঘরের ভেতর বন্দী করে রাখতে বাধ্য হতাম। আর অন্যান্য আর্মি অফিসারদের কুনজরের কথা নাহয় বাদই দেই!

সন্তান জন্ম দেয়া-একজন নারীর কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। অথচ সেটাই আমার কাছে দু:স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল। প্রসব বেদনা সেরে যাবার পর আমার মেয়ের ছোট্ট শরীরটা যখন প্রথমবার স্পর্শ করেছিলাম, মনে হয়েছিল যেন এতদিনে জীবনের পূর্ণ মানে খুঁজে পেয়েছি। কয়েক মাসের জন্য রুডলফের ব্যবহারের উন্নতি ঘটল; তবে শীঘ্রই আগের রূপে ফিরে গেল সে। স্থানীয় নারীদের নিয়ে ফূর্তিতে মেতে থাকার অভ্যাসটা কিছুতেই ছাড়তে পারল না। ওর মতে, রতিক্রিয়া এশিয়ান মেয়েদের কাছে নৃত্যকলার মতোই এক শিল্প। ইউরোপীয় কোনও মেয়ের পক্ষে ওদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। এমন কথা বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জা করেনি ওর। হয়তো রুডলফ মাতাল ছিল সেদিন, অথবা ইচ্ছা করেই আমাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল। পরে একদিন মদের আসরে পাড় মাতাল অবস্থায় অ্যান্ড্রেয়াসের কাছে অকপটে কিছু কথা স্বীকার করেছিল সে।

'মার্গারিটাকে নিয়ে আমার ভয় হয়। অন্য অফিসারেরা ওর দিকে কীভাবে তাকায় দেখেছ? কখন যে আমাকে ছেড়ে চলে যায় মেয়েটা!'

অমূলক যুক্তি; এধরনের অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। রুডলফের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ওর সাথে পরিচয়ের আগেই আমি কুমারীত্ব হারিয়েছি, এই যুক্তিতে সে আমাকে বেশ্যা ডাকতে শুরু করেছিল। বিস্তারিত জানতে চেয়েছিল আমার পরিচিত পুরুষদের সম্পর্কে। বেদনার্ত চিত্তে সেই অধ্যক্ষের অফিসে ঘটা দুর্ঘটনার কাহিনি খুলে বলেছিলাম। কখনও কখনও আমাকে মিথ্যাবাদী বলে মারপিট করত সে, আবার কখনও হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়ে আরও বর্ণনা শুনতে চাইত। অনেক কিছু বানিয়ে বলতাম আমি। নিজেও জানি না, কেন করতাম এমন।

BanglaBook.org

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। আমাকে একটা স্কুল ইউনিফর্ম কিনিয়েছিল রুডলফ। মাঝে মাঝে যখন ওর ওপর কোনও অশুভ শক্তি ভর করতো, তখন সেটা পরতে বাধ্য করা হতো আমাকে। আমার ধর্ষিত হবার দৃশ্যটা কল্পনা করে সে পৈশাচিক আনন্দ পেত; ডেস্কের ওপর উপুড় করে শুইয়ে হিংস্রভাবে প্রবেশ করত আমার ভেতর। চিৎকার করে কেঁদে উঠতাম। পাশের ঘর থেকে চাকরদের কানে যেত সে শব্দ, ওরা ভাবত আমার বেশ আনন্দ হচ্ছে।

মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ্মী খুকীর মতো আচরণ করতে হতো; যেন নির্দ্বিধায় ধর্ষনের ঘটনাটা মেনে নিচ্ছি। আবার কখনও কখনও উত্তেজনা বাড়াতে আমাকে চিৎকার করতে বাধ্য করা হতো। ওর কাছে মনে হতো, বেশ্যাদের মতোই সেটা উপভোগ করি আমি।

ধীরে ধীরে আমি নিজের পরিচয় ভুলে যেতে লাগলাম। দিন কাটত ছোট্ট মেয়েটার দেখভাল করে। নির্লিপ্তচিত্তে বাড়ির ভেতর ঘুরে বেড়াতাম, ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল সমস্ত অনুভূতি। শরীরে কাঁটাছেড়ার দাগগুলোকে ভারী প্রসাধনের আড়ালে লুকিয়ে রাখতাম, তবে সবার চোখে সেটা ভালোভাবেই ধরা পড়ত।

আমার কোলজুড়ে আবার সন্তান এলো, নিজের পুত্রকে পেয়ে কিছুদিনের জন্য আনন্দের জোয়ারে ভাসতে শুরু করেছিলাম। বেশীদিন সে সুখ সইলো না, এক আয়ার দেয়া বিষে মৃত্যু হলো আমার সন্তানের। জিজ্ঞাসাবাদের কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি; বাচ্চাটাকে যেদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল, সেদিনই বাড়ির অন্য চাকরদের হাতে খুন হয় সেই আয়া। অনেকে দাবী করেছিল, এটা পরিকল্পিত প্রতিশোধ। একসময় নাকি মহিলাকে অবাধে মারপিট আর ধর্ষণ করা হতো, চাপিয়ে দেয়া হতো অতিরিক্ত কাজের বোঝা।

BanglaBook.org

আমার সম্বল বলতে ছিল শুধু এক কন্যাসন্তান, একটা ফাঁকা বাড়ি আর এমন এক স্বামী-যে প্রতারিত হবার ভয়ে আমাকে কোথাও বেরোতে দেয় না। মনোরম এই শহর ক্রমশ আমার জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। স্বর্গোদ্যানে বাস করেও পুড়ছিলাম আমি মনের অনলে।

তারপর একদিন, সবকিছু বদলে গেল। দ্বীপের এক শাসকের আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানে সব অফিসারকে সস্ত্রীক আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন রেজিমেন্ট কমান্ডার। রুডলফ ওর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে না করতে পারেনি, আমাকে দামী এবং খোলামেলা কোনও পোশাক পরতে বলেছিল সে। 'দামী' পোশাকের কারণটা নাহয় বুঝলাম, আমার স্বকীয়তার চেয়ে ওর আভিজাত্যই তাতে বেশিফুটে উঠবে। কিন্তু আমাকে নিয়ে যদি ওর ভয়-ই হয়ে থাকে, তাহলে 'খোলামেলা' পোশাক পরতে বলার কারণ কী?

আমরা ঠিক সময়ে অনুষ্ঠানে পৌছুলাম। মহিলারা আমার দিকে হিংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, পুরুষদের চোখে ঝরে পড়ছিল কামনার আগুন। লক্ষ্য করেছিলাম, রুডলফ যেন তাতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। রাতের কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিলাম, রুডলফ নিশ্চয়ই আমার ওপর চড়াও হবে আজ। জোর করে বলতে বাধ্য করবে, অফিসারদের সাথে কীভাবে শুতে চাই; তারপর হিংস্রভাবে মিলিত হবে আমার সাথে। যেকরেই হোক, নিজের সত্তাকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি। একমাত্র উপায় ছিল, অ্যান্ড্রেয়াসের সাথে দীর্ঘ আলাপনে মেতে ওঠা। অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রী আতঙ্ক আর বিস্ময়ভরা চোখে দূর থেকে আমাকে দেখছিল। স্বামীর গ্লাসটা কানায় কানায় ভরিয়ে রেখেছিলাম আমি, চেয়েছিলাম যাতে সে বেঢপ মাতাল হয়ে পড়ে।

জাভা দ্বীপপুঞ্জের ঘটনা নিয়ে আর কিছু লিখব না, এখানেই শেষ করে দিতে চাইছি। অতীতের দুঃসহ স্মৃতি যখন কোনও পুরনো ক্ষতকে জাগিয়ে তোলে, সাথে সাথে মনে করিয়ে দেয় আরও অনেক জখমের কথা; আত্মার গভীরে ভীষণ রক্তক্ষরণ শুরু হয় তখন। হৃদয়কে দুমড়ে মুচড়ে, চিৎকার করে কাঁদিয়ে, তবেই সে নিষ্কৃতি দেয়। অবশ্য তিনটা জিনিসের কথা না বলে আমি শেষ করতে পারছি না– আমার সিদ্ধান্ত, সেদিনের সেই নৃত্যানুষ্ঠান, আর অ্যান্ড্রেয়াস।

আমার সিদ্ধান্ত– আমার পক্ষে আর এতসব ঝামেলায় জড়িয়ে থাকা সম্ভব না, মানবেতর জীবনযাপনের ইতি টানার সময় এসেছে।

BanglaBook.org

আমি যখন এসব ভাবছিলাম, ঠিক তখন নৃত্যশিল্পীর দল মঞ্চে উঠছিল। সব মিলিয়ে নয়জন ওরা, স্থানীয় শাসকের মনোরঞ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শহরের থিয়েটারে কিছু নাচের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম, গতিময় ছন্দে আনন্দ জাগিয়ে তোলাকেই নাচের উদ্দেশ্য বলে জেনে এসেছি। তবে এই নাচের সাথে কোনওকিছু মিলাতে পারলাম না। সবকিছু কেমন যেন শ্লথ, ধীরগতিতে চলছিল। শুরুর দিকে আমি ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতর আমাকে এক আধ্যাত্মিক আবেশ গ্রাস করে ফেলল। ওদিকে নৃত্যশিল্পীরা তখন সুরের তালে আচ্ছন্ন হয়ে একের পর এক দুঃসাধ্য ভঙ্গিমা প্রদর্শনে ব্যস্ত। একবার দেখলাম, শরীরকে সামনে পেছনে ঝুঁকিয়ে ইংরেজি S অক্ষরের মতো অবয়ব সৃষ্টি করছে তারা। সেই স্থির অবস্থান থেকে হঠাৎ চঞ্চল গতিময় আবহ জন্ম নিল; ঠিক যেন শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়া কোনও ক্ষিপ্ত চিতাবাঘ।

ওরা সবাই নিজেদের নীল রঙে রাঙিয়েছিল; পরণে ছিল লম্বা ঝুলওয়ালা সারঙ্গ, ওই অঞ্চলের স্থানীয় পোশাক। বুকে জড়ানো সিল্কের ফিতা আচ্ছাদিত করে রেখেছিল নারীদের স্তন, আর ফুটিয়ে তুলেছিল পুরুষের দৃঢ় পেশীকে। মেয়েরা মাথায় মূল্যবান পাথরখচিত টায়রা পরেছিল, হস্তশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছিল নাচের মুদ্রা, আবেগঘন মুহূর্ত পেরিয়ে আকস্মিকভাবে শুরু হচ্ছিল যুদ্ধের অনুকরণ। সিল্কের ফিতাগুলো কল্পিত ধারালো তলোয়ারের মতো করে ব্যবহার করছিল ওরা।

আমি ক্রমশ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন; রুডলফ, হল্যান্ড, আমার মৃত পুত্র-সবই আসলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জগতের অংশ। সবকিছুই নতুন করে জন্মাবে, আমার মায়ের দেয়া টিউলিপ বীজগুলোর মতো। তারাখচিত আকাশ আর তালগাছের দীর্ঘ পল্লব যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। নতুন এক জগতে, নতুন কোনও মাত্রায় ভেসে যাচ্ছিলাম আমি, সম্বিত ফিরল অ্যান্ড্রেয়াসের কণ্ঠ শুনে, 'সবকিছু বুঝতে পারছ?'

ভেতর থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছিলাম আমি; হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থেমে গিয়েছিল আগেই, বিশুদ্ধতম সৌন্দর্যকে একমনে উপভোগ করছিলাম। পুরুষ মানুষ সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পছন্দ করে, অ্যান্ড্রেয়াস-ও তার ব্যতিক্রম নয়। নিজেই বলতে শুরু করল, যোগশাস্ত্র আর ধ্যানের সমন্বিত এই ব্যালে নৃত্যের* উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন এক ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে। তবে একটা কথা ওর জানা ছিল না-নাচ আসলে কাব্যের মতো। প্রতিটি ভঙ্গিমার মাধ্যমে তা আলাদা আলাদা অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি করে।

BanglaBook.org

আমার মনের ভেতর চলমান যোগাসন আর স্বতঃস্ফূর্ত ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটেছিল ততোক্ষণে। চুপ করে থাকাটা অভদ্র আচরণ, তাই নিজের অজান্তেই কথোপকথনে জড়িয়ে পড়েছিলাম আবার।

অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রী ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, আর অ্যান্ড্রেয়াস তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আমি, অ্যান্ড্রেয়াস আর এক জাভানিজ* নারী-রুডলফ একই সাথে এই তিনজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। নিমন্ত্রিত সেই নারী অতিথি হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল ওর নজরের।

আমরা গল্পে মেতে উঠেছিলাম। বিদেশীরা পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ধর্মীয় প্রথাকে অবমাননা করছে বিধায়, জাভানিজদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ঠিকরে পড়ছিল সবার দিকে। হয়তো সেকারণেই প্রত্যাশিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছিল। নৃত্যশিল্পীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকিয়ে ছিল নিজেদের অঞ্চলের মানুষের দিকে। সাদা চামড়ার বর্বর অফিসার আর তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের দিকে কেউ নজর দিচ্ছিল না; ওদের কর্কশ হাসি, ভ্যাসলিন মাখা দাড়িগোঁফ আর কাঠখোট্টা আচরণকে উপেক্ষা করে যাচ্ছিল সবাই।

রুডলফের গ্লাসটা আবার ভরিয়ে দেবার পর, সেই হাস্যমুখী জাভানিজ নারীর দিকে এগোল সে। নির্লজ্জ ভঙ্গিতে কোনও ভয়ভীতি ছাড়াই ওর দিকে তাকিয়ে ছিল মহিলা। এদিকে, অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রী এগিয়ে এসে স্বামীর হাত শক্ত করে ধরল। মিষ্টি করে হাসল একবার, সেই হাসির অর্থ হচ্ছে-'এই লোকটা শুধুই আমার।' তারপর এমন ভাব করতে লাগল যেন অ্যান্ড্রেয়াসের নাচ বিষয়ক অর্থহীন কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'এতগুলো বছর ধরে, আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এসেছি,' হঠাৎ আমাদের কথোপকথনে বিঘ্ন ঘটাল সে। 'আমার হৃদয় আর বিচার-বিবেচনার ওপর শুধু তোমার আধিপত্য। ঈশ্বর সাক্ষী, প্রতিরাতে আমি প্রার্থনা করি, যাতে তুমি নিরাপদে ঘরে ফিরে আসো। যদি তোমার জীবনের প্রতিদান স্বরূপ আমার জীবন দিতে হয়, তবে তা-ই করব।'

আমার দিকে ফিরে ক্ষমা চাইল অ্যান্ড্রেয়াস। জানাল ওর তাড়া আছে, এখনই বেরিয়ে যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ ওর স্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, সে এখান থেকে এক পা-ও নড়বে না। ওর কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে, অ্যান্ড্রেয়াস আর নড়াচড়া করার সাহস পেল না।

'আমি অনেকদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আমার জীবনে তোমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, কবে বুঝবে? তোমাকে অনুসরণ করে এখানে এসে পৌঁছেছি আজ। জায়গাটা নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু সবার স্ত্রী-র জন্যই সমান ভীতিকর। কী বলো মার্গারিটা?'

BanglaBook.org

বলতে বলতে আমার দিকে ঘুরে গেল মেয়েটা। ওর নীল আয়তচক্ষু কাতর দৃষ্টিতে অপেক্ষা করছিল আমার সম্মতির জন্য। নারীরা একই সাথে একে অপরের শত্রু ও দোসর, এই প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করার তাগাদা দিতে চাইছিল। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দেবার মতো সাহস ছিল না আমার।

'সবটুকু শক্তি দিয়ে ভালোবাসাকে রক্ষা করতে চেয়েছি আমি। কিন্তু আজ, তা ফুরিয়ে এসেছে। আমার হৃদয়ের ওপর যে নুড়িপাথর চেপে ছিল, তা আজ বিশালাকার শিলাখণ্ডে পরিণত হয়ে থামিয়ে দিয়েছে স্পন্দন। ধুঁকে ধুঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময় আমার হৃদয় আমাকে জানিয়েছে, এই জগতের বাইরে আরও জগত আছে। এমন জগত, যেখানে একাকী দিন আর নির্ঘুম রাতের সঙ্গী হিসেবে কাউকে পাবার জন্য অনবরত ভিক্ষা চাইতে হবে না।'

আমি টের পাচ্ছিলাম, বেদনার সুর ঘনিয়ে আসছে। মেয়েটাকে শান্ত হতে বললাম; পরিচিত মহলে আন্তরিক হিসেবে সুখ্যাতি আছে ওর, স্বামী একজন আদর্শ অফিসার। আমার কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল সে, যেন এই কথাটা আগে অনেকবার শুনেছে। আবার বলতে শুরু করলঃ 'আমার দেহ হয়তো শ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগে। আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়, তোমাকে আমার কতটা প্রয়োজন সেটা কোনওদিন বোঝাতে পারব না।'

ডাচ আর্মির একজন সম্মানিত অফিসার অ্যান্ড্রেয়াস, সেই মুহূর্তে কিছুতেই নিজের অস্বস্তিকে লুকাতে পারছিল না। আমি পিছন ফিরে সরে যেতে চেয়েছিলাম, এমন সময় স্বামীর হাত ছেড়ে আমার বাহু চেপে ধরল ওর স্ত্রী।

'একমাত্র ভালোবাসাই পারে অর্থহীন কোনও কিছুকে তাৎপর্য দিতে। ভালোবাসার কাঙাল আমি; এতদিনে বুঝতে পেরেছি, তেমন ভালোবাসা পাবার ভাগ্য আমার নেই। তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কী?'

ওর মুখটা একদম আমার মুখের কাছেই ছিল; নিশ্বাসের সাথে মদের গন্ধ আসে কিনা শুঁকে দেখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাইনি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুও নজরে পড়েনি, শুকিয়ে গিয়েছিল হয়তো।

'মার্গারিটা, দয়া করে থেকে যাও। তুমি সাদা মনের মানুষ, সন্তানহারা এক মা। কোনওদিন গর্ভবতী না হলেও, আমি জানি এই অনুভূতিটা কেমন। যে কাজটা করতে যাচ্ছি, তা আমার নিজের জন্য নয়, বরং সেইসব নারীদের জন্য যারা তথাকথিত স্বাধীনতার জালে বন্দী হয়ে আছে।'

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, অ্যান্ডেয়াসের স্ত্রী পার্স থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করে আনল, নিজের হৃৎপিণ্ড বরাবর তাক করে চালিয়ে দিল গুলি। ঝকমকে গাউনের পুরুত্বের কারণে কর্কশ শব্দটা খুব বেশি জোরে না হলেও, সবাই আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল। মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে যেভাবে আমার বাহু চেপে দাঁড়িয়ে ছিল,

BanglaBook.org

তাতে করে সবার মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে, খুনটা আমিই করেছি। কিন্তু আমার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ আর অ্যান্ড্রেয়াসকে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে দেখে তাদের ভুল ভাঙ্গল তখনই। প্রাণপণে স্ত্রীর দেহ থেকে গড়িয়ে আসা রক্তের স্রোতকে থামানোর চেষ্টা করল লোকটা। লাভ হয়নি তাতে,ওর কোলে মাথা রেখেই সে মারা যায়। মেয়েটার চোখে কেমন যেন শান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল তখন। লোকজন চারপাশে জড়ো হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। রুডলফ-ও ততোক্ষণে এদিকে চলে এসেছে, সেই জাভানিজ মহিলা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সটকে পড়েছে আগেই। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই আমি রুডলফের কাছে জানতে চাইলাম, এখনই বেরোতে পারব কিনা? এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে।

বাড়ি ফেরার পর সরাসরি বেডরুমে ঢুকে কাপড় গোছাতে শুরু করেছিলাম আমি। মাতাল অবস্থায় সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়েছিল রুডলফ। পরদিন সকালে পেটপুরে নাস্তা খেয়ে আমার ঘরে ঢুকতেই স্যুটকেসগুলো ওর চোখে পড়েছিল। প্রথমবারের মতো টনক নড়েছিল ওর।

'সকাল সকাল কোথায় চললে?'

'হল্যান্ডে, পরের জাহাজটা ধরব। হয় আমার দেশে ফিরে যাব, নতুবা স্বর্গে, অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রীর মতো সে সুযোগটা আমার-ও আছে। বাকি সিদ্ধান্ত তোমার।'

ওই বাড়িতে রুডলফ-ই ছিল একমাত্র আদেশদাতা। কিন্তু সেদিন আমার চোখে এমন কিছু ফুটে উঠেছিল, যা ওকে দমে যেতে বাধ্য করে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। রাতে ঘরে ফিরে আমাকে বলেছিল, যে ছুটিটুকু ওর পাওনা আছে তা কাজে লাগানো উচিত। ঠিক দুই সপ্তাহ পর ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়ে আমরা রটার্ডামে রওয়ানা হয়েছিলাম।

অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রীর রক্তে পবিত্র জ্ঞানে দীক্ষিত হয়েছিলাম আমি। সেই দীক্ষাকে আঁকড়ে ধরে চিরকালের জন্য আমার মুক্তির দুয়ার খুলে গিয়েছিল। যদিও এই স্বাধীনতা কতদূর গড়াবে, তা আমাদের কারোর-ই জানা ছিল না।

BanglaBook.org

আমার জীবনের মূল্যবান সময়ের যেটুকু বাকি আছে... না, কথাটা এভাবে লেখা ঠিক হচ্ছে না বোধহয়। আমি এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমায় ক্ষমা করে দেবেন। মন্ত্রীদের অনেকের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে কিনা! তবে হ্যাঁ, খারাপ সম্ভাবনার কথাটা চিন্তা করে দেখলে, যে সময়টুকু বাকি আছে তার একটা অংশ আজ সিস্টার লরেন্সের কারণে নষ্ট হলো। আমাকে গ্রেফতার করার সময় সাথের লাগেজে একগাদা জিনিসপত্র ছিল। সেই জিনিসগুলোর একটা বড়সড় তালিকা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মায়াভরা কণ্ঠে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, যদি 'চরম দুর্ভাগ্যজনক' ঘটনাটা ঘটে যায়, তাহলে এই জিনিসগুলোর কী গতি করবেন। তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, এখন আমি একা থাকতে চাই, পরে এসব ভেবে দেখা যাবে। এই মুহূর্তে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। আর সত্যিই যদি 'চরম দুর্ভাগ্য' আমার জীবনে ঘনিয়ে আসে, তাহলে তার যা খুশি তিনি করতে পারেন। এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের কথা লিখে রাখছি। আমি বিশ্বাস করি, যা ঘটে তা আমাদের ভালোর জন্যই ঘটে।

প্রথম ট্রাঙ্ক

-১টা সোনার ঘড়ি, নীলচে প্রলেপে সুশোভিত ঘড়িটা সুইজারল্যান্ড থেকে কেনা;
-১টা গোলাকার বাক্স, ভেতরে ৬টা হ্যাট, ৩টা মুক্তা আর স্বর্ণখচিত পিন, কিছু দীর্ঘাকৃতি পালক, একটা ঘোমটা টানার পর্দা, ২টা পশমের স্টোল*, হ্যাটের অলঙ্করণে ব্যবহৃত ৩টা অনুষঙ্গ, একটা নাশপাতির আকৃতির ব্রোচ, আর একটা বল গাউন।

দ্বিতীয় ট্রাঙ্ক

-১ জোড়া রাইডিং বুট;
-১টা হর্স ব্রাশ;
-১ বাক্স শু পলিশ;
-১ জোড়া মোজাবন্ধনী;
-১ জোড়া স্পার;
-৫ জোড়া চামড়ার জুতো;
-৩টা সাদা শার্ট;

BanglaBook.org

-১টা ন্যাপকিন-জানি না, এই জিনিসটা কী কারণে রাখা হয়েছিল; সম্ভবত এটা দিয়ে আমার বুট মুছে রাখতাম;
-১ জোড়া চামড়ার গেইটার, গোড়ালি ঢাকার জন্য ব্যবহৃত একধরনের পট্টি;
-৩ সেট বিশেষ ধরনের বক্ষবন্ধনী, যাতে দৌড়ানোর সময় দৃঢ়তা বজায় থাকে;
-৮ জোড়া সিল্কের অন্তর্বাস, ২টা সুতি;
-২টা বেল্ট;
-৪ জোড়া গ্লাভস;
-১টা ছাতা;
-৩টা মুখাবরণ, সূর্যের আলো যাতে সরাসরি চোখে না পড়তে পারে;
-৩ জোড়া উলের মোজা, বারবার ব্যবহারের ফলে এর ভেতর একজোড়া পুরনো হয়ে গিয়েছে;
-১টা বিশেষ ধরনের ব্যাগ, যার ভেতর কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখা যায়;
-১৫টা স্যানিটারি টাওয়েল, মাসিকের সময় ব্যবহারের জন্য;
-১টা উলের সোয়েটার;
-১টা পরিপূর্ণ রাইডিং কস্টিউম, সাথে ম্যাচিং জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স;
-১টা বাক্স, ভেতরে চুলের ক্লিপ,
-১টা দীর্ঘ পরচুলা, আমার চুলের সাথে লাগানোর জন্য সাথে একটা ক্লিপ আছে;
-৩টা শেয়ালের লোমের তৈরি নেক ওয়ার্মার আর
-২ বাক্স ফেস পাউডার।

তৃতীয় ট্রাঙ্ক

-৬ জোড়া গার্টার;
-১ বাক্স স্কিন ময়েশ্চারাইজার;
-৩ জোড়া চামড়ার হাই-হিল বুট;
-২টা কোরসেট;
-৩৪টা পোশাক;
-১টা হাতে বোনা কাপড়ের থলে, যার ভেতর অপরিচিত কোনও উদ্ভিদের বীজ;
-৮টা কাঁচুলি;
-১টা শাল;
-১০ জোড়া আরামদায়ক আণ্ডারপ্যান্ট;
-৩টা ওয়েস্টকোট;
-২টা ফুলহাতা জ্যাকেট;
-৩টা চিরুনি;

BanglaBook.org

-১৬টা ব্লাউজ;
-আরও একটা বল গাউন;
-১টা তোয়ালে আর ১টা সুগন্ধি সাবান-আমি হোটেলের সাবান ব্যবহার করি না, ওতে জীবাণু ছড়ানোর তীব্র সম্ভাবনা থাকে;
-১টা মুক্তার মালা;
-১টা হ্যান্ডব্যাগ, ভেতরে আয়না আছে;
-১টা হাতির দাঁতের চিরুনি;
-২টা বাক্স, ঘুমানোর আগে গয়না খুলে এই বাক্সের ভেতর রেখে দিতাম;
-১টা তাম্রনির্মিত কেস, ভেতরে কলিং কার্ড রাখা। কার্ডে ফরাসি হরফে লেখা-ভাদিম্যে দে ম্যাসলফ, ক্যাপিতেইন্যে য্যু প্রিমিয়েরে, রেজিমেন্ত স্পেসিয়াল ইম্পেরিয়েল রুশ;
-১টা কাঠের বাক্স, ভেতরে পোর্সেলিনের টি-সেট;
-২টা নাইটগাউন;
-১টা মাদার-অফ-পার্ল হাতলবিশিষ্ট নেইল ফাইল;
-২টা সিগারেট কেস, ১টা রুপার আরেকটা সোনার, অবশ্য গোল্ড প্লেটেড-ও হতে পারে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না;
-৮টা হেয়ারনেট, ঘুমানোর সময় প্রয়োজন পড়ে;
-কয়েক বাক্সে ভরা নেকলেস,কানের দুল,একটা পান্না বসানো আংটি, আরেকটা হীরা-চুনি খচিত আংটি, আরও কিছু কমদামী অলঙ্কার সামগ্রী;
-সিল্কের ব্যাগ, ভেতরে ২১টা স্কার্ফ আর হাতরুমাল;
-৩টা হাতপাখা;
-লিপস্টিক আর রুজ, ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের সামগ্রী;
-১টা ফরাসি অভিধান;
-১টা ওয়ালেট, ভেতরে আমার অনেকগুলো ছবি, আর...

আরও গাদাখানেক আবোলতাবোল জিনিসপত্র যেমন, সিল্কের রিবনে বাঁধা প্রেমপত্র, অপেরার ব্যবহৃত টিকেট, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভেবেছিলাম, এখান থেকে ছাড়া পেলে ইচ্ছেমতো সবকিছু ফেলে দেয়া যাবে।

বেশির ভাগ জিনিসই প্যারিসের হোটেল মিউরিসে আমার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, ভাড়া মেটানোর মতো টাকা সাথে নেই। বিরাট এক ভুল ধারণা! আচ্ছা, ওরা এমনটা ভাবল কী করে? প্যারিস সবসময় আমার পছন্দের স্থান; সেখানে ঠগবাজ হিসেবে পরিচিত হওয়াটা আমি কখনোই মেনে নিতে পারব না।

BanglaBook.org

আমি সুখী হতে চাইনি; চেয়েছিলাম, মনের ভেতর যতটুকু দুঃখ আর দুর্দশা জমে আছে তা আমাকে গ্রাস না করুক। আমি আরেকটু ধৈর্য্য ধরতে পারলে, হয়তো প্যারিস যাবার পরিকল্পনাটা আরও ধীরে সুস্থে গুছিয়ে করা যেত। কিন্তু বাবার নতুন স্ত্রীর একের পর এক অভিযোগ, কাঠখোট্টা স্বামী, অনবরত চিৎকার করে কাঁদতে থাকা শিশু, ছোট্ট শহর ভরা সংকীর্ণমনা লোকজনের সরুদৃষ্টি-আর কতই বা সহ্য করা যায়!

একদিন সবার অজান্তে, ট্রেনে চড়ে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ি আমি, গন্তব্যস্থল হেগ। যুদ্ধের দামামা তখনও বাজেনি, শহরে ঢোকাটাও তাই এত কঠিন ছিল না; ইউরোপের জন্য হুমকিস্বরুপ পারস্পরিক দ্বন্দ্ববিদ্বেষের ব্যাপারগুলোতে হল্যান্ড বরাবর-ই নিরপেক্ষ থেকে এসেছে। রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা হবার পর, আমরা একটা ক্যাফেতে বসলাম। দুই ঘণ্টারও বেশিসময় ধরে লোকটা ইনিয়ে বিনিয়ে আমাকে নানাভাবে পটানোর চেষ্টা করল, আমিও এমন ভাব করছিলাম যেন তার ফাঁদে পা দিয়েছি। নিজের ওপর আস্থা ছিল আমার, প্যারিসের ওয়ান-ওয়ে টিকেট পেতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, যে করেই হোক কয়েকদিনের ছুটি জোগাড় করে প্যারিসে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। আমিও কথা দিলাম,অপেক্ষা করব তার জন্য।

'উপকারীর কদর কীভাবে করতে হয়, তা আমার ভালোই জানা আছে,' ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে বললাম আমি। কথাটা লুফে নিল সে, জানতে চাইল আমি কী করতে পারি?'

'আমি একজন ক্লাসিক্যাল ড্যান্সার, ওরিয়েন্টাল মিউজিকে পারদর্শী।'

ওরিয়েন্টাল মিউজিক? লোকটার কৌতূহল আরও শতগুণ বেড়ে গেল। জানতে চাইলাম একটা চাকুরী পাইয়ে দিতে পারবে কিনা। উত্তরে বলল, আমাকে ওই শহরের বেশ ক্ষমতাশালী এক লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে। মসিয়ে গ্রুমেট, নামকরা শিল্প সংগ্রাহক, প্রাচ্যের সবকিছুর প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ। আমি কবে নাগাদ ওদেশে পাড়ি জমাব-এ প্রশ্নের জবাবে বললাম,'ওখানে থাকার মতো একটা জায়াগার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে, যত দ্রুত সম্ভব রওয়ানা হয়ে যাব।'

লোকটা বুঝতে পেরেছিল, আমি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছি। এক ধরনের মেয়েমানুষ আছে, যারা ধনীদের ফুসলিয়ে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে।

BanglaBook.org

হয়তো সে ধরে নিয়েছিল, আমি তাদেরই একজন। টের পাচ্ছিলাম, তার চোখেমুখে সন্দেহের ছাপ ফুট উঠতে শুরু করেছে। আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বটে, তবে একই সাথে, সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ। হঠাৎ করে আমি অতি বিনয়ী হয়ে উঠলাম।

'আপনার বন্ধুর যদি আমাকে পছন্দ হয়, তবে তাকে দুই-একটা জাভানিজ নাচ নেচে দেখাব। আর পছন্দ না হলে, সেদিনের ট্রেনেই ফিরে আসব আমি।'

'কিন্তু, ম্যাডাম...'

'মিস।'

'আপনি তো আমাকে শুধু ওয়ান-ওয়ে টিকেটের কথা বলেছিলেন।'

পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দেখালাম, ফিরে আসার মতো সম্বল আমার আছে। যাবার জন্যেও যথেষ্ট টাকা ছিল আমার কাছে, কিন্তু নারীকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে পুরুষের মন নরম হয়। প্রত্যেক পুরুষেরই সাহায্যের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার স্বপ্ন থাকে, জাভা অঞ্চলের অফিসারদের রক্ষিতাদের এমনটাই দাবী!

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আমার নাম জানতে চাইল ভদ্রলোক, মসিয়ে গিমে-র কাছে একটা চিঠি দেয়া হবে। এ কথাটা তো কখনও মাথায় আসেনি! নাম? আসল নাম বলে দিলে, আমার পরিবারের পরিচয় জেনে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যেই মেয়েটা পালিয়ে যেতে চাইছে, তার এত বড় বোকামি সাজে না।

'আপনার নাম?' আবার জিজ্ঞেস করল লোকটা, হাতে কাগজ-কলম শক্ত করে ধরে রাখা।

'মাতা হারি।'

অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রীর রক্ত আবারও আমাকে নতুন দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলল।

BanglaBook.org

নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। মেঘ ফুঁড়ে স্বর্গ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে এক বিশালাকার লৌহনির্মিত ভবন, অথচ শহরের কোনও ডাকটিকেটে তার ছবি নেই! সীন নদীর দু'তীর জুড়ে দেখতে পেলাম-চীন,ইতালি সহ বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতনামা দেশের বৈশিষ্ট্যসূচক আদলে গড়ে তোলা হয়েছে অনেকগুলো বিল্ডিং। আমি হল্যান্ড খোঁজার চেষ্টা করলাম, তবে লাভ হলো না। আচ্ছা, এমন কী আছে যা আমার দেশকে উপস্থাপন করতে পারে? আদি আমলের উইন্ডমিল? ভারী কাঠের জুতো? নাহ, এত আধুনিক জিনিসের মাঝে ওসবের কোনও স্থান নেই।

'দেখুন! গ্যাস কিংবা আগুন ছাড়াই বাতি জ্বলছে। এ শুধু প্যালেস অফ ইলেকট্রিসিটিতেই সম্ভব।'

'পা একচুল না নড়িয়েই ওপরে উঠুন! চলমান সিঁড়ির ধাপগুলো নিজেই আপনার হয়ে কাজটা করে দেবে।' একটা ছবির নীচে এই সিঁড়ির অবস্থান, দেখে মনে হলো দুপাশে হাতলওয়ালা খোলা কোনও সুড়ঙ্গমুখ।

'আর্ট ন্যুওভঃ* ফ্যাশনের নতুন ধারা।'

বিস্মিত হবার মতো কিছু নয়, একটা ফুলদানিকে ঘিরে থাকা দুইটি পোর্সেলিনের রাজহাঁস। তার নীচে রেখাঙ্কিত আরেকটা ধাতব কাঠামো, নামটা বেশ গালভরা-গ্র্যান্ড প্যালেই।

সিনেওরমা,ম্যারেওরমা,প্যানরমা-দর্শকদের চোখের সামনে গতিশীল হয়ে ভেসে উঠছে একের পর এক মনোরম ছবি; স্বপ্নের স্থানগুলোতে ভ্রমণের অনুভূতি যোগাচ্ছে সহজেই। যত দেখছি, ততই যেন হারিয়ে ফেলছি নিজেকে। বেশ আফসোস হলো; ইশ! যদি আরও বড় করে পা ফেলা যেত!

শহরে লোকজন গিজগিজ করছে, যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মহিলাদের শরীরে এমন অভিজাত পোশাক আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পুরুষেরা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। তবে, লক্ষ্য করলাম, আমি পিছু ফেরা মাত্র তাদের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছে।

আমার হাতে মোটাসোটা একটা অভিধান ধরে রাখা। স্কুলে থাকতে ফরাসি ভাষা কিছুটা শিখেছিলাম, সেই বিদ্যা কাজে লাগিয়ে আমার কাছাকাছি বয়সের একটা মেয়েকে দেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসি ভাষায় একটা নির্দিষ্ট হোটেলের ঠিকানা জানতে চাইলাম। রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক আমার জন্য আগে থেকেই হোটেল বরাদ্দ করে

BanglaBook.org

রেখেছে। আমার পোশাক আর লাগেজের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা। তারপর কোনও উত্তর না দিয়ে গটগট করে হেঁটে গেল; অথচ আমার পরণে জাভা থেকে নিয়ে আসা সবচেয়ে সুন্দর পোশাক! বিদেশীরা বোধহয় সহজে কাউকে মেনে নিতে চায় না, অথবা প্যারিসের লোকজন নিজেদেরকে পৃথিবীর আর সব মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু নজরে দেখে।

আরও দুই-তিন বার চেষ্টা করলাম, ফলাফল সেই একই। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে জার্ডিন দেস টুইলেরিসে পাতা একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। বাচ্চাকাল থেকে আমার স্বপ্ন ছিল এ জায়গায় একদিন পা রাখব, আজ অন্তত সেই সৌভাগ্য তো হলো!

একবার কী ঘুরে দেখব? অচেনা এক শহরে মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে পাওয়া কত কঠিন হতে পারে, তা ভেবে নিজেই নিজের সাথে তর্কে জড়িয়ে গেলাম। অতঃপর ভাগ্যদেবী সহায় হলেন– হঠাৎ ঝড়ো বাতাসে একটা হ্যাট উড়ে এসে আমার দু'পায়ের মাঝখানে পড়ল।

সাবধানে জিনিসটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম আমার দিকে দৌড়ে আসছেন এক ভদ্রলোক।

'আমার হ্যাটটা আপনার হাতে দেখতে পাচ্ছি,' তিনি বললেন।

'হ্যাঁ, আমার পায়ের কাছে এসে পড়েছিল।' উত্তর দিলাম।

'কারণটা বোধহয় আমি জানি।'

ইঙ্গিতপূর্ণ কথার ভাবভঙ্গি থেকে বুঝতে পারলাম, কোনওরকম লুকাছাপা না করে সরাসরি আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন তিনি। ফরাসি জনগন মুক্তমনা হিসেবে সুখ্যাত, আমার দেশের প্রাচীনপন্থী লোকদের মতো গোঁড়া নয়।

হ্যাটটা নেয়ার জন্য আমার কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। আমি সেটাকে পিঠের পেছনে লুকিয়ে ফেললাম। অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে, সেখানে হোটেলের ঠিকানাটা লেখা। ভালো করে পড়ে তিনি জানতে চাইলেন আমার কী প্রয়োজন।

'ওখানে আমার এক বান্ধবী থাকে। ওর সাথে দু'দিন সময় কাটানোর জন্যই আমি প্যারিসে এসেছি।'

বান্ধবীর সাথে ডিনার করতে যাব, এ কথা বলার কোনও উপায় ছিল না। আমার পাশে রাখা লাগেজটা আগেই তার চোখে পড়েছে।

তিনি কোনও কথা বললেন না। আমার মনে হলো, জায়গাটা এতই সস্তা যে মানুষ তা নিয়ে সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করে। অনেকরকম চিন্তাভাবনা মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন সময় তিনি মুখ খুললেন–

BanglaBook.org

'আপনি যেই বেঞ্চে বসে আছেন, তার ঠিক পেছনে রু্য দে রিভলি। আমি আপনার স্যুটকেসটা বয়ে নিয়ে যেতে পারি। যাবার পথে কয়েকটা পানশালা পড়বে, আমার সাথে গলা ভেজাবেন নাকি, মাদাম...?'

'মাদামোয়াজেল মাতা হারি।'

আমার হারানোর মতো কিছু নেই। নতুন এই শহরে তিনিই আমার প্রথম বন্ধু হলেন। হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম আমরা, পথিমধ্যে একটা রেস্টুরেন্টে থামলাম। পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা অ্যাপ্রন পরা কয়েকজন সদা হাস্যমুখী ওয়েটারকে দেখলাম। তাদের এই হাসিটা নির্দিষ্ট কোনও খদ্দেরের জন্য নয়, অবশ্য আমার সঙ্গীর ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম হলো। রেস্টুরেন্টের এক কোনায় পাতা টেবিলে বসলাম আমরা দুজন।

তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোত্থেকে এসেছি। 'ইস্ট ইন্ডিজ,' বললাম আমি। 'ডাচ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল, জন্মের পর থেকে সেখানেই বেড়ে উঠেছি।'

একটু আগে দেখা সেই লৌহনির্মিত ভবনের প্রশংসা করতেই তিনি রেগে গেলেন। 'ঠিক চার বছর পর, ভবনটা ভেঙ্গে ফেলা হবে। সাম্প্রতিক দুই যুদ্ধের চেয়ে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার* পরিচালনায় আরও বেশি খরচ হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের। তারা আমাদের মাথায় একটা জিনিস ঢুকিয়ে দিতে চায়, এখন থেকে ইউরোপের সব রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। ভাবতে পারেন?'

আমার কোনও মতামত নেই, চুপ থাকাই শ্রেয়। একটু আগে যেটা বললাম আর কী, পুরুষ মানুষ সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পছন্দ করে, সব ব্যাপারেই নিজস্ব মতামত থাকে তাদের।

'জার্মানদের প্যাভিলিয়নটা দেখা উচিত আপনার। ওরা আমাদের খেলো করার চেষ্টা করেছে। বিরাট বড় প্যাভিলিয়ন, তবে রুচিবোধের অভাব। জায়গাটা কলকজা, ধাতব যন্ত্রপাতি আর জাহাজের ক্ষুদে সংস্করণে ভরা; দাবী করেছে, খুব শীঘ্রই তারা সবগুলো সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। আর হ্যাঁ, দানবাকৃতির একটা টাওয়ার, পুরোটা ভরা...'

এক মুহূর্তের জন্য থামলেন তিনি, যেন অশ্রাব্য কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

'....বিয়ার! তাদের ভাষ্যমতে, ওসব নাকি কাইজারের* প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাখা। তবে আমি নিশ্চিত, এই পুরো আয়োজনের উদ্দেশ্য একটাইঃ আমাদেরকে আগাম সতর্কবার্তা প্রদান। বছর দশেক আগে ক্যাপ্টেন ড্রেফাস নামের এক ইহুদি গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছিল ওরা, লোকটা জোর গলায় দাবী করেছিল যে খুব শীঘ্রই দেশে যুদ্ধ শুরু হবে। তবে ইদানিং ওরাই আবার বলছে, লোকটা

BanglaBook.org

নির্দোষ ছিল। ওই হতচ্ছাড়া লেখক এমিল জোলা-র কারণে এসব হয়েছে, এই লোকটাই বিভক্ত করেছে আমাদের সমাজকে। এখন ফ্রান্সের অর্ধেক মানুষ চায় যে ড্রেফাসকে ডেভিল'স আইল্যান্ড* থেকে মুক্তি দেয়া হোক, আর বাকি অর্ধেক চায় চিরদিন সে ওখানেই থাকুক।'

আরও দুই গ্লাস মদ আনালেন তিনি, ঢকঢক করে চোখের পলকে খালি করে ফেললেন। আমাকে জানালেন, আজ তিনি ভয়াবহ ব্যস্ত। তবে, আমার আরও কিছুদিন এই শহরে থাকা উচিত, অন্তত আমার দেশের প্যাভিলিয়নটা যাতে দেখে যাই।

আমার দেশ? এখন পর্যন্ত কোনও উইন্ডমিল বা কাঠের জুতো আমার চোখে পড়েনি!

'সত্যি বলতে, ওরা ভুল নাম দিয়েছে– প্যাভিলিয়নটা আসলে হল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলের। ওখানে যাবার সময় পাইনি এখনও-তবে শুনেছি, বেশ চমৎকার সাজিয়েছে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, একটা কার্ড বের করলেন। পকেট থেকে একটা সোনার কলম বের করে নিজের নাম স্বাক্ষর করলেন সযত্নে। মনে মনে তখনই আশা করেছিলেন বোধহয়, অচিরেই আমাদের ভেতর সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সবিনয়ে আমার হাতে চুম্বন করে তিনি বিদায় নিলেন। আমি কার্ডের দিকে তাকালাম। এখানকার রীতি অনুযায়ী, সেখানে কোনও ঠিকানা লেখা নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমিয়ে রাখার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। তাই, লোকটা চোখের সামনে থেকে সরে যেতেই দলামোচড়া করে ফেলে দিলাম কার্ডটা।

ঠিক দুই মিনিট পর, কার্ডটা তুলে নেবার জন্য ফিরে যেতে হলো আমাকে। রাষ্ট্রদূত যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, সেটা এই লোকের কাছেই লেখা!

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ক্ষীণকায় সুউন্নত দেহ, সারা শরীর জুড়ে বন্য পশুর ন্যায় ক্ষিপ্রতা,
মাতা হারির দীঘল কালো কেশের তরঙ্গায়িত প্রবাহে সৃষ্টি হয় অপূর্ব এক ইন্দ্রজাল।
নারীত্বের ভাস্বর প্রতীক সে, শরীরের ভাজে ভাজে রচিত হয়েছে বেদনার গাঁথা।
হাজারো কাব্যিক অঙ্গভঙ্গির সাথে নিখুঁত সমন্বয় ঘটেছে হাজারো মনমাতানো ছন্দের।

সংবাদপত্রের এই লাইনগুলো আমাকে ভাঙ্গা চায়ের কাপের কথা মনে করিয়ে দিল, জীবনের রঙিন অধ্যায় আমি অনেক আগেই পার করে এসেছি। এখান থেকে বেরোনোর পর, এধরনের খবরগুলো সংগ্রহ করে প্রতিটা কাগজ আমি সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখে দেব। আমার সব টাকাপয়সা আগেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, মেয়ের জন্য তাই এই কাগজগুলো গচ্ছিত করে রাখব। দেখা হবার পর ওকে ফলিস বার্জ্যারে-র গল্প শোনাব, যে মঞ্চে নাচার স্বপ্ন দেখত ইউরোপের প্রত্যেক নর্তকী। মাদ্রিদ দে লস অস্ট্রিয়াস, বার্লিনের রাস্তাঘাট আর মন্টে কার্লোর নয়নাভিরাম প্রাসাদের সৌন্দর্যের গল্প করব ওর সাথে। ট্রকাদ্যারো আর সারক্লে রয়্যালে ঘুরতে যাব আমরা, ম্যাক্সিম'স, রাম্পলমেয়ার'স সহ আরও দামী দামি রেস্তোরাতে ঢুঁ মারব। এককালের সবচেয়ে বিখ্যাত মক্কেলের পদচারণায় আনন্দের জোয়ার বইবে সেখানে।

ইতালি ভ্রমণে বেরোব আমরা, মিলানের লা স্ক্যালা দেখিয়ে সগর্বে বলব ওকেঃ 'এখানেই আমি মার্সিনোর ব্যাক্কাস* আর গ্যাস্ট্রিনাস* নেচেছিলাম।'

একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমি এখন যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তা আমার খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দেবে; কুহকিনী, অভিযুক্ত গুপ্তচর-এই শব্দগুলোর প্রতি সবারই বিশেষ দুর্বলতা আছে।

হয়তো আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করবেঃ

'আর আমার মা, মার্গারিটা ম্যাক্লেওডের কী খবর?'

উত্তর দেবঃ

'আমি ওই মহিলাকে চিনি না। সারাজীবন আমি মাতা হারির চরিত্রে অভিনয় করে গিয়েছি, চিন্তা চেতনায় ধারণ করেছি তাকে। পুরুষের কল্পনার জগতে স্থান করে নিয়ে নারীকূলের হিংসার পাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। হল্যান্ড ছাড়ার পর, দূরত্ব আর বিপদের অনুভূতিকে তাড়িয়ে দিয়েছি মাথার ভেতর থেকে-কিছুতেই আর ভয় পাই না। নিঃস্ব অবস্থায় প্যারিসে পা রেখেছিলাম, আর এখন আমার অবস্থা দেখ। আশা করি, তোমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে।'

নাচের গল্প শুনাব আমার মেয়েকে-কপাল ভালো; বেশীরভাগ নাচের মুদ্রা আর পোশাকের ছবি আছে আমার কাছে। সমালোচকদের অনেকেই বলতো, মঞ্চে উঠলে নাকি আমি আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে স্রষ্টার কাছে সঁপে দেই সবকিছু। আর তাই, খুব সহজে বিবস্ত্র হয়ে যেতে পারি। আমার শরীর, সত্তা কোনওকিছুর অস্তিত্ব থাকে না তখন, শুধুমাত্র নাচের মুদ্রার মাধ্যমে একাত্ম হয়ে যাই মহাজগতের সাথে।

BanglaBook.org

#

মসিয়ে গিমে'র কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, প্রথমবার নাচার সুযোগটা তিনিই করে দিয়েছিলেন। আমার জন্য এশিয়া থেকে বেশ দামী পোশাক আনিয়েছিলেন তিনি, নিজের ব্যক্তিগত জাদুঘরে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন। অবশ্য সেই সুযোগটা পাবার জন্য আমাকে আধঘণ্টার জন্য তার সাথে বিছানায় যেতে হয়েছিল। নামীদামী সাংবাদিক, তারকা মিলিয়ে প্রায় শ' তিনেক দর্শকের সামনে নেচেছিলাম আমি। জার্মানি এবং জাপানের দু'জন রাষ্ট্রদূতও উপস্থিত ছিলেন। দুদিন পর সবগুলো খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল-ডাচ সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মানো এক লাস্যময়ী নারী নাচের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে অচিন দেশের ধর্মীয় অনুভূতির আবেশ।

সেদিনের কথা একটু বর্ণনা করি– জাদুঘরের মঞ্চ শিবের মূর্তি দিয়ে সাজানো-শিব, হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা। সুগন্ধী মোমের আলো আর সুবাস সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার পোশাকটাকে আবারও ভালোভাবে পরখ করে নিলাম, ঠিক কখন কী করতে হবে সবকিছু আমার মাথার ভেতর গোছানো। আজকের সুযোগের সদ্ব্যবহার না করতে পারলে সারাজীবন পস্তাতে হবে। নিজের দেহ বিলিয়ে মানুষের অনুগ্রহ পেতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তবুও, অভ্যস্থ হওয়া আর সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝে বিস্তর ফারাক। আরও টাকাপয়সা চাই আমার!

নাচ শুরু করার সময় আমার মাথার ভেতর একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল-চিরাচরিত অর্থবহ কিছু করার চিন্তায় না মেতে এমন কিছু করা, যা শুধু ফরাসি সরাইখানার নর্তকীরা করে থাকে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এক স্থানে নাচ দেখাতে এসেছি আমি, এখানে উপবিষ্ট দর্শকেরা নতুন কিছু দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে। কিন্তু যেসব জায়গায় তাদের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা আছে, সেখানে পা রাখার মতো সাহস তাদের মনে নেই।

আমার নাচের পোশাকটা কয়েক স্তরের কাপড়ের সমন্বয়ে বানানো। প্রথম স্তর খুলে ফেলার পর, কেউ তেমন সাড়া দিল না। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় স্তর খুলে ফেললাম আমি, তারপর তৃতীয়, অতিথিরা একে অপরের মাঝে দৃষ্টি বিনিময় করতে শুরু করল। পঞ্চম স্তর খুলে ফেলার সময় লক্ষ্য করলাম, সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে আমার দিকে, নাচের দিকে কারও খেয়াল নেই। এমনকি নারীদের চোখেও বিস্ময় বা রাগের ছাপ নেই; পুরুষের পাশাপাশি তারাও বোধহয় একইরকম উত্তেজনা অনুভব করছে। আমার নিজের দেশে এমন কিছু করলে, এতক্ষণে

BanglaBook.org

আমাকে জেলে পুরে দেয়া হতো। কিন্তু ফ্রান্সের ব্যাপারটা আলাদা, স্বাধীনতা আর সমঅধিকারের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ এই দেশ।

ষষ্ঠ স্তর নামিয়ে ফেলার সময় আমি শিবের মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, চোখেমুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুললাম যেন রতিক্রিয়ার চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছি। সুকৌশলে মঞ্চের ওপর লুটিয়ে পড়লাম, তারপর, সরিয়ে ফেললাম সপ্তম এবং সর্বশেষ স্তর।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চারপাশ নীরব হয়ে গেল, শায়িত অবস্থায় কারও সাড়া শব্দ পেলাম না আমি। কারও চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, তবে অনুভব করছি তারা স্তম্ভিত, হতবাক। এরপর, হঠাৎ নারীকণ্ঠের উল্লাসিত চিৎকার শুনতে পেলাম, 'শাবাশ।' আমাকে অবাক করে দিয়ে পুরো হলঘর ভরা দর্শক একসাথে দাঁড়িয়ে গেল। এক হাতে স্তনযুগল আবৃত করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, আরেক হাতে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলাম, এক কোনায় একটা রেশমের অঙরাখা ফেলে এলাম ইচ্ছাকৃতভাবে। তালির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম, মনে মনে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আড়ালে হারিয়ে গেলাম আমি। রহস্যময় আবহ সৃষ্টি করার অভিনব পন্থা বলতে পারেন।

তবে, একটা ব্যাপার আমার নজর এড়ায়নি। দর্শকদের মাঝে শুধু একজন তালি না বাজিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিল, মসিয়ে গিমের স্ত্রী।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে দু'টো আমন্ত্রণ পেলাম। মাদাম কিরেয়েভস্কি জানতে চেয়েছেন, আহত রাশিয়ান সৈনিকদের চিকিৎসায় গঠিত তহবিলের জন্য আমি নাচের প্রদর্শনী করতে পারব কিনা। আর মাদাম গিমে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সীন নদীর তীরে তার ভ্রমণসঙ্গী হবার জন্য।

পত্রিকার দোকানগুলো তখনও আমার ছবি দেয়া পোস্টকার্ডে ভরে ওঠেনি। আমার নামে বেরোয়নি কোনও চুরুট, সিগারেট অথবা লোশন। তখনও অজ্ঞাত অপরিচিত আমি, তবে প্রসিদ্ধ বলা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা আগেই করে রেখেছি; নাচ দেখতে আসা দর্শকদের মনে মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। এর চেয়ে ভালো প্রচারণার উপায় আমার জানা নেই।

'তোমার কপাল ভালো যে, এখানকার লোকজন নাচের ব্যাপারে তেমন কিছু জানে না,' মাদাম গিমে বললেন। 'যে নাচ দেখাচ্ছ তার সাথে প্রাচ্যের ঐতিহ্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সন্ধ্যা গড়ানোর সাথে সাথে নাচের মুদ্রাগুলো বোধহয় তুমি নিজেই বানিয়ে নাও।'

আতঙ্কে জমে গেলাম। তার স্বামীর সাথে একটা রাত কাটিয়েছিলাম আমি- সাদামাটা, নিরানন্দ, একটা মাত্র রাত। এই বুঝি তিনি সেই রাতের কথা বলে বসেন!

'তোমার নাচের ভুলগুলো শুধুমাত্র দিনরাত বইয়ের মাঝে নাক গুঁজে থাকা কাঠখোট্টা নৃতত্ত্ববিদদের পক্ষেই ধরা সম্ভব; ওদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না কিছুতেই।'

'কিন্তু আমি...'

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি তুমি জাভাতে ছিলে, সেখানকার স্থানীয় রীতিনীতি তোমার ভালোই জানা আছে। সেখানকার এক আর্মি অফিসারের স্ত্রী অথবা প্রেমিকা ছিলে তুমি। বহুদিন যাবত প্যারিস ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছ; আর তাই, সুযোগ পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছ এখানে।'

চুপচাপ হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। আমি হাজারো মিথ্যা বলতে পারতাম- সারাজীবন তো তাই করে এসেছি! তবে মাদাম গিমে সম্ভবত অনেক কিছু জানেন আমার সম্পর্কে। অপেক্ষা করি, দেখা যাক এই আলাপচারিতা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে গড়ায়।

BanglaBook.org

'তোমাকে কিছু উপদেশ দেই,' মাদাম গিমে বললেন। বিশালাকার লোহার ভবনের দিকে ব্রিজ ধরে এগোচ্ছি আমরা, মধ্যবয়স্ক কিছু লোককে দেখলাম গম্ভীরমুখে ধাতব বল ছুঁড়ে এক টুকরো কাঠে আঘাত করার চেষ্টা করছে। খেলাটা আমার কাছে বেশ হাস্যকর মনে হলো।

কোথাও বসতে পারলে ভালো হতো, এত ভিড়ের মাঝে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা বেশ দুরুহ। তিনি রাজি হলেন, চ্যাম্প দে মার্সে একটা বেঞ্চ খুঁজে পেতেই সেখানে বসে পড়লাম আমরা।

'আমার কয়েকজন বন্ধু তোমার নাচ দেখেছে। তাদের সাথে কথা বলে যা বুঝলাম, আগামীকাল সবগুলো পত্রিকা তোমার প্রশংসায় ফেটে পড়বে। আর হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না; তোমার 'প্রাচ্যদেশীয় নৃত্য' সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলব না।'

চুপচাপ শুনে গেলাম, তর্কের কোনও অবকাশ নেই।

'আমার প্রথম উপদেশটা সবচেয়ে কঠিন, তোমার নাচের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কখনও প্রেমে পড়ো না, মেয়ে; প্রেম বড় বিষাক্ত। একবার কাউকে ভালোবেসে ফেললে, নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ হারাবে তুমি-তোমার হৃদয়, ধ্যানজ্ঞান সবই সঁপে দিতে হবে তাকে, অস্তিত্ব হবে হুমকির সম্মুখীন। প্রিয়জনকে রক্ষা করতে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিতে চাইবে, গ্রাহ্য করতে ভুলে যাবে বিপদ আপদ। ভালোবাসা তোমাকে শুষে নিয়ে এমন এক বিচিত্র প্রাণীতে বদলে দেবে, যে নিজের প্রেমিকের চাহিদার বাইরে আর কিছুই বোঝে না।'

অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। নিজের মাথায় গুলি চালানোর আগে ওর অনুভূতিহীন দৃষ্টির কথা স্মরণ করে শিউরে উঠলাম আমি। ভালোবাসা এক গোপন হন্তারক, কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই সে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

ছোট্ট এক বালককে আইসক্রিমের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মাদাম গ্রিমে তার দ্বিতীয় উপদেশ দিতে গিয়ে সেই উদাহরণ টেনে আনলেন।

'লোকে বলে, জীবন অতটা জটিল নয়। কথাটা ভুল। আইসক্রিম খাবার ইচ্ছা পোষণ করা খুবই সহজ, তেমনই সহজ হচ্ছে বিখ্যাত হবার চাহিদা। কিন্তু খ্যাতি অর্জনের পথে মাসের পর পর মাস নিজেকে টিকিয়ে রাখাটা কঠিন, বিশেষ করে যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেহ বিলিয়ে দিতে হয়। মনপ্রাণ দিয়ে কাউকে চাওয়াটা সহজ; কিন্তু সেই মানুষটা যখন বিবাহিত, কোনওভাবেই সে তার পরিবার আর সন্তানকে ত্যাগ করবে না-তখন ব্যাপারটা বেশ জটিল।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দীর্ঘ বিরতি নিলেন তিনি। তার চোখে অশ্রু জমতে দেখে আমি উপলব্ধি করলাম, কথাগুলো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলা।

BanglaBook.org

এবার আমার কথা বলার পালা। বড় করে নিশ্বাস নিয়ে তাকে জানালাম, আমি মিথ্যা বলেছি। ডাচ সাম্রাজ্যের ইস্ট ইন্ডিজে বেড়ে ওঠা দূরে থাক, আমার জন্ম-ই হয়নি সেখানে। তবে আমি জায়গাটা খুব ভালো করে চিনি। স্বামীর সাথে অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রীর শেষ কথোপকথনের দৃশ্যটাকে যতটুকু সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করলাম আমি। মাদাম গিমে-র উপদেশের আড়ালে লুকিয়ে আছে তার আত্মকাহিনী-সেটা আগেই বুঝেছি।

'প্রতিটা জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ থাকে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যারা সৃষ্টিকর্তাকে দোষ দেয়, তাদের নিজেদের-ও গাফেলতি আছে। অতীতের কথা স্মরণ করে নিজেকে ধিক্কার দেয় তারা, ভাবে, কেন ভবিষ্যতের জন্য এত পরিকল্পনা গুছিয়ে রেখেছিল! কিন্তু স্মৃতির আরও গভীরে হাতড়ালে, তাদের মনে পড়ে যেত-কীভাবে বীজ বপন করে, তার পরিচর্যা করে একটা গাছকে বড় করে তুলেছিল তারা। ধীরে ধীরে সেই নাজুক চারাগাছটার শেকড় এমনভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে চাইলেও আর উপড়ানো সম্ভব নয়।'

মায়ের দেয়া ব্যাগটা আমার সাথেই থাকে, নিজের অজান্তেই তার ভেতর হাত ঢুকালাম। টিউলিপের বীজগুলোতে হাত বুলিয়ে মনে পড়ে গেল অতীতের বহু স্মৃতি।

'কারও প্রেমিক বা প্রেমিকা যখন তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন সে নিজের দুঃখ নিয়েই পড়ে থাকে। দূরে সরে যাওয়া সেই অন্য মানুষটা কেমন আছে, তা কেউ ভেবে দেখে না। হয়তো সে নিজেও মনের আগুনে পুড়ছে; বিভ্রান্ত, হতাশ অবস্থায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটাচ্ছে একের পর এক নির্ঘুম রাত। আবার কখনও কখনও মাথার ভেতর উঁকি দিচ্ছে, পরিবার আর সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনটাই আসল কাজ।

তবে হ্যাঁ, সময় তাদের বিপক্ষে; বিচ্ছেদের সময়কাল যত বেড়ে যায়, নির্মম বাস্তবতার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ততোই পঁচে-গলে যেতে থাকে তাদের বুদ্ধি বিবেক। একসময় তারা হারানো সুখ ফিরে পাবার আশায় মরিয়া হয়ে ওঠে। নিজের কাছ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে শুরু করে সে। ছুটির দিনগুলোতে তাকে চ্যাম্প দে মার্সে বন্ধুদের সাথে বল খেলতে দেখা যায়। তার সন্তান আইসক্রিম হাতে ঘুরে বেড়ায়, আর তার স্ত্রী বিমর্ষ চোখে তাকিয়ে থাকে ঝকমকে পোশাকে ঘুরে বেড়ানো তরুণীদের দিকে। এমন এক নৌকার সাথে তাকে তুলনা করা যায়, যার দিক বদলানোর সাধ্য বাতাসের-ও নেই। প্রত্যেককেই ভুগতে হয়; যে ছেড়ে গিয়েছে, যে রয়ে গিয়েছে, তাদের সন্তান, পরিবার-সবাইকে। তবে পরিত্রাণের কোনও উপায় থাকে না।'

BanglaBook.org

মাদাম গিমে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাগানে লাগানো নতুন ঘাসের দিকে। চোখেমুখে এমন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রেখেছেন যেন জোর করে আমার কথাগুলো 'সহ্য' করছেন। তবে আমি জানি, পুরনো ক্ষতে নতুন করে খোঁচা দিয়েছি আমি। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন, জানালেন তাকে যেতে হবে। কোনও এক বিখ্যাত শিল্পী তার স্বামীর জাদুঘর পরিদর্শনে আসবেন। সন্ধ্যায় আবার সেই শিল্পীর গ্যালারিতে তাদের দাওয়াত, নিজের আঁকা ছবিগুলো অতিথিদের দেখাতে চেয়েছেন তিনি।

'লোকটার উদ্দেশ্য চড়া দামে আমার কাছে ছবি বিক্রি করা। তবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া, নিজের একঘেয়ে পৃথিবী থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাওয়া।'

আমরা অলসভাবে হাঁটতে থাকলাম। ট্রকাড্যারো'র কাছাকাছি ব্রিজটার সামনে পৌঁছে, মাদাম আমাকে তাদের সাথে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। তাকে সম্মতি জানিয়ে বললাম, আজ রাতে পরার উপযুক্ত কোনও দামী পোশাক পরে আসতে পারব না। আমার ইভনিং গাউনটা হোটেলে ফেলে এসেছি।

সত্যি বলতে কী, আমার কোন ঝকমকে ইভনিং গাউন নেই। আর 'হোটেল' বলতে যেটাকে বুঝালাম, সেটা আসলে একটা বোর্ডিং হাউজ। গত দু'মাস ধরে আমি সেখানেই থাকছি, আর 'অতিথিরা' আমার সাথে দেখা করতে সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকে পড়ছে।

নারীরা একে অপরের না বলা কথা বুঝতে পারে।

'তুমি চাইলে, আজ রাতের জন্য একটা পোশাক ধার দিতে পারি। অনেক নতুন গাউন আমার আলমারিতে পড়ে আছে।'

হাসিমুখে তার প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম আমি, তারপর রওয়ানা হলাম মাদামের বাড়ির দিকে।

জীবন কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে, সবসময় তা জানা সম্ভব হয় না; তবুও পথ হারাই না আমরা।

BanglaBook.org

'তোমাকে যেই বিখ্যাত শিল্পীর কথা বলেছিলাম, ইনি-ই সেই পাবলো পিকাসো।'

আমার সাথে পরিচয় হবার পর পিকাসো যেন বাকি অতিথিদের কথা ভুলেই গেলেন, পুরোটা সন্ধ্যা আমার সাথে আলাপচারিতায় মেতে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। রূপের প্রশংসা করে বললেন আমার ছবি আঁকতে চান। তবে সেজন্য আমাকে তার সাথে মালাগা যেতে হবে, ব্যস্ত প্যারিস শহরের বাইরে ছুটি কাটাতে নাকি দারুণ লাগবে আমার। তিনি মুখে না বললেও আমি বুঝতে পারলাম, তার উদ্দেশ্য একটাই– আমাকে নিজের বিছানায় নিয়ে যাওয়া।

এই শকুনচোখা, অভদ্র, কুৎসিত চেহারার লোকটার কারণে আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। তার বন্ধুদের কেউই কিন্তু তার মতো বিরক্তিকর নয়, বিশেষ করে অ্যামেদিও মদিগ্লিয়ানি নামের একজনকে বেশ মার্জিত বলে মনে হলো। অ্যামেদিও'র সাথে পরিচয় হবার পর, পিকাসো যতবার শিল্পজগতে ঘটে যাওয়া বিপ্লব নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষণ দিতে শুরু করলেন, আমি ততবার-ই তার বন্ধুর দিকে ঘুরে গেলাম; এহেন আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সময়ের সেরা শিল্পী।

'আপনি কী করেন?' অ্যামেদিও জানতে চাইল।

'জাভা অঞ্চলের আদিবাসী নৃত্য চর্চা করি।' ব্যাখ্যা করলাম আমি। সে কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হলো না, ভদ্রভাবে নৃত্যশিল্পে চোখের সৌন্দর্যের গুরুত্ব নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে উঠল। মানুষের চোখ ওকে মুগ্ধ করে, আর তাই, থিয়েটারে গেলে নাচের পরিবর্তে নর্তকীর চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টার দিকেই আগ্রহটা বেশি থাকে ওর।

'জাভা'র আদিবাসী নৃত্য সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। শুধু জানি, প্রাচ্যের নর্তকীরা নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে সবকিছু।'

আমি এমনভাবে মাথা নাড়লাম যার মানে হ্যাঁ অথবা না দুটোই হতে পারে। পিকাসো বারবার আমাদের কথার মাঝে নিজের তাত্ত্বিক জ্ঞান কপচাতে চেষ্টা করলেন। অ্যামেদিও ভদ্রভাবে সুযোগ দিল তাকে, কথার মাঝখানে একবারও বাঁধা দিল না।

'আমি কি আপনাকে একটা উপদেশ দিতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মদেগ্লিয়ানি। তখন রাতের খাবার শেষ করে পিকাসোর স্টুডিওতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

BanglaBook.org

'নিজেকে জানুন, প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন সবসময়। নৃত্যশৈলীকে আরও উন্নত করে তুলুন, অব্যহত রাখুন চর্চা। লক্ষ্য যতো কঠিন হবে, অসাধ্য সাধনের ক্ষমতাও ততোই বাড়বে। একজন শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজের ক্ষমতার উর্ধ্বে পৌছানো। ছোট পরিসরে চিন্তাভাবনা করে তা অর্জন করা মূলত ব্যর্থতার শামিল।'

স্প্যানিশ শিল্পীর স্টুডিওটা খুব বেশিদূরে নয়, পায়ে হেঁটেই এগোল সবাই। কয়েকটা ছবি ডেকে যেমন মুগ্ধ হলাম, ঠিক তেমনই আবার কিছু ছবি দেখে কপাল কুঁচকে গেল। পিকাসোকে খোঁচা দেয়ার জন্য একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইচ্ছাকৃতভাবে সবগুলো ছবিতে দুর্বোধ্য ভাব ফুটিয়ে তোলার কারণ কী?'

খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি, 'রেনেসাঁ যুগের মহান শিল্পীদের মতো করে আঁকা শিখতে আমার চার বছর লেগেছে। আর পুরো জীবন কেটেছে ছবি আকার সময় শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের চর্চায়। আমার গোপন রহস্য হচ্ছেঃ শিশুদের আঁকা ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া। খালি চোখে দেখে যে জিনিসটাকে শিশুতোষ মনে হয়, সেটাই কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

পিকাসো বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা বললেও, একবার তার সম্পর্কে যে ধারণা আমার মনে গেঁথে গিয়েছে তা আর বদলানো যাবে না। ইতোমধ্যে মদিগ্লিয়ানি চলে গিয়েছে, মাদাম গিমের চোখেমুখে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। কী নিয়ে যেন পিকাসোর সাথে মন কষাকষি চলছে তার প্রেমিকা ফার্নান্দে'র। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে; একে একে সবাই বেরোতে শুরু করল।

পাবলো কিংবা অ্যামেদিও'র সাথে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। শুনেছি পাবলোকে ছেড়ে গিয়েছে ফার্নান্দে, তবে কারণটা জানতে পারিনি। একটা অ্যান্টিক'স শপে* কেরানির চাকরী নিয়েছিল মেয়েটা, কয়েক বছর পর ওর সাথে আবার দেখা হয়েছিল। না চেনার ভান করে এড়িয়ে গিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমার জীবন থেকে পুরোপুরি মুছে গিয়েছিল সে।

BanglaBook.org

অনেক বছর কেটে গিয়েছে, তা কিন্তু নয়। তবে পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, অনন্ত সময় পাড়ি দিয়েছি আমি। সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝড়ের কথা ভুলে গিয়েছি, গোলাপের সৌন্দর্যে বিমোহিত হলেও কাঁটার দিকে নজর দেইনি। আদালতে আমার পক্ষে লড়ে যাওয়া উকিল, আমার অসংখ্য প্রেমিকদের একজন। তাই বলে, মি. এডওয়ার্ড ক্লুনেট, আপনি কি ভাবেন যে সবকিছু আপনার পরিকল্পনা মাফিক-ই হবে? ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেমে যাবে আমার পথচলা? চাইলে অবশ্য নোটবুক থেকে এই পৃষ্ঠাটা ছিড়ে ফেলে দিতে পারেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এই চিঠিগুলো আর কাউকে দিতে পারছি না। একটা কথা সবাই জানে, গুপ্তচরবৃত্তি অযাচিত অভিযোগে আমাকে হত্যা করা হবে না। আমাকে হত্যা করা হবে, কারণ আমি আমার রঙিন স্বপ্নের মতো করে বাঁচতে চেয়েছি। আমার সেই স্বপ্নের মূল্যটাও বেশ চড়া!

স্ট্রিপ-টিজ ভালোমতোই চলছে। গত শতাব্দীর শেষভাগে আইনগত স্বীকৃতি পেলেও, এখনও একে শরীর প্রদর্শনী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমি সেই বিকৃত দৃশ্যকে শিল্পে রূপ দিয়েছি। স্ট্রিপ-টিজকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা চলাকালীন সময়ে আমি আমার প্রদর্শনী চালিয়ে গিয়েছি-তখনও তা বৈধতা হারায়নি। জনসমক্ষে নগ্ন হয়ে যাওয়া অন্যান্য নর্তকীদের কুরুচিপূর্ণ প্রদর্শনীর সাথে আমার নাচের অনেক পার্থক্য। আমার প্রদর্শনীতে পুচ্চিনি, ম্যাস্যেনি'র মতো নামীদামী সুরকারের আগমন ঘটেছে। এসেছেন রাষ্ট্রদূত ভন ক্লান্ট এবং অ্যান্টনিও গুঁভ্য, আনাগোনা হয়েছে ব্যারন দে রথচাইল্ড, গ্যাটসন মেনিয়ারের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের। লিখতে কষ্ট হচ্ছে, আমার মুক্তির জন্য তারা কোনও চেষ্টাই করেননি।

হ্যাঁ, আমি নির্দোষ। আমার বিরুদ্ধে কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। নাচে দারুণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, একটা সময়ে নাচ ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, তাতে অবশ্য শাপে বর হয়েছিল। সে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট মি. অ্যাস্ট্রাক আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তখনকার সবচেয়ে নামীদামী শিল্পীদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন এই ভদ্রলোক।

নিজিনস্কি'র সাথে লা স্ক্যালা-তে আমার নাচের ব্যবস্থা প্রায় করেই ফেললেন অ্যাস্ট্রাক। কিন্তু ওই ব্যালে ড্যান্সারের এজেন্ট আমাকে জটিল আর অসহনীয় মানুষ হিসেবে বিবেচনা করায় তা বাতিল হয়ে যায়। অ্যাস্ট্রাক হাসিমুখে আমাকে উৎসাহ

BanglaBook.org

যোগাতে থাকেন, ইতালিয়ান প্রেস অথবা কোনও থিয়েটারের পরিচালকের সাহায্য ছাড়াই প্রদর্শনী চালিয়ে যেতে বলেন। আমার আত্মার ক্ষয় ঘটতে শুরু করল। জানতাম আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি, আর কিছুদিন পর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করব। যে পত্রিকাগুলো আমার প্রশংসায় মুখর থাকত, তারাও সমালোচনা শুরু করে দিল পুরোদমে।

আর আমার অনুকরণকারীরা? 'মাতা হারির উত্তরসুরী' লেখা পোস্টারে ভরে গিয়েছিল শহর; অথচ ওরা হাস্যকরভাবে শরীর দোলানো ছাড়া আর কিছুই পারে না। হুটহাট কাপড় খুলে শরীর নাচানোর মাঝে কোনও শৈল্পিকতা নেই।

অ্যাস্ট্রাকের প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। এইমুহূর্তে তিনি কোনওভাবেই আমার সাথে তার নাম দেখতে চাইবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধাহত রাশিয়ান সৈনিকদের জন্য আয়োজিত প্রদর্শনীতে নাচার ক'দিন পর তিনি আমার সাথে দেখা করলেন। আমার সন্দেহ আছে, যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা জারের সেনাদের কাছে আদৌ পৌঁছাবে কিনা! তবে হ্যাঁ, গিমে যাদুঘরের পর এটাই আমার প্রথম প্রদর্শনী হওয়ায় অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠল; অভিজাতরা ভাবল, তারা মহৎ কাজে টাকা দিচ্ছে। আর অন্য লোকেরা সুন্দরী নারীর নগ্ন শরীর দেখেই খুশী।

আমার উঠতি খ্যাতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা হোটেল ঠিক করে দিলেন অ্যাস্ট্রাক। প্যারিস জুড়ে দেনদরবার করে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত কনসার্ট হল অলিম্পিয়াতে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। অ্যাস্ট্রাক শূন্যের ওপর বাজি ধরতে ভালোবাসতেন; তার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে কারুসো, রুবেনস্টাইনের মতো নামকরা শিল্পী, যাদেরকে আগে কেউ চিনতো না। আমার সামনে পুরো বিশ্বকে মেলে ধরলেন তিনি। জীবনধারা পুরো বদলে গেল, কল্পনার চেয়ে বেশি আয় করতে শুরু করলাম আমি। নগরীর প্রধান কনসার্ট হলগুলোতে আমার একের পর এক প্রদর্শনী হতে শুরু করল, বিলাসিতার জোয়ারে ভাসতে শুরু করে দিলাম।

জানি না, আমি কী পরিমাণ টাকাপয়সা খরচ করেছি। কারণ, অ্যাস্ট্রাক বলেছিলেন, দাম জিজ্ঞেস করা মানে হীনদশা প্রকাশ করা।

'আপনার যা পছন্দ হয় নিয়ে নেবেন, পাঠিয়ে দিতে বলবেন হোটেলে-বাকিটা আমি দেখব।'

এখন, লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, তিনি কি আমার উপার্জনে ভাগ বসাতেন?

অবশ্য আমার এভাবে চিন্তা করা উচিত হচ্ছে না, হৃদয়ে এত তিক্ততা জমিয়ে রাখা নিজের জন্যই খারাপ। আশা করি, এখান থেকে শীঘ্রই বেরোতে পারব আমি, ক্ষমতাশালী বন্ধুদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। কদিন পর, আমার

BanglaBook.org

বয়স মাত্র একচল্লিশ হবে। সুখী হবার অধিকার এখনও আছে আমার। তবে হ্যাঁ, ওজন বেড়েছে অনেক, নাচতে কিছুটা অসুবিধাই হবে।

অ্যাস্ট্রাককে আমি এক ক্ষ্যাপা মানুষ ভাবতেই পছন্দ করি, নিজের ভাগ্য গড়তে দারুণ ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। থিয়েটারের উদ্বোধন করেছিলেন অপরিচিত এক রাশিয়ান সুরকারের বাজানো 'দ্য রাইট অফ স্প্রিং' দিয়ে, নির্বোধ নিজিন্সকি-ও সেই অনুষ্ঠানে নেচেছিল সেদিন। আমার নাচের বিখ্যাত কিছু মুদ্রা নকল করেছিল সে।

অ্যাস্ট্রাকের কথা মনে করতে গেলে আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে যায়, যেদিন তিনি আমাকে রেলযোগে নরম্যান্ডি যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঠিক তার আগেরদিন স্মৃতিকাতরতায় ভুগেছিলাম আমরা।

দিনটার কথা আমি আজও ভুলিনি। সৈকতে বসেছিলাম আমরা দুজন, কারও মুখে কোনও কথা নেই। ব্যাগ থেকে পত্রিকার একটা পাতা বের করে অ্যাস্ট্রাকের হাতে ধরিয়ে দিলাম, নীরবতা ভাঙলেন তিনি–

'উচ্ছৃঙ্খল মাতা হারি উত্তরা– রগরগে শারীরিক উপস্থাপন, প্রতিভা খুব সামান্যই,' খবরের শিরোনাম পড়লেন।

'আজ-ই প্রকাশিত হয়েছে।' আমি বললাম।

তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। আমি উঠে পানির ধারে গেলাম, কিছু পাথর তুলে নিলাম হাতে।

'জানি না আপনি কী ভাবেন! তবে আমি খুবই বিরক্ত, ক্লান্ত। স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি, নিজেকে যা ভাবতাম, আমি আর সেই মানুষটা নেই।'

'কী বলতে চাইছেন?' অ্যাস্ট্রাক সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি শুধু সময়ের সেরা শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব করি, আপনিও তাদের ভেতর একজন। কোনও এক অখ্যাত সাংবাদিক লেখার মতো কিছু না পেয়ে যাচ্ছেতাই কিছু একটা লিখল, আর তাতেই আপনি এত মুষড়ে পড়লেন?'

'ঠিক তা নয়। তবে বহুদিন পর আমাকে নিয়ে পত্রিকায় কিছু একটা লেখা দেখলাম! থিয়েটার আর পত্রিকা থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি আমি। মানুষ আমাকে শিল্পের ছলে জনসমক্ষে নগ্ন হওয়া এক বেশ্যার বাইরে আর কিছুই ভাবে না এখন।'

অ্যাস্ট্রাক আমার কাছে হেঁটে আসলেন। কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন পানিতে।

'আমি বেশ্যাদের প্রতিনিধিত্ব করি না–তা আমার পেশাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে। তবে হ্যাঁ, দু-একজন মক্কেলকে বোঝাতে হয়েছে কেন আমার অফিসে মাতা হারির পোস্টার লাগানো। কী বলেছি জানেন? বলেছি নাচের আড়ালে নতুন করে সুমেরীয় পুরাণের গল্প শোনায় মাতা হারি, দেবী ইনান্না'র নিষিদ্ধ বনে চলে যাবার

BanglaBook.org

গল্প। যে গল্পে তাকে সাতটি ফটকে পেরোতে হয়; প্রতিটি দরজার সামনে একজন রক্ষক দাঁড়ানো, আর তাদের কাছ থেকে ছাড়া পেতে তাকে একটা করে কাপড় খুলে ফেলতে হয়। বিখ্যাত এক ইংরেজ লেখক আছেন, অস্কার ওয়াইল্ড, যিনি প্যারিসে নির্বাসিত অবস্থায় একাকী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। তার একটা নাটক একসময় ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হবে। সেই নাটকে বর্ণিত আছে, হেরড কীভাবে জন দ্য ব্যাপিস্টের মস্তক জয় করে এনেছিলেন।

'শ্যালোমি'র কথা বলছেন নিশ্চয়! নাটকটা কোথায়?'

আমার উচ্ছ্বাস আবারও তুঙ্গে উঠল।

'আমার কাছে তার স্বত্ব নেই। একমাত্র সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে তার দুঃখী আত্মাকে ডেকে আনা ছাড়া লেখকের সাথে দেখা হবার আর উপায় নেই। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।'

আবারও হতাশা আর দুর্দশা এসে ঘিরে ধরল আমাকে। সহসাই আমি বুড়ো, কুৎসিত হয়ে যাব-এই ভাবনা জেঁকে বসল; একটা পাথর নিয়ে অ্যাস্ট্রাকের চেয়েও জোরে ছুঁড়ে মারলাম।

'যাও পাথর, দূরে সরে যাও, সাথে নিয়ে যাও আমার অতীতকে। নিয়ে যাও আমার সমস্ত লজ্জা, অপরাধবোধ আর সব ভুল সিদ্ধান্ত।'

অ্যাস্ট্রাক বোঝালেন, আমার কোনও দোষ নেই, আমি আমার আমার ইচ্ছাশক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছি মাত্র। তার কথায় কান না দিয়ে পাথর ছোঁড়ার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলাম আমি।

'এই পাথরটা ছুঁড়ছি আমার শরীর আর আত্মার ওপর চালানো অত্যাচারের কথা স্মরণ করে। ধনী পুরুষদের সাথে বিছানায় যাই আমি, এমন কাজ করি যা আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসায়; সবকিছুই শুধু ক্ষমতা আর বিত্তের জন্য। নিজের দুঃস্বপ্নে আজ নিজেই নির্যাতিত আমি।'

'কিন্তু আপনি কি সুখী নন?' অ্যাস্ট্রাক আরও বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। সৈকতে বসে একটা মনোরম বিকেল কাটাতে চেয়েছিলাম আমরা! অথচ এখন রাগান্বিত অবস্থায় একের পর এক পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছি। আগামীর পথ অনেকটাই বদলেছে, বর্তমানেরও কোনও ঠিক নেই। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন নিজের জন্য আরও গভীর গর্ত খুঁড়ে চলেছি আমি।

দু'পাশে অসংখ্য মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, খেলা করছে বাচ্চারা। গাঙচিলের দল এলোমেলো ভাবে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, শান্তভাবে স্রোত আছড়ে পড়ছে সাগরের বুকে।

'আমি চাই সমাজ আমাকে গ্রহণ করুক, সম্মান করুক। যদিও কারও কাছে আমার কোনও ঋণ নেই। তবে কেন তা প্রয়োজন? আমি দুশ্চিন্তা আর হতাশায়

BanglaBook.org

সময় কাটাই, আমানিশার দাসত্বে বন্দী রয়েছি বহুদিন ধরে। কেউ যেন আমাকে পাথরের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, ঠিক যেন শকুনের খাবার হিসেবে ঠিক করে রাখা। এই পাথর থেকে আমি কোনওদিন মুক্তি পাব না।'

আমি কাঁদতে চাইলাম, তবে পারলাম না। অশ্রুগুলো আরও অনেক আগে শুকিয়ে গিয়েছে। পানির গভীরে ডুবে গিয়েছে আমার ছোঁড়া সবগুলো পাথর, অতল গভীরে যেন তারা মার্গারিটা জেল্যের অস্তিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। অ্যান্ড্রেয়াসের স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা মহিলাটির মতো হতে চাইনি আমি, যে আমাকে বলেছিল, 'আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি পদক্ষেপ পরিকল্পনা মাফিক চলে–পৃথিবীতে আগমন, স্কুলে যাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে স্বামী খোঁজা-সবকিছু। পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ লোককে বিয়ে করলেও কিন্তু আপনি সমাজের চোখে একাকীত্বের হাত থেকে মুক্তি পান। এরপর আপনি সন্তান জন্ম দেন, বুড়িয়ে যান ধীরে ধীরে। বারান্দায় বসে রাস্তায় হেঁটে চলা পথিকদের দিকে তাকিয়ে ভাবেন পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা রয়েছে। 'অন্য কিছু করতে পারতেন'-এই কথাটা আপনার মাথার ভেতর অনবরত বাজতে থাকে, সেই অপার্থিব কণ্ঠস্বরকে থামানোর কোনও উপায় জানা নেই আপনার।'

কাছেই একটা গাঙচিল উড়ে গেল, এতটাই কাছে যে অ্যাস্ট্রাক নিজেকে রক্ষার জন্য হাত রাখলেন চোখের ওপর। বাস্তবে ফিরে এলাম আমি, আবারও সেই বিখ্যাত নারীতে রূপান্তরিত হলাম, যে নিজের সৌন্দর্যের প্রতি আস্থাশীল।

'আমি থামতে চাই, এই জীবন আর সহ্য করতে পারছি না। কতদিন আর এভাবে অভিনেত্রী আর নর্তকীর কাজ করে যাব?'

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি। 'হয়তো আর পাঁচ বছর।'

'তার চেয়ে বরং এখানেই শেষ হোক।'

অ্যাস্ট্রাক আমার হাত ধরলেন।'সেটা সম্ভব না! এখনও অনেক চুক্তি বাকি আছে, সেগুলো পূরণ না হলে আমাকে জরিমানা দিতে হবে। তাছাড়া আরও উপার্জন করতে হবে আপনার। আপনি নিশ্চয়ই সারাজীবন একটা নোংরা বোর্ডিংহাউজে পড়ে থাকতে চাইবেন না।'

'আচ্ছা, আমরা চুক্তিগুলো শেষ করব। আপনি আমার ভালো চেয়েছেন সবসময়, আমি চাই না, আমার ভ্রমের জন্য আপনার ক্ষতি হোক। চিন্তা করবেন না; উপার্জনের উপায় আমার ভালোই জানা আছে।'

নিজের জীবনকাহিনী খুলে বললাম তাকে, এতদিন এই কথাগুলো নিজের ভেতর জোর করে চাপিয়ে রেখেছি। কথা বলতে বলতে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করল, তবুও আমি থামলাম না। অ্যাস্ট্রাক কিছুই বললেন না, নীরবে বসে আমার জীবনের গল্প শুনে গেলেন।

BanglaBook.org

যে জীবনের কথা ভেবেছিলাম, তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি আমি। গভীর অন্ধকার এক গর্তে পড়ে গিয়েছি। হঠাৎ করে পুরনো ক্ষতের মুখোমুখি হয়ে যেন নতুন করে শক্তি ফিরে পেলাম। অশ্রুগুলো আর চোখ থেকে নয়, আরও গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে। হৃদয়ের অন্ধকার কুঠুরী থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিচ্ছে না বলা অনেক কথা। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার সাগর পাড়ি দিচ্ছি আমি, দিগন্তের পথে বাতিঘরের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। সেই আলোর পথ ধরে একদিন শুকনো তীরে পৌঁছাতে পারব, যদি এতদিনে খুব বেশি দেরী না হয়ে থাকে।

আগে কখনও এমনটা করিনি। সবসময় ভেবেছি, নিজের ক্ষতের কথা স্মরণ করলে তা আরও দগদগে হয়ে উঠবে। অথচ আজ, পুরো বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছিঃ আমার অশ্রুই সারিয়ে তুলছে আমাকে।

সৈকতের বুকে ঘুষি মারায়, আমার হাত থেকে রক্ত পড়তে শুরু করল। কিন্তু কোনও ব্যথা অনুভব করলাম না। বুঝতে পারলাম, ক্যাথলিকরা কেন নির্ভীক চিত্তে পাপ স্বীকার করে। যাজকও পাপী হতে পারেন, তবে সেটা কোনও ব্যপার না। সূর্যের বিশুদ্ধ আলোয় ক্ষত পরিশুদ্ধ করে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে ফেলাই মূল উদ্দেশ্য। আমিও তাই করছি, এমন এক মানুষের কাছে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি যার সাথে আমার কোনও বিশেষ অন্তরঙ্গতা নেই। আর সে কারণেই আমি মুক্তচিত্তে সবকিছু খুলে বলতে পেরেছি।

অনেকক্ষণ পর, কান্না শেষ করে, সাগরের গর্জন শুনে নিজেকে শান্ত করলাম। অ্যাস্ট্রাক আমাকে বাহুবন্দি করলেন। প্যারিসের শেষ ট্রেনটা কিছুক্ষণ পরই ছেড়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। যাত্রাপথে, আমাকে শিল্পজগতের সর্বশেষ খবরাখবর জানালেন তিনিঃ কে কার শয্যাসঙ্গী, কোন তারকা কোথা থেকে বরখাস্ত হয়েছে।

আমি হাসতে থাকলাম, জানতে চাইলাম আরও অনেক কিছু। সত্যিই তিনি বিজ্ঞ আর রুচিশীল এক মানুষ। তিনি জানতেন, অশ্রু আমার সব দুঃখ বের করে নিয়ে সৈকতের বালুতে সমাধিস্থ করে এসেছে। মহাপ্রলয়ের আগ পর্যন্ত তা ওই সমাধির গভীরেই থাকা উচিত।

BanglaBook.org

'ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটময় পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। তুমি এদেশে কবে এসেছ?'

'ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের সময়ে; প্যারিস তখন অন্যরকম ছিল।'

হোটেল ইলিজ্যে প্যালেসের ব্যায়বহুল কামরার জানালা দিয়ে বিকেলের মৃদু আলো ঢুকছে। আমাদের চারপাশে ফ্রান্সের সেরা জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেঃ শ্যাম্পেন, অ্যাবসিন্থ, চকলেট, পনির আর তাজা ফুল। বাইরে তাকাতেই সুউচ্চ ভবনটা চোখে পড়ল, স্থপতির নাম অনুসারে এখন তার নাম হয়েছে আইফেল টাওয়ার।

সে নিজেও লোহার স্থাপত্যটার দিকে তাকাল।

'মেলা শেষে এই ভবনের টিকে থাকার কথা ছিল না। যতদ্রুত সম্ভব এই বিশালাকার অপ্রয়োজনীয় স্থাপত্যটা ভাঙার চিন্তা শুরু করা উচিত।'

আমি দ্বিমত জানালাম। আরও একগাদা যুক্তি দেখিয়ে শেষপর্যন্ত তর্কে জিতল লোকটা। আমি চুপচাপ বসে তার দেশের বেল ইপোক* সম্পর্কে শুনতে থাকলাম। শিল্পোৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে, কৃষিক্ষেত্রও এখন যন্ত্রনির্ভর, দশজনের কাজ এখন নিমিষেই একজন করতে পারে। দোকানগুলো এখন পরিপূর্ণ, ফ্যাশনও পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। তাতে অবশ্য আমি খুশী-ই হয়েছি, জামাকাপড় হালনাগাদের জন্য বছরে অন্তত দু'বার কেনাকাটা করার অজুহাত মিলেছে।

'একটা জিনিস খেয়াল করেছ? খাবারের স্বাদও কিন্তু আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে!'

কথাটা ঠিক। তবে এই ব্যাপারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারলাম না, আমার ওজন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

'রাষ্ট্রপতি আমাকে বলেছেন, গত শতাব্দীর শেষের দিকে রাস্তায় বাইসাইকেলের পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ত্রিশ লক্ষে। ঘরে ঘরে পানি আর গ্যাসের সরবরাহ আছে। মানুষ এখন দূরবর্তী অঞ্চলে ছুটি কাটাতে যায়। কফি সেবন বেড়েছে চার গুণ, রুটি কিনতে এখন আর লম্বা লাইনও ধরতে হয় না।'

লোকটা ভাষণ দিচ্ছে কেন? নাহ, হাই তুলে 'বোকা মহিলা' সাজার সময় হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

অ্যাডলফ মেসিমি-সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর বর্তমানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ডেপুটি-বিছানা থেকে উঠে তার একগাদা মেডেল আর ব্যাজসহ পোশাক পরতে ব্যস্ত। পুরাতন ব্যাটেলিয়নের সাথে দেখা করার কথা আজ, সিভিলিয়ানের বেশে যাওয়াটা সঙ্গত কারণেই শোভা পায় না।

'ব্রিটিশদের যতই ঘৃণা করি না কেন, একটা ব্যপারে ওরা ঠিক– ওই বিভৎস বাদামী ইউনিফর্ম পরে যুদ্ধে যাওয়াটা আসলেই ওদের বিচক্ষণতার পরিচায়ক। আর এদিকে আমাদের মাথায় ঢুকে আছে, মারা যাবার সময়েও আভিজাত্য ধরে রাখতে হবে; লাল পাজামা আর লাল টুপি! আরে, এই পোশাক তো শত্রুদের আরও ডাক দিয়ে বলেঃ 'এই যে, তোমার রাইফেল আর কামান এদিকে তাক করো! তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ না?'

নিজের কৌতুকে নিজেই হাসতে লাগল সে, তাকে খুশি রাখার জন্য আমিও হাসার ভান করলাম। কাপড় পরতে পরতে ভাবলাম, কেউ আমাকে ভালোবাসে কিনা তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না; টাকা, ফুল আর মিথ্যা প্রশংসা পেলেই চলে। আমি নিশ্চিত, ভালোবাসাকে রহস্য জেনেই একদিন আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। কী-ই বা আসে যায় তাতে? আমার কাছে, প্রেম আর ক্ষমতা একই জিনিস।

অবশ্য অন্যদের তা বুঝতে দেইনি কখনও। আমি মেসিমির দিকে এগিয়ে তার গালে আলতো করে কামড় বসালাম। আমার দুর্ভাগা স্বামীর মতো তারও মোটাসোটা জুলপি আছে।

একহাজার ফ্রাঁ ভরা মোটা একটা খাম টেবিলে রাখল সে।

'মাদামোয়াজেল, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি শুধু দেশের প্রগতির কথাই বলে যাচ্ছিলাম। আমি মনে করি, ভোক্তাদেরকেও সাহায্য করা দরকার। যে পরিমাণ আয় করি সে তুলনায় খরচ নেই। একটু আধটু দান না করলে ভারসাম্য বজায় থাকবে না।'

আবারও নিজের কৌতুকে হাসতে লাগল লোকটা। সে ভাবতো, আমি তার মেডেল আর রাষ্ট্রপতির সাথে সুসম্পর্কের কথা জেনে তাকে ভালোবেসেছি। আর তাই, প্রতিটি সাক্ষাতেই সে এসব কথা বেশি বেশি উল্লেখ করত।

হায়! যদি জানত, সবই আমার ভনিতা! আমার কাছে ভালোবাসা কোনও নিয়ম মানে না। সত্যি কথাটা জেনে ফেললে হয়তো সে দূরে সরে যেত, বিপদে ফেলার চেষ্টা করত আমাকে। লোকটা শুধুমাত্র যৌনবাসনা মেটাতে আমার কাছে আসত না। সে চাইত, নারীরা যেন তার অসীম ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

হ্যাঁ, ভালোবাসা আর ক্ষমতা একই জিনিস-আমি ছাড়া আরও অনেকেই কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

BanglaBook.org

আমার পরবর্তী কাজটা আজ রাতে, প্যারিসের বাইরে। যাবার পথে হোটেলে থেমে, আমার সবচেয়ে ভাল জামাটা পরে ন্যুলির দিকে রওয়ানা হব। আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রেমিক সেখানে আমার নামে একটা বাড়ি কিনে রেখেছে। একবার ভেবেছিলাম, চালকসহ একটা গাড়ি চাইব ওর কাছে। পরে আর বলিনি, পাছে আবার লোভী ভেবে আমাকে সন্দেহ করে বসে!

তবে হ্যাঁ, আমি ওর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু চাইতে পারতাম-সে বিবাহিত ছিল, পেশায় উচ্চপদস্থ ব্যাংকার। আমার সাথে ওর সম্পর্কের কথা বাইরে ফাঁস হয়ে গেলে, পত্রিকাগুলো তাকে শেষ করে দিত। সংবাদপত্রগুলো ইদানিং আমার 'বিখ্যাত প্রেমিক'-দের নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এতদিন ধরে যে নাচকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি-সে কথাটা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছে তারা।

আমার বিচার চলাকালে শুনেছি, কেউ একজন হোটেল লবিতে পত্রিকা পড়ার ছলে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করত। আমি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে সে-ও উঠে পড়ত, অনুসরণ করত আমাকে।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নগরীর বুলেভার্দে পায়চারি করতে করতে আমি অসম্ভব সুন্দর পোশাক পরিহিত মানুষদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আশপাশ থেকে ভেসে আসা বেহালার মিষ্টি সুর শুনে মনে হতো, জীবন এতোটাও খারাপ না। হুমকি দিয়ে কারও থেকে কিছু আদায় করার প্রয়োজন নেই, শুধু দামী উপহার আদায় করে নেয়ার উপায়টা জানা থাকলেই হবে। এই 'উপহার' কাজে লাগিয়েই আমি শান্তিতে জীবন কাটাতে পারব। তাছাড়া, আমার সাথে শুয়েছে এমন একজনের পরিচয় যদি ফাঁস করে দেই, তবে বাকিরা আর কোনওদিন ভয়ে আমার ধারেকাছে ঘেঁষবে না।

আমার ব্যাংকার বন্ধু তার 'স্বর্ণালি সময়' কাটানোর উদ্দেশ্যে যে বাড়ি বানিয়ে রেখেছে, ভাবলাম সেখান থেকে ঘুরে আসি। হায়রে মানুষ, লোকটা এমনিতেই বুড়িয়ে গিয়েছে, তবুও তার চাওয়া পাওয়ার কোনও শেষ নেই। সেখানে মনের সুখে দুই-তিনদিন ঘোড়ায় চড়া যাবে। রবিবারের ভেতর প্যারিসে ফিরে আসব, তারপর সোজা চলে যাব লঙ্গচ্যাম্প রেসকোর্সে।

আচ্ছা, রাত নামার আগে এক কাপ ক্যামোমিল চা* পান করলে কেমন হয়? একটা ক্যাফের বাইরে বসলাম আমি। পুরো শহর জুড়ে লাগানো পোস্টারে আমার চেহারাটা মানুষ অনেকদিন ধরে দেখে আসছে, স্বাভাবিক কারণেই আশেপাশের লোকজন হা করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এমন ভান করলাম যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও চিন্তায় ব্যস্ত আছি।

কিছু অর্ডার করার আগেই, এক লোক এসে আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে শুরু করল। মৃদু হেসে তাকে ধন্যবাদ জানালাম আমি। লোকটা একচুলও নড়ল না, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

BanglaBook.org

'এক কাপ কফি আপনাকে দিনের বাকিটা সময় চাঙ্গা রাখতে পারে।'

আমি কিছুই বললাম না। সে ওয়েটারকে ডেকে আমার অর্ডার নিতে বলল।

'একটা ক্যামোমিল চা।' ওয়েটারকে বললাম।

লোকটার ফ্রেঞ্চ বলার ভঙ্গিতে একটা মোটা টান আছে, হল্যান্ড অথবা জার্মানির বলে মনে হলো তাকে সাথে।

হঠাৎ একটু হেসে তার হ্যাটটা নিচু করে ধরল সে, যেন বিদায় নিচ্ছে। আসলে এভাবে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল সে। তারপর জানতে চাইল, আমার সাথে কিছুক্ষণ বসলে রাগ করব কিনা। মাথা নাড়লাম আমি। 'হ্যাঁ, রাগ করব। আমি একা থাকতেই পছন্দ করি।'

'মাতা হারির মতো বিখ্যাত নারী কখনোই একা থাকতে পারে না,' বলল নবাগত লোকটা। সে আমাকে চিনতে পেরেছে জেনে খুশী হলাম, তবুও, হুট করে অপরিচিত একজনকে বসতে বলতে ইচ্ছা করছে না।

'আপনি বোধহয় এমন কিছুর সন্ধান করছেন, যা এতদিনেও কোথাও খুঁজে পাননি,' সে বলতে থাকল। কিছুদিন আগে একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম-আপনি শহরের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিহিতা নারী হিসেবে বিবেচিত। আপনার অজেয় বলতে খুব কম জিনিসই আছে বোধহয়, ঠিক বলেছি? আর তাই, হঠাৎ করে জীবনকে খুব একঘেয়ে বলে মনে হচ্ছে।'

লোকটার দিকে ভালোভাবে তাকালাম, নিশ্চয়ই আমার গুণমুগ্ধ ভক্তদের একজন। নাহলে মহিলাদের ম্যাগাজিনের খবর সে জানবে কীভাবে? একটা সুযোগ বোধহয় দেয়া যায় লোকটাকে। আর তাছাড়া, ন্যুলি যাবার জন্য অনেক সময় বাকি।

'আপনি কি নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছেন?' আগন্তুক জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই। প্রতিটা মুহূর্তে আমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি, নিজের এই জিনিসটা সবচাইতে ভালবাসি আমি।'

এবার আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সে, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার উল্টোদিকে বসে পড়ল। ওয়েটার আমার চা নিয়ে এলে, নিজের জন্য এক কাপ কফি অর্ডার করল সে। ইশারায় বুঝিয়ে দিল, বিলটা সে দেবে।

'ফ্রান্সের জন্য সামনে খুব কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়াটা বেশ কঠিন হবে।'

কিছুক্ষণ আগেই আমি ঠিক উল্টো কথা শুনেছি। অবশ্য অর্থনীতির ব্যাপারে প্রত্যেক পুরুষেরই নিজস্ব মতামত থাকে। এ বিষয়গুলোতে আমি কখনোই আগ্রহ খুঁজে পাই না।

ভাবলাম একটু মজা করা যাক। মেসিমি আমাকে যা যা বলেছে, সেগুলো তোতা পাখির মতো আউড়ে গেলাম। আমার কথা শুনে সে একটুও অবাক হলো না।

BanglaBook.org

'আমি শুধু অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলছি না; আমি ব্যক্তিগত সঙ্কটের কথা বলতে চাইছি; বোঝাতে চাইছি মূল্যবোধের সঙ্কটের কথা। প্যারিসের ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে আমেরিকানরা দূরের স্থানে কথা বলার যে যন্ত্রটা নিয়ে এসেছে, আপনি কি মনে করেন লোকজন তাতে সহজেই অভ্যস্থ হয়ে উঠবে? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, মানুষ যাকে দেখতে পেয়েছে শুধু তার সাথেই কথা বলেছে। হঠাৎ এক দশকের মাঝে, 'দেখা' আর 'কথা বলা'-এই দুইয়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল। আমাদের মনে হলো, আমরা এতে অভ্যস্ত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে আমরা কেউ চিন্তা করলাম না। চিন্তা করে দেখুন, এমন কৃত্তিমতায় আমাদের শরীর কখনোই অভ্যস্থ হবে না।

'টেলিফোনে কথা বলার সময় আমাদের ঘিরে যেন এক জাদুময় ঘোর সৃষ্টি হয়; নিজেদের অনেক অজানা দিক উন্মোচিত হয়ে যায় তখন।'

ওয়েটার বিল নিয়ে এলো, কিছুক্ষণের জন্য চুপ রইল আগন্তুক। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'অলিতে গলিতে এসব তথাকথিত নর্তকীদের দেখতে দেখতে আপনার ক্লান্ত হয়ে যাবার কথা, ওদের প্রত্যেকেই আবার নিজেকে মাতা হারি'র যোগ্য উত্তরসূরী দাবী করে। জীবন এমনই– কেউ নিজে থেকে কিছু শিখতে চায় না। গ্রিক দার্শনিক.... আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন, মাদামোয়াজেল?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। আবার বলতে শুরু করল সে, 'ভুলে যান গ্রিক দার্শনিকদের কথা। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে তারা যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন, আজও সেগুলো ধ্রুব সত্য। অন্য প্রসঙ্গে আসি, আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম আমি।

'এখানে কেউ আপনাকে আর প্রাপ্য সম্মানটা দেয় না। আমি মনে করি, আপনার এমন কোথাও যাওয়া উচিত যেখানে শতাব্দীর সেরা নাচিয়ে হিসেবে সবাই আপনাকে সম্মান করবে। আমার নিজের শহর, বার্লিনের কথা বলছি।'

প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে লোভনীয়। তাকে জানালাম, আমার ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেব।

আমাকে বাঁধা দিল লোকটা। 'আমি সরাসরি আপনার সাথে চুক্তি করতে চাই। আপনার এজেন্ট এমন এক গোত্রের লোক-যাকে জার্মান অথবা ফরাসি-কেউই পছন্দ করে না।'

ধর্মের কারণে মানুষকে ঘৃণা করার ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগে। শুধুমাত্র ইহুদি হবার কারণে কেন তার প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে?

BanglaBook.org

'আপনাকে আমরা বেশ মোটা অঙ্কের সম্মানি দেব,' বলল সে। কত ফ্রাঁ এর সমমানের অর্থ পাব, তা জেনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তখনই হ্যাঁ বলে দিতে ইচ্ছা করল, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর নারীদের এত লোভ করতে নেই।

'বার্লিনে আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়া হবে, নিশ্চিত থাকতে পারেন। প্যারিসের মানুষ গুণের কদর করতে জানে না।'

অপমানিত বোধ করলাম আমি। রাস্তায় হাঁটার সময় মনেমনে এ কথাটাই ভাবছিলাম একটু আগে।

'আমি ভেবে দেখব।' জানিয়ে দিলাম ওকে।

নিজের ঠিকানা দিয়ে আমাকে বিদায় জানাল আগন্তুক। বলল, আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে। ক্যাফে থেকে বেরিয়ে সরাসরি অ্যাস্ট্রাকের অফিসে গেলাম আমি। তাকে জানালাম, নব্য চারাগাছের মতো গজিয়ে ওঠা শিল্পীদের খ্যাতির বহর আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাদের পোস্টার দেখে আমার মন খারাপ হয়। নতুন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমি।

অ্যাস্ট্রাক মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন। একটু আগের সেই আগন্তুকের কথাগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলাম। তাকে বললাম, যাই হোক না কেন, তার প্রাপ্য কমিশন তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

একটা কথাই জিজ্ঞেস করলেন তিনি– 'কিন্তু এখন?'

কথাটা বুঝতে পারলাম না, মনে হলো তিনি আমার ওপর রাগ করেছেন।

'এখন? আমার যথেষ্ট আছে, অন্তত মঞ্চে কিছু করে দেখানোর জন্য যথেষ্ট।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, কোনও কমিশনের দরকার নেই। পরামর্শ দিলেন, আমার টাকা জমানো শুরু করা উচিত, দামী পোশাক কিনে এত বেশি খরচ করার দিন শেষ।

চুপচাপ সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি। সম্ভবত নিজের থিয়েটারের করুণ দশা দেখে ভেঙ্গে পড়েছেন ভদ্রলোক। আগেই বোঝা উচিত ছিল-দ্য রাইট অফ স্প্রিং-এর মতো অপেরা শো চালিয়ে, আবার তার সাথে নিজিন্সকির মতো নির্লজ্জ কাউকে নিয়োগ করা আর নিজের পায়ে কুড়াল মারার ভেতর কোনও পার্থক্য নেই।

পরেরদিন আমি সেই বিদেশী লোকটার সাথে দেখা করলাম, সাদরে গ্রহণ করলাম তার প্রস্তাব। অবশ্য সম্মতি দেবার আগে তার কাছে একগাদা অযৌক্তিক আবদার করলাম। আমাকে অবাক করে, একবাক্যে সবকিছু মেনে নিল সে। তার ভাষায়, সত্যিকারের শিল্পীদের চাওয়া পাওয়া একটু বেশী-ই হয়।

BanglaBook.org

#

বৃষ্টিস্নাত এক দিনে যে নারী শহরের ব্যস্ততম রেলবন্দরে প্রবেশ করেছিল, কে সেই মাতা হারি? নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, জানা ছিল না সামনের দিনগুলোতে কী অপেক্ষা করছে। ভরসা ছিল একটাই-সে এমন এক দেশে যাচ্ছে, যেখানকার ভাষার সাথে তার মাতৃভাষার কিছুটা মিল আছে।

তখন কতই বা বয়স ছিল আমার? বিশ? একুশ? অন্তত বাইশের বেশি তো হতেই পারে না, যদিও সাথে থাকা পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী আমার জন্ম ১৮৭৬ এর ৭ আগস্ট। ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে বার্লিনের পথে, খবরের কাগজে ছাপানো তারিখ ১১ জুলাই, ১৯১৪। বয়সের হিসেব করতে ইচ্ছে করছিল না আমার; মাথার ভেতর দুই সপ্তাহ আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ঘুরপাক খাচ্ছে। সারাজেভোতে এক নৃশংস হামলায় আর্চডিউক ফার্ডিন্যান্ড সস্ত্রীক নিহত হয়েছেন। উন্মাদ লোকটা যখন গুলি চালায়, ভদ্রমহিলা তখন তার স্বামীর পাশে বসা-এই ছিল তার একমাত্র অপরাধ!

গাড়িতে আমার সাথে আরও অনেক নারী সহযাত্রী ছিলেন। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, আমার চিন্তাধারা তাদের সবার চেয়ে আলাদা। পৃথিবীকে বিনষ্টকারী ক্ষয়িষ্ণু মানবতার মাঝে আমি যেন এক মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিচরণ করে চলেছি। একঝাঁক হাঁসের মাঝে আমি যেন এক রাজহংসী, অজানা আশঙ্কায় যে বেড়ে উঠতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আশেপাশে বসা দম্পতিদের দেখে আমি কিছুটা ইতস্তত বোধ করলাম; চারপাশে অনেক পুরুষ, কিন্তু আমি একাকী বসে আছি, হাত ধরার মতো কেউ নেই। সত্যি, আমি অনেক প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি; তথাকথিত নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, অযোগ্য লোকের কাছে শরীর বিকিয়ে পস্তাতে হয়েছে বহুবার। এই জীবনে ওসবের পুনরাবৃত্তি আর চাই না।

পাশে বসা ফ্র্যাঞ্জ ওলাভকে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বলে মনে হলো। কয়েকবার তার কারণ জিজ্ঞেস করে, কোনও উত্তর পেলাম না। আমি এখন তার অধীনস্থ, প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে এসেছে আগেই। আমার কাজ শুধু নাচ দেখানো, যদিও এই দেহ আর আগের মতো নমনীয় নেই। তবে হ্যাঁ, অল্পবিস্তর অনুশীলন করতে পারলে, প্রিমিয়ারের আগেই আমি প্রস্তুত হয়ে যাব। ফ্রান্স আর আমাকে আকৃষ্ট করে না; এই দেশ আমার সেরাটুকু শুষে নিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ে। বুঁদ হয়েছে রাশিয়ান শিল্পীদের প্রতি, মেতেছে পর্তুগাল, নরওয়ে আর স্পেনে জন্মানো শিল্পীদের নিয়ে, যারা কিনা আমার কৌশলই অবলম্বন করেছে। বহিরাগত যেকোনও কিছু দেখলে, ফ্রান্স বিনা বাক্যব্যয়ে তা লুফে নেয়। অধীর আগ্রহের কারণে সহজেই বিশ্বাস করে সবকিছু।

BanglaBook.org

তবে তা ক্ষণিকের জন্যই, অচিরেই কেটে যায় সে মোহ।

জার্মানির পথ ধরে এগিয়ে চলছে ট্রেন, পশ্চিম সীমান্তের দিকে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করতে দেখলাম। দেখতে পেলাম ব্যাটেলিয়ন, বিশালাকার মেশিনগান আর ঘোড়ায় টানা কামান।

আবারও আলাপ শুরুর চেষ্টা চালালাম আমিঃ 'কী হয়েছে?'

দুর্বোধ্য জবাব মিলল– 'যা হচ্ছে হোক, আমি শুধু জানতে চাই আমরা আপনার ওপর নির্ভর করতে পারব কীনা। এই মূহূর্তে শিল্পীদের গুরুত্ব অনেক বেশী।'

যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে, সেসব খবর তখনও কারও কানেই পৌঁছেনি-ফরাসী পত্রিকাগুলো উচ্চবিত্তদের বৈঠকখানার গাল-গপ্পো আর সরকারী পদক হারানো এক বাবুর্চির কাহিনি নিয়েই ব্যস্ত।

একটা দেশ যখন গোটা বিশ্বের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন তাকে এর জন্য মূল্য দিতে হয়। ব্রিটিশদের সুবিশাল সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য ডোবে না। কিন্তু কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়-সে কোন শহর দেখতে চায়, লন্ডন নাকি প্যারিস, আমি নিশ্চিত, সিন নদীর পাড়ের শহরটাই সে বেছে নিতে চাইবে। এত বিখ্যাত সব গির্জা,থিয়েটার,আঁকিয়ে আর গায়ক-বাদকদের অগ্রাহ্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর একটু সাহসীদের জন্য তো ফলিস বার্জ্যারে, মওলিন রুজ, লিডো-র মতো প্রসিদ্ধ সরাইখানাগুলো আছেই।

শুধু বেছে নিতে হবে কোনটি বেশিগুরুত্বপূর্ণ– ঘড়ি বসানো সুউচ্চ ভবন আর এমন এক রাজা যে সচরাচর জনসমক্ষে আসে না? নাকি বিশ্বের সবচেয়ে সুবিশাল ইস্পাতের স্থাপত্য, সমগ্র ইউরোপে যা তার স্থপতি গ্রস্তেভ আইফেলের নামেই পরিচিতি পেয়েছে। আর্ক দে ট্রায়াম্ফ, চ্যাম্পস-অ্যালিসেস এর কথাও বিবেচনায় আনতে হবে, অর্থের বিনিময়ে সেখানে সবরকম বিলাসিতা সম্ভব। এই প্রতাপশালী পরিচয়ের কারণেই ফ্রান্সকে ঘৃণা করে ইংল্যান্ড, অবশ্য যুদ্ধতরী পাঠানোর কারণ কিন্তু সেটা নয়।

জার্মানির পথ ধরে এগোচ্ছে ট্রেন, সৈন্যদের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে। ফ্র্যাঞ্জকে প্রশ্ন করে আবারও সেই একইরকম দুর্বোধ্য জবাব পেলাম।

'আমি সাহায্য করতে রাজি আছি,' বললাম। 'তবে কীসের জন্য কাজ করছি তাই যদি না জানি, তবে সাহায্য করব কীভাবে?' এই প্রথমবারের মতো সে জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'আমি জানি না। আপনাকে বার্লিনে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে, যেন আপনি আমাদের আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে নাচতে পারেন। একদিন-তারিখটা ঠিক মনে নেই-আমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়েছিল। সেখানে আপনার এক গুণভাজন আমাকে প্রচুর পরিমাণে টাকা দেয়, যাতে আপনাকে ভাড়া করে নিয়ে আসতে পারি। আমার পরিচিত শিল্পীদের ভেতর আপনার দাম সবচেয়ে বেশী, তবে আশা করি, ঝুঁকি নেয়াটা কাজে দেবে।

BanglaBook.org

#

আমার অতি প্রিয়, মি. ক্লুনেটের কাছে জীবনের এই অধ্যায় তুলে ধরার আগে আমি নিজের সম্পর্কে একটু বলে নিতে চাই। এই উদ্দেশ্যেই লেখা শুরু করেছি, হয়তো অনেকাংশেই স্মৃতি আমার সাথে প্রতারণা করেছে।

আপনি কি সত্যিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন-তারা জার্মানি, ফ্রান্স অথবা রাশিয়ার গুপ্তচর হিসেবে এমন কাউকে বেছে নেবে যে সবসময়ই মানুষের চোখের সামনে আছে? ব্যাপারটা আপনার কাছে হাস্যকর মনে হয় না?

বার্লিনের ট্রেনে ওঠার পর আমার মনে হয়েছিল, অতীতকে পেছনে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছি। প্রতি কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবার সাথে সাথে রেখে যাচ্ছি নিজের সব অতীত অভিজ্ঞতা, এমনকি সমস্ত সুখস্মৃতি। তবে এখন বুঝতে পারছি, নিজের কাছ থেকে কখনোই পালাতে পারব না আমি। হল্যান্ডে ফিরে যাবার চেয়ে আমার নামের পুনঃপরিবর্তন অনেক সহজ কাজ। আমার সত্তার অবশিষ্ট অংশটুকু নিয়ে কারও সাথে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি, এমন এক জায়গায় নতুন করে শুরু করতে পারি সবকিছু, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না।

তবে, তাতে করে আমার বাকি জীবনটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত– এমন এক নারী, যে অনেক কিছুই হতে পারত এবং এমন এক নারী যার স্বতন্ত্র কোনও বৈশিষ্ট্য নেই; সন্তান অথবা নাতি-নাতনীদের কাছে বলার মতো যার কিছুই থাকবে না। হয়তো আমি এখন কারাবন্দী, তবে আমার সত্তা এখনও মুক্ত। রক্তক্ষয়ী জীবনযুদ্ধে সবাই যেখানে টিকে থাকার অনন্ত সংগ্রামে মত্ত, সেখানে লড়াই করার মতো আমার কোনও কারণ নেই। আমি শুধু নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবার অপেক্ষায় থাকব, তারাই সিদ্ধান্ত নিক আমি কে। তারা আমাকে দোষী ভাবলে ভাবুক, সত্য একদিন ঠিকই প্রকাশিত হবে। তখন তারা, তাদের দেশ, সন্তান, বংশধর-সবার ওপর চাপবে লজ্জার বোঝা।

BanglaBook.org

দিনটা মাত্র শুরু হয়েছে, পাখির কলরবের পাশাপাশি নিচের রান্নাঘর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বাকি বন্দীরা ঘুমে মগ্ন, কেউ ভীত, কেউ বা নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছে। সূর্যের প্রথম আভা দেখা দেবার আগ পর্যন্ত আমি ঘুমালাম, যদিও নির্জন এই প্রকোষ্ঠে সে প্রবেশ করতে পারেনি। রুপালী আকাশে শুধু তার সামর্থ্য জানান দিয়ে গেছে, আর আমাকে দিয়ে গেছে সুবিচার পাবার আশা।

জানি না কেন, জীবন কেন আমায় এত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পথ পাড়ি দিতে বাধ্য করেছে।

হয়তো আমাকে পরখ করে দেখার জন্য।

হয়তো আমার সামর্থ্য যাচাইয়ে।

হয়তো আমাকে পরিপূর্ণ করতে।

কিন্তু এতসব অর্জনের জন্য তো আরও অনেক উপায় ছিল। স্বীয় সত্তার অন্ধকার চোরাবালিতে টেনে আমাকে নামাবার কোনও দরকার ছিল না, প্রয়োজন ছিল না কোনও দিক নির্দেশনা ছাড়া এই শ্বাপদসঙ্কুল বন পাড়ি দিতে আমায় বাধ্য করার। শুধু একটা কথা জানি-যতই বিপদজনক হোক না কেন, এই ভয়ানক বনের শেষ আছে। আমি সবসময় সেই অপর প্রান্তে পৌঁছাতে চেয়েছি। মনে মনে ভেবেছি, বিজয়ী হয়ে নিজেকে তুলে ধরব উদারচেতা হিসেবে, যারা আমাকে নিয়ে মিথ্যাচার করেছে তাদের কাউকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করব না।

একটু পর বারান্দায় পদধ্বনি শোনা যাবে, কেউ একজন সকালের নাস্তা নিয়ে হাজির হবে আমার জন্য। তার আগে কী করব জানেন? আমি নাচব, চিরচেনা সুরগুলোকে মাথার ভেতর খেলিয়ে ছন্দে ছন্দে দোলাব আমার দেহ। এই ছন্দই আমাকে নিজের মুক্তমনা নারীসত্তার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা-এই একটি জিনিসই চিরদিন খুঁজে বেড়িয়েছি আমি। ভালবাসার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরিনি কখনও, তবু আমার জীবনে বহুবার তার আগমন ও প্রস্থান ঘটেছে। ভালোবাসার খাতিরে এমন অনেক কিছু করেছি, যা করা উচিত হয়নি।

থাক, নিজের গল্পে আর যেতে চাই না এখন; জীবন খুব দ্রুত বদলে যায়, আর বার্লিনে আসার পর থেকে সেই পরিবর্তনশীল জীবনের সাথে মানিয়ে নিতে আমাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে।

BanglaBook.org

#

থিয়েটার চারদিকে থেকে ঘিরে রাখা। আমি নিবিষ্ট মনে নেচে যাচ্ছিলাম, বেশ আকর্ষণীয় এক মূহূর্তে ব্যাঘাত ঘটানো হলো। জার্মান সৈন্যরা মঞ্চে উঠে ঘোষণা দিল, পরবর্তী নির্দেশনার আগ পর্যন্ত প্রদর্শনী বাতিল করা হয়েছে।

তাদের একজন বিবৃতিটা পড়ে শোনালঃ

'আমাদের কাইজারের বাণী পড়ছিঃ 'আমাদের দেশ এক বিপদসংকুল সময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে, চারপাশেই শত্রু। আমাদের অস্ত্রে শান দেয়ার সময় এসেছে। আশা করি সম্মানের সাথে নিপুণভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারব আমরা।''

আমি কিছুই বুঝলাম না। কিছুক্ষণ পর সাজঘরে গিয়ে, আমার পোশাক খুলে ফেললাম। ফ্র্যাঞ্জকে দেখলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, 'এখনই পালান, নাহলে আপনাকে গ্রেফতার করা হবে।'

'পালাব? কোথায় যাব পালিয়ে? আর তাছাড়া, আগামীকাল সকালে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ করার কথা।'

'সবকিছু বাতিল করা হয়েছে,' আতঙ্ক লুকানোর কোনও চেষ্টাই করল না সে। 'আপনি ভাগ্যবান যে, আপনি এক নিরপেক্ষ দেশের নাগরিক-এখনই সেখানে চলে যাওয়া উচিত আপনার।'

ফ্র্যাঞ্জ আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল।

'মেট্রোপোল থিয়েটারের সাথে ছয় মাসের যে চুক্তি হয়েছিল তার কথা ভুলে যান, আমি এ কয়টা টাকাই যোগাড় করতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি পালান। যদি আমি বেঁচে থাকি, আপনার জামাকাপড় পরে পৌঁছিয়ে দেব। এইমাত্র সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে ডাক এসেছে আমার।'

আমার মাথায় যেন কিছুই ঢুকছিল না।

'পুরো দুনিয়া উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। কারও স্বজনের মৃত্যুর কারণে অন্যদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেনারেলরাই পৃথিবী শাসন করে। চল্লিশ বছর আগে ফ্রান্সকে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করার পর আমাদের যে অসমাপ্ত কাজ ছিল, তারই সমাপ্তি ঘটাতে চায় তারা। জেনারেলরা মনে করে, ফরাসীরা এখনও সেই পরাজয়ের ক্ষতের বদলা নিতে চায়। আর তাই, ফ্রান্সকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিতে চায় না তারা। তবে ফরাসিরা যেন প্রতিদিনই একটু একটু করে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সামরিক বাহিনী সেকারণেই উঠে পড়ে

BanglaBook.org

লেগেছে, এখন তাদের মূলনীতিঃ সাপ তোমাকে পেঁচিয়ে ধরার আগেই তাকে মেরে ফেল।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, আমরা যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি? এজন্যই কি গত সপ্তাহে রাস্তায় এত সৈন্যের সমারোহ ছিল?'

'আসলেই তাই। হিসেব এখন অনেক জটিল, ব্যাখ্যা করা বেশ কষ্টসাধ্য। এই মুহূর্তে যখন আমরা দু'জন আলাপ করছি, তখন আমাদের সেনাবাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করেছে, ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে লুক্সেমবার্গ। আর এখন তারা সাতরকম সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ফ্রান্সের শিল্পাঞ্চল আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছে। ফরাসীরা তাদের জীবন উপভোগ করেছে, আর এদিকে আমরা শুধু একের পর এক অজুহাত খুঁজে গিয়েছি। ফরাসীরা যখন আইফেল টাওয়ার নির্মাণ করেছে, তখন আমরা কামান বানাতে ব্যস্ত। আমার মনে হয় না এ অবস্থা বেশিদিন চলবে; দুপক্ষের কিছু প্রাণহানির পর, শান্তির দেখা মিলবে শেষমেষ। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত, নিজের দেশে আশ্রয় নিতে হবে আপনাকে।'

ফ্র্যাঞ্জের কথায় বেশ অবাক হলাম; মনে হচ্ছিল সে সত্যিই আমার মঙ্গল চায়। আমি কাছে এসে তার চিবুকে হাত বুলিয়ে বললাম, 'চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার হাত সরিয়ে দিল সে। বলল, 'মোটেই না। আমি জীবনে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি চেয়েছি, তা চিরতরে হারিয়ে যাবে।'

এক মূহূর্ত আগে ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়া আমার হাতটাকে স্পর্শ করল ফ্র্যাঞ্জ। বলতে শুরু করল, 'ছোটবেলায় বাবা-মা আমাকে পিয়ানো শিখতে বাধ্য করেছিল। বাড়ি ছাড়ার পর, আমি পুরোটাই ভুলে গিয়েছি। ভুলিনি শুধু একটা জিনিসঃ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সুরটাও বিকট শোনাবে, যদি পিয়ানোর তারগুলো বেসুরো থাকে।

আমি তখন ভিয়েনাতে, বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। একদিন পোস্টারে একটা মেয়ের ছবি দেখলাম। তাকে সামনাসামনি কখনও না দেখলেও অকস্মাৎ সে আমার ভেতরটা নাড়া দিয়ে গেল, প্রথম দর্শনেই প্রেম বলে যাকে। জনাকীর্ণ নাট্যশালায় প্রবেশ করে একটা টিকিট কিনলাম, আমার এক সপ্তাহের আয়ের থেকেও তার দাম বেশি ছিল। খেয়াল করলাম, আমার ভেতর যা কিছু বেসুরো ছিল- বাবা-মার সাথে সম্পর্ক, সেনাবাহিনী, আমার দেশ, আমার পৃথিবী-সবকিছুতেই যেন সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে গেল শুধু সেই মেয়েটিকে নাচতে দেখে। বিচিত্র সংগীত অথবা কামোদ্দীপক প্রদর্শনী নয়, শুধু সেই মেয়েটির দিকেই ছিল আমার সমস্ত মনোযোগ।'

আমি জানতাম সে কাকে নিয়ে কথা বলছে, বাঁধা দিলাম না।

'তুমিই সেই মেয়ে,' আবেগের তোড়ে আপনি থেকে নিজের অজান্তেই তুমি-তে নেমে এলো ফ্র্যাঞ্জ। 'কথাগুলো আরও আগে বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম পরে হয়তো সময় পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র ভিয়েনার সেই রাত দেখেছিলাম বলে, আজ আমি একজন সফল থিয়েটার পরিচালক। তোমার প্রদর্শনী দেখার জন্য কয়েকবার প্যারিসে গিয়েছি। দেখেছি, তুমি যাই করো না কেন, কতগুলো অযোগ্য-অথর্ব তথাকথিত শিল্পীর কারণে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে মাতা হারি। তোমাকে তাই আমি এমন এক জায়াগায় আনতে চেয়েছিলাম, যেখানে মানুষ তোমার কাজের প্রশংসা করবে; সবই করেছি আমার ভালোবাসার জন্য, শুধুই ভালবাসার জন্য...নিঃস্বার্থ,প্রতিদানহীন ভালবাসা। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? যাকে ভালোবাসি তার কাছে থাকতে পারাটাই আসলে সবকিছু; আর সেটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।'

অনেক ভেবেচিন্তে যেদিন প্যারিসে তোমার সাথে দেখা করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম, ঠিক তার আগেরদিন দূতাবাসের এক কর্মকর্তা আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। তিনি জানালেন, তোমার সাথে এমন এক ডেপুটি অফিসারের পরিচয় আছেন যিনি কিছুদিনের ভেতর যুদ্ধসচিবের পদে আসীন হতে যাচ্ছেন।'

'কিন্তু এখন তো আর সেই সম্ভাবনা নেই।'

'আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, তিনি তার পূর্ব পদে বহাল থাকবেন। আমি সেই দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে আরও অনেকবার দেখা করেছি-আমরা একসাথে পান করতাম, ঘুরে বেড়াতাম রাতের প্যারিসে ঘুরে। একদিন আমি একটু বেশিই গিলে ফেলেছিলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকবক করে যাচ্ছিলাম তোমাকে নিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি প্রেমে পড়েছি। তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে বলেছিলেন, কারণ শীঘ্রই তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে আমাদের।'

'আমার সাহায্য?'

'হ্যাঁ, এমন একজনের সাহায্য যার সাথে সরকারের অন্দরমহলের যোগাযোগ আছে।'

ফ্র্যাঞ্জ যেই শব্দটা বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সাহস করে সরাসরি বলতে পারছিল না, তা হচ্ছে 'গুপ্তচর।' সে নিজেও জানে, এধরনের কোনও কাজ আমি করব না। আমি নিশ্চিত আপনার মনে আছে, মি. ক্লুনেট। বিচারকার্য চলাকালে আমি বহুবার বলেছিঃ 'বেশ্যা? ঠিক আছে। গুপ্তচর? কখনোই না।'

'এ কারণেই, যত দ্রুতসম্ভব তোমাকে এই থিয়েটার ছেড়ে সোজা হল্যান্ড চলে যেতে হবে। আমি তোমাকে যে টাকা দিয়েছি তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। তবে দেরী করলে, এই যাত্রা আর সম্ভব হবে না।'

আমার ভয় হচ্ছিল। তবে এত বেশি ভীত **হইনি যে,** একবার চুম্বনের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে পারব না।

BanglaBook.org

যুদ্ধ শেষ হবার পর আমি ওর জন্য অপেক্ষা করব, এই কথাটা বলতে গিয়েও পারিনি। সততার সূক্ষ্ম ছাকুনিতে আঁটকে গিয়েছিল কথাটা।

পিয়ানো কখনও বেসুরো হতে নেই। আমরা যা শিখে এসেছি, সত্যিকারের পাপ তার চেয়ে ভিন্ন; সত্যিকারের পাপ হলো সুরের মূর্ছনা থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে চলা। প্রতিদিনের সত্য-মিথ্যার আলাপের চেয়ে তা অনেক বেশি শক্তিশালী।

কাপড় বদলানোর অজুহাতে ফ্র্যাঞ্জকে বাইরে যাওয়ার অনুরোধ করলাম আমি, 'পাপ স্রষ্টার সৃষ্টি নয়; অবশ্যম্ভাবী কিছুকে পার্থিব রূপদান করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই পাপের সৃষ্টি করি। সমগ্র বিষয় না দেখেই আমরা ক্ষান্ত হই, দৃষ্টি প্রদান করি খণ্ডাংশের দিকে; সেই খণ্ডাংশ পূর্ণ থাকে অনুশোচনা, রীতিনীতি আর ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে। প্রতিটা ভাগই আবার নিজেকে সঠিক ভেবে থাকে।'

নিজের কথায় আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। যতটা উপলব্ধি করতে পেরেছি, আতঙ্ক হয়তো তার চেয়েও শক্তপোক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে আমাকে।

'তোমার দেশে নিয়োজিত জার্মান দূত আমার বেশ কাছের বন্ধু। জীবনকে নতুন করে গড়তে সে তোমায় সাহায্য করবে। কিন্তু সতর্ক থেকোঃ তোমাকে যাতে যুদ্ধে কাজে লাগানো যায়, সেই চেষ্টা চালাতে পারে সে।'

আবারও 'গুপ্তচর' শব্দটা এড়িয়ে গেল ফ্র্যাঞ্জ। এধরণের ফাঁদ এড়ানোর মতো ক্ষমতা আমার আছে। কত পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে কতকিছু এড়িয়ে গিয়েছি, তার হিসেব নেই।

আমাকে রেল বন্দরে নিয়ে গেল সে। যাবার পথে কাইজারের প্রাসাদের সামনে জনসমাবেশ দেখলাম, নানা বয়সের মানুষ, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শ্লোগান দিচ্ছেঃ

'সবার ওপরে দেশ, সবার ওপরে জার্মানি।'

ফ্র্যাঞ্জ গাড়ির গতি বাড়াল।

'কেউ আমাদের পথরোধ করলে, চুপ করে থাকবে, যা বলার আমি বলব। যদি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলবে। মুখে বিরক্তি ভাব নিয়ে বসে থাকবে, আর ভুলেও শত্রুদেশের ভাষা ব্যবহার করবে না। বন্দরে পৌঁছে, কোন ভাবেই চোখেমুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে রাখবে না, যতটা সম্ভব নিজের মতো থাকার চেষ্টা করবে।'

আমার মতো থাকব? কিন্তু কীভাবে? আমি নিজেই তো জানি না আমি কে! আমি কি সেই নারী যে নৃত্যের ছন্দে ঝড় তুলে ইউরোপ জয় করেছে? ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ দ্বীপে অপদস্থ হওয়া গৃহবধূ? সমাজের প্রবল ক্ষমতাবানদের বাহুডোরে থাকা লাস্যময়ী রমণী? সংবাদমাধ্যম তো আগেই আমাকে 'কুরুচিপূর্ণ শিল্পী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

BanglaBook.org

রেলস্টেশনে পৌঁছালাম আমরা। ফ্র্যাঙ্ক আমার হাতে নম্রভাবে চুমু খেয়ে প্রথম ট্রেনটা ধরতে বলল। জীবনে এই প্রথমবারের মতো আমি লাগেজ ছাড়া বেড়িয়ে পড়েছি। এমনকি প্যারিস আসার সময়ও, আমার কাছে কিছু না কিছু ছিল।

কথাটা একটু অদ্ভুত শোনাবে জানি, তবে নিজের এই দৈন্যতা যেন আমাকে পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ অনুভব করাল। খুব শীঘ্রই আমার পোশাক আমার কাছে পৌঁছে যাবে, কিন্তু তার আগপর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব এক নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হব। এমন এক রাজকন্যা যে রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে, খুব শীঘ্রই সেখানে ফিরে যেতে পারবে-এই বুঝিয়ে স্বান্তনা দিচ্ছে নিজেকে।

ট্রেন আসতে আরও দেরি হবে, আমি অ্যামস্টার্ডামের টিকিট কেটে বসে আছি। যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে, কিন্তু কেন যেন সবাই আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের চোখের ভাষা একটু ভিন্ন ধরনের-তাতে কোনও মুগ্ধতা বা হিংসার লেশমাত্র নেই, আছে বরং কৌতূহল।

আমি খালি হাতে এলেও, সবাই যেন পুরো বাড়ি তুলে এনেছে। ফ্র্যাঞ্জ একটু আগে আমাকে যে কথাগুলো বলে গেছে, এক মা তার মেয়েকে ঠিক সে কথাগুলোই বলছেঃ 'যদি কোনও গার্ড আসে, জার্মান ভাষায় কথা বলবে।'

তাদের দেখে গ্রামের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হলো না। হয়তো তারা 'গুপ্তচর,' অথবা শরণার্থী, নিজ দেশে ফেরত যাচ্ছে।

আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারও সাথে কথা বলব না। যথাসম্ভব চেষ্টা করছি কারও চোখে যেন চোখ না পড়ে। তবুও এক বৃদ্ধ লোক এসে জিজ্ঞেস করলঃ 'তুমি কি আমাদের সাথে নাচবে?'

সে কি আমাকে চিনে ফেলেছে?

'আমরা ওদিকটায় আছি, প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে, চলো!'

আমি তার পিছু পিছু গেলাম। এই মুহূর্তে অপরিচিতদের সাথে এভাবে মেশাটাই বেশি নিরাপদ। আমার চারপাশে এখন একদল জিপসি, সহজাত কারণেই হাতের পার্সটাকে শরীরের সাথে শক্ত করে চেপে ধরলাম। তাদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ, কিন্তু তাই বলে তারা হার মানতে রাজি নয়। অনুভূতি লুকাতে তারা ভালোই পারদর্শী। হঠাৎ হাততালি দিতে দিতে বৃত্তাকারভাবে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। তিনজন নারী সেই বৃত্তের ভেতর এসে নাচতে শুরু করল।

আমাকে সাথে করে নিয়ে আসা লোকটা জানতে চাইল, 'তুমিও কি নাচতে চাও?'

তাকে বললাম, আমি কখনও নাচিনি। তবুও সে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। আমি ভালোভাবে বোঝালাম, আমার পরনের পোশাকটা নাচার জন্য উপযুক্ত নয়। এবার বোধহয় কথাটা বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল লোকটা। জোরে তালি বাজাতে শুরু করে আমাকেও একই কাজ করতে তাগাদা দিল।

BanglaBook.org

'আমরা বলকানের রোমা। আমার জানামতে, ওই এলাকা থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখান থেকে সবাইকে দ্রুত সরে যেতে হবে।'

আমি তার ভুল ভাঙাতে যাচ্ছিলাম। যুদ্ধ আসলে বলকান থেকে শুরু হয়নি, বহু বছর ধরেই এ যুদ্ধ বাঁধানোর সুযোগ খোঁজা হচ্ছিল। তবে ফ্র্যাঞ্জের কথামতো, মুখ বন্ধ রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'...কিন্তু এ যুদ্ধ তো থেমে যাবে,' কৃষ্ণকেশী এক সুদর্শন নারী বলল। 'সব যুদ্ধই থেমে যায়। এর মাঝেই মৃতদের লাশকে পুঁজি করে নিজের আখের গুছিয়ে নেয় কেউ কেউ। আমরা এই সংঘাতের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করি, আর তা আমাদের গ্রাস করে নিতে চায়।'

কাছেই, একদল শিশু খেলা করছে। ওদের কাছে ভ্রমণ সবসময়ই রোমাঞ্চকর, আশেপাশে কী ঘটছে তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। ওদের জগতে ড্রাগন সবসময়ই যুদ্ধে ব্যস্ত, ইস্পাতের বর্ম পরা সৈনিকেরা বর্শা হাতে একে অপরের সাথে লড়াই করে। একজন আরেকজনের পিছে দৌড়াদৌড়ি না করতে পারলে, পৃথিবীটা ওদের কাছে একদমই নিরস।

জিপসি মহিলাটা ওদের চুপ করতে বলল, কেউ যাতে সন্দেহের দৃষ্টিতে না তাকাতে পারে। কেউ সে কথায় ভ্রুক্ষেপও করল না।

BanglaBook.org

#

রাস্তার কোনায় বসা এক ভিখারিকে দেখে মনে হলো পথিকদের সবাইকে সে চেনে। মুক্তচিত্তে গান গাইতে শুনলাম তাকেঃ

খাঁচায় বন্দী পাখি, গায় মুক্তির গান,
লাভ কী তাতে? সে তো বন্দীই রবে চিরকাল।
খাঁচায় থাকার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল থিয়া,
তারপর একদিন হলো তার পালাবার সাধ,
কেউ দিল না সাড়া,
বুঝল না কেউ মনের ব্যথা।

থিয়াকে আমি চিনি না; শুধু জানি, যত দ্রুত সম্ভব সেই দূতের কাছে পৌছাতে হবে। কার্ল ক্র্যামার, হেগ শহরে আমি শুধু এই একজনকেই চিনি, নিজের পরিচয় জানাতে হবে তাকে। সস্তা এক হোটেলে রাত কাটালাম। ভয় হচ্ছিল, চিনতে পারলে কেউ যদি তাড়িয়ে দেয়! হেগের পরিবেশ দেখে বোঝার উপায় নেই যে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, যুদ্ধের খবর এখনও এসে পৌছেনি। হাজার হাজার শরণার্থী, ফরাসীরা সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে।

এই প্রথমবার, লিউওয়ার্ডেনে জন্মেছি ভেবে খুশি হলাম, ডাচ পাসপোর্টই আমার মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করল। সাথে কোনও লাগেজ না থাকাটা শাপে বর হয়েছে। তল্লাশির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা লোক আমার দিকে একটা খাম ছুঁড়ে দিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, চেহারা দেখার সুযোগ পর্যন্ত দিল না! ঠিঠিটা কার কাছে লেখা, সেটা দেখার আগেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রধানের চোখে পড়ে গেল। আমার হাত থেকে খাম কেড়ে নিয়ে চিঠিটি খুলে, আবার বন্ধ করে আমার হাতে দিল সে। তারপর তার জার্মান সহকারীকে ডেকে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া লোকটার দিকে আঙুল তুলে দেখালঃ

'পলাতক সৈনিক।'

জার্মান অফিসার এক মুহূর্ত দেরী না করে তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করল; যুদ্ধ কেবল শুরু হয়েছে মাত্র, আর মানুষ কিনা এখনই পালিয়ে যাচ্ছে! অফিসারকে তার বন্দুক তাক করতে দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চাই, আমার হাতে খাম গুঁজে দেয়া লোকটা পালাতে পেরেছিল।

BanglaBook.org

চিঠিটা এক অচেনা মহিলার ঠিকানায় লেখা, লোকটা হয়তো ভেবেছিল আমি হেগে যাওয়ার আগে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে যাব।

যে করেই হোক, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব-আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তা-ই সই। পালাবার পথে দেখে ফেললে পলাতক হিসেবে চিহ্নিত করে আমাকে গুলি করতে পারে ওরা। সম্ভবত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে; ক্যাপ্টেনের আদেশে সেদিন এক ঝাঁক ফরাসি সৈনিককে গুলির আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখেছি। আশা করি, দ্রুত এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে যাই হোক না কেন, আমার হাতে লেগে থাকা রক্তের দাগ কখনো মুছবে না, এধরনের কাজ আর দ্বিতীয়বার আমাকে দিয়ে হবে-ও না। নিজের ব্যাটেলিয়নের সাথে প্যারিসে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসন্ন বিজয়ে উল্লসিত হতে পারব না আমি, এহেন উন্মাদনা আমার ধাতে সয় না। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে যতই চিন্তা করি, ততই সবকিছু গুলিয়ে যায়। কেউ কিছুই বলে না। অবশ্য বলবে কী করে, কেউ কিছু জানে-ই না এখন পর্যন্ত।

অদ্ভুত হলেও সত্য, আমাদের ডাকব্যবস্থা কিন্তু এখনও বহাল তবিয়তে আছে। ডাকযোগে চিঠিটা পাঠাতে পারতাম। তবে কোথায় যেন শুনেছি, সবধরণের চিঠি নাকি খুলে খুলে দেখা হচ্ছে। তোমাকে কতটা ভালোবাসি সেটা জানানো এই চিঠির উদ্দেশ্য নয়, জার্মান সৈনিকদের সাহসিকতার গুণগান গেয়েও কিছু লিখতে বসিনি। চিঠিটাকে আমার শেষ সাক্ষ্য এবং ইচ্ছাপত্র হিসেবে ধরে নিতে পার। ছয় মাস আগে যেই গাছের নীচে তোমার হাত ধরে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম-তুমি একবাক্যে রাজি হয়েছিলে-সেই গাছের নীচে বসেই চিঠি লিখছি। আমরা সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছিলাম; তোমার বাবা-মা আয়োজন সেরে ফেলেছিলেন, নিজেদের প্রথম সন্তানের জন্য অতিরিক্ত ঘরসহ বড়সড় একটা বাড়ি খুঁজে রেখেছিলাম আমি। তিনদিন যাবত গর্ত খুঁড়ে পুরো শরীরে কাদামাটি আর অচেনা পাঁচ-ছয়জন মানুষের রক্ত মেখে, ঠিক সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। মৃত অচেনা লোকগুলো আমার কোনও ক্ষতি করেনি, ওরা শুধু আমাদের মর্যাদা রক্ষার্থে *'জাস্ট ওয়ার'* তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।

অবাধে গোলাগুলি দেখে, তাজা রক্তের গন্ধ শুঁকে, আমার মাথার ভেতর শুধু একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে-যুদ্ধের কারণে অবমাননা ঘটছে মানুষের বিবেকের। ডাক পড়েছে আমার, চিঠিটা এখানেই শেষ করতে হবে। তবে সূর্য ডোবার পর এখানে আর থাকছি না-হয় হল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব নয়তো বরণ করে নেব মৃত্যুকে।

আমার ধারণা, সময়ের সাথে সাথে এদিকের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার সুযোগটা কমে যাবে। আপাতত এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, আশা করছি আজ রাতে এমন

BanglaBook.org

কোনও সাদা মনের মানুষের হাতে খামটা তুলে দেব, যে চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছে দেবে।

ভালোবাসা নিও,
তোমার জর্ন।

প্যারিসে থাকতে আমার চুলের পরিচর্যার জন্য বিশেষ একজন লোক ছিল। অ্যামস্টার্ডামে পৌঁছানোর পর, হঠাৎ তার সাথে দেখা হয়ে গেল আমার। এ যেন স্রষ্টার রসিকতা! লোকটা যুদ্ধের পোশাক পরে প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। মেয়েদের চুলে বেশ সুন্দরভাবে মেহেদি লাগাতে পারদর্শি ছিল সে। আর এখন কিনা...

'ভ্যান স্টাইন!'

আমার চিৎকার শুনে সে হতবিহবল হয়ে তাকাল; চোখের পলকে আবার ঘুরিয়ে ফেলল মুখটা।

'মরিস, আমি মাতা হারি।'

আমার ডাক শুনে সে যেন আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল। খুব রাগ হলো আমার। একসময় লোকটাকে হাজার হাজার ফ্রাঁ দিয়েছি, আর সে কিনা আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম, এবার সে দৌড়াতে শুরু করল। সহসাই এক ভদ্রলোক ওর পথ আঁটকে দাঁড়াল, 'ওই ভদ্রমহিলা আপনাকে ডাকছে।'

অবশেষে ক্ষান্ত দিল সে, থেমে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করল। নিচু কণ্ঠে নিজের নাম ধরে ডাকতে মানা করল আমাকে।

'তুমি এখানে কী করছ?'

আমাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল মরিস। যুদ্ধের শুরুর দিকে দেশপ্রেমের খাতিরে বেলজিয়ামকে রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু অবিরাম কামানের গোলার আওয়াজে মুছে যায় সমস্ত চেতনা, জীবন বাঁচাতে সে হল্যান্ডে পালায়।

'আমার চুল ঠিকঠাক করতে হবে, তোমাকে দরকার।'

লাগেজগুলো চলে আসার আগে নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। ফ্র্যাঞ্জ আমাকে যে টাকা দিয়েছে, চোখ বন্ধ করে তাতে দুই-তিন মাস চলে যাবে। সেই ফাঁকে প্যারিসে ফেরত যাবার পরিকল্পনা গুছিয়ে নেব। মরিসকে জিজ্ঞেস করলাম, অল্প কিছুদিনের জন্য কোথায় মাথা গোঁজা যায়। যাক, অন্তত একটা বন্ধু তো পাওয়া গেল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

BanglaBook.org

এক বছর পর, হেগ শহরে অনেকটা থিতু হয়েছি আমি। প্যারিসে এক ব্যাংকারের সাথে পরিচয় ছিল, তার কল্যাণে এখানে থাকার মতো একটা বাসা খুঁজে পেয়েছি। লোকটা প্রায়ই আমার সাথে সময় কাটাতে আসতো। এরপর, হঠাৎ একদিন, কিছু না জানিয়ে সে বাড়ি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়। হয়তো সে আমার অভিরুচি সম্পর্কে ধারণা করে নিয়েছিল। একবার অবশ্য সরাসরি 'ব্যয়বহুল এবং অমিতব্যয়ী' -এই শব্দ দু'টি উচ্চারণ করেছিল আমার সামনে। জবাব দিয়েছিলাম, 'অমিতব্যায়ী হচ্ছে সেই লোক, যে আমার দশ বছরের বড় হয়েও নারীর দুই পায়ের মাঝখানে তার যৌবন ফেরত পাবার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

বেশ অপমানিত বোধ করেছিল লোকটা, অবশ্য আমার উদ্দেশ্য-ও তাই ছিল। চুপচাপ আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল সেদিন।

ছোটবেলায় একবার হেগে এসেছিলাম, শহরটাকে নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়েছিল সেবার। আর এখন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে যুদ্ধ চলছে, বিঘ্ন ঘটেছে এখানকার রঙিন নৈশজীবন, যোগ হয়েছে শঙ্কা আর ভয়। সবকিছু মিলে এক বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়েছে হেগ। চারদিকে গুপ্তচরদের আনাগোনা। শহরটা যেন বিরাট এক পানশালা, যেখানে আহত আর পলায়নরত যোদ্ধারা প্রতিনিয়ত ভিড় জমায়। আমি প্রাচীন মিশরীয় নাচ প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চেয়েছিলাম। এধরনের নাচের সাথে কেউ তেমন একটা পরিচিত নয়, সমালোচকরাও এর শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবে না বলে খুব সহজেই প্রদর্শন করা যাবে। কিন্তু নাট্যশালাগুলোতে তেমন মানুষের আনাগোনা ছিল না, আমার প্রস্তাবে রাজি হলো না কেউ।

BanglaBook.org

সাধারণ মানুষের কাছে প্যারিস যেন দূর আকাশের তারা। তবুও একমাত্র এই শহরেই আমি নিজের মতো করে বাঁচতে পেরেছি। ভাল-মন্দ দুইয়ের স্বাদ নেবার সুযোগই ছিল সেখানে। মানুষের চলাফেরা, কথাবার্তার মাঝে ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। হেগ শহরে শান্তিমতো আলাপ করার সুযোগ পর্যন্ত নেই, সবার মনে একই ভয়-এই বুঝি কেউ শুনে ফেলল! মাঝখানে কিছুদিন আমি মরিস ভ্যান স্টাইনের

খোঁজ করেছিলাম। বন্ধুদের কাছ থেকে খবর নিয়েও কিছু জানা যায়নি। মেকি ফরাসি বাচনভঙ্গি আর কেশবিন্যাসের অপূর্ব দক্ষতা সাথে নিয়ে লোকটা যেন বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে।

এখন শুধু জার্মানদের পক্ষেই আমাকে প্যারিসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ফ্র্যাঞ্জের বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। নিজের বর্ণনা দিয়ে ছোটখাট একটা চিঠি পাঠালাম তাকে, স্মৃতিমধুর শহরে ফিরে যাবার সুযোগ চেয়ে অনুরোধ জানালাম। এই কয়দিনে বেশ খানিকটা ওজন কমেছে; আমার জামা কাপড়গুলো হল্যান্ডে এসে পৌঁছাতে পারেনি। অবশ্য সেগুলো এখন কোনও কাজে আসত না, ম্যাগাজিন ঘেটে যা বুঝেছি, ইদানীং ফ্যাশনের হালচাল বদলেছে। 'শুভাকাঙ্খীরা' আমাকে অনেক নতুন জিনিসপত্র কিনে দিয়েছে, যদিও প্যারিসের মতো তেমন উন্নতমানের নয়, তবুও প্রথমবার পরলে সেলাইটা অন্তত ঠিকঠাক থাকে।

BanglaBook.org

#

অফিসঘরে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেলাম, চারদিকে বিলাসিতার ছড়াছড়িঃ বিদেশী চুরুট আর সিগারেট, ইউরোপের সবচেয়ে দামী মদ, উন্নতমানের পনির আর মাংসজাত খাবার! পরিপাটি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক সোনার কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের টেবিলের ওপারে বসে আছেন। এযাবৎ দেখা জার্মানদের ভেতর, এই লোকটাকে সবচেয়ে বেশিভদ্র বলে মনে হলো। কুশল বিনিময় শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, আসতে এত দেরী করেছি কেন।

'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আপনি আমার প্রতীক্ষায় থাকবেন। ফ্র্যাঞ্জ...'

'ওর কথা অনুযায়ী আপনার আরও এক বছর আগে আসার কথা।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, জানতে চাইলেন আমি কী পান করব। মৌরি মিশ্রিত মিষ্টি মদের কথা বললাম। নিজ হাতে ক্রিস্টাল গ্লাসে ঢেলে পানীয় পরিবেশন করলেন তিনি।

'দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, ফ্র্যাঞ্জ আর আমাদের মাঝে নেই; ফরাসিদের কাপুরুষচিত এক আকস্মিক আক্রমণে মারা গিয়েছে।'

আমি যতটুকু জানতাম, ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে বেলজিয়াম সীমান্তে আক্রমণ চালিয়েছে জার্মানরা।

'সবকিছু কত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম আমরা! আচ্ছা, আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি?'

হাসিমুখে আমি তাকে চালিয়ে যেতে বললাম। হ্যাঁ, আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম, তবে কোনও উপায় ছিল না। যতদ্রুত সম্ভব আমার প্যারিস যাওয়া প্রয়োজন, আমি জানতাম তার সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব হবে না। হেগে আসার পর আমাকে অত্যন্ত কঠিন কিছু বিষয় শিখে নিতে হয়েছেঃ ধৈর্য ধারণ তার ভেতর অন্যতম।

দূত ভদ্রলোক আমার বিষণ্ন চেহারা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারলেন বোধহয়, অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন সবকিছু। পশ্চিমে সাতটি ডিভিশন পাঠানো হয়েছিল, দ্রুততার সাথে ফ্রান্স সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের। আমাদের আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে ওদের সেনাপ্রধানদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। পুরো এক বছর যাবৎ, ওদের সৈন্যরা এক জায়গা থেকে সরতে না সরতেই অন্য জায়গায় রক্তের বন্যা বয়েছে। তারপরেও কেউ আত্মসমর্পণ করেনি।

'যুদ্ধ শেষ হলে, ফ্রান্স এর প্রতিটা একটা করে স্মৃতিসৌধ থাকবে। যত লোকই নিয়োগ করুক না কেন, আমাদের কামানের গোলার আঘাতে ওরা কচুকাটা হতে বাধ্য।'

'কচুকাটা' শব্দটা উচ্চারণের ভঙ্গি দেখে আমি শিউরে উঠলাম, তিনি আমার বিরক্তির অনুভূতি আঁচ করতে পারলেন।

'এই দুঃস্বপ্ন যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল। ইংল্যান্ড ওদের পাশে থাকলেও, আমাদের অথর্ব সহযোগী অস্ট্রিয়ানরা রাশিয়াকে আটকে রাখতে প্রানপণ চেষ্টা করছে। দিনশেষে জয় আমাদের-ই হবে। আর সেজন্য তোমার সাহায্য প্রয়োজন।'

আমার সাহায্য? যে বিভীষিকাময় যুদ্ধে ইতোমধ্যে হাজারো মানুষের প্রাণ গিয়েছে, সেখানে আমি কী করতে পারি? কী বলতে চাইছেন তিনি?

ফ্র্যাঞ্জের সতর্কবাণীটা মনে পড়ল। আমার মাথার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 'ক্র্যামারের কোনও প্রস্তাবে সায় দিয়ো না।'

আমার দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে; টাকার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছি। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে দিনদিন। তিনি কী প্রস্তাব দেবেন সেটা আন্দাজ করতে পারছি। তবে নিশ্চিত, সে ফাঁদ থেকে আমি সহজেই মুক্ত হতে পারব। বহুবার এমন পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি।

ঝেড়ে কাশতে বললাম তাকে। কার্ল ক্র্যামার শরীর টান করে দাঁড়ালেন, সহসাই বদলে গেল তার কণ্ঠস্বর। আতিথ্যের সুর মুছে গিয়ে ভাবগাম্ভীর্য ফুটে উঠল; যেন আমি তার অধীনস্থ কর্মচারী।

'চিঠি পড়ে বুঝলাম, আপনি প্যারিস যেতে চান। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি, মাসিক বিশ হাজার ফ্রাঁ ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।'

'যথেষ্ট নয়,' সরাসরি বলে দিলাম।

'সময়ের সাথে সাথে আর আপনার কাজের ধরন অনুযায়ী পারিশ্রমিক বাড়বে। চিন্তা করবেন না; আমাদের পকেট টাকার ভারে ফুলে থাকে, প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা পয়সা পেয়ে যাবেন। বিনিময়ে একটা কাজ করতে হবে-যে মহলে আপনার নিত্য পদচারণা হতে যাচ্ছে, আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে তথ্য দেবেন।'

ঘুরেফিরে সেই একই কাহিনী। মনে মনে ভাবলাম, দেড় বছর পর প্যারিস আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে; জার্মানিতে একের পর এক অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি শুনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হবে নিশ্চয়।

ড্রয়ার থেকে ছোট ছোট তিনটা বোতল বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন ক্র্যামার।

'এগুলো অদৃশ্য কালি। যখনই কোনও সংবাদ পাবেন, এই কালিতে চিঠি লিখে ক্যাপ্টেন হফম্যানের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার তত্ত্বাবধায়নের জন্য তিনি সবসময় থাকবেন। আর সাবধান, নিজের নাম লিখবেন না কোথাও।'

একটা তালিকা হাতে নিয়ে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ বুলালেন তিনি। কীসের ওপর যেন বড় করে দাগ দিলেন।

'আপনার সাংকেতিক নাম হচ্ছে H21, মনে রাখবেন। স্বাক্ষর হিসেবে এই নামটাই লিখবেন সবসময়।'

আমি বুঝতে পারলাম না, লোকটা কি আসলেই নির্বোধের মতো কথা বলছে নাকি মজা করছে! সাংকেতিক নামটা আরও ভালো কিছু হতে পারত, H21 শুনলেই তো মনে হয় ট্রেনের সিট নম্বর!

BanglaBook.org

আরেকটা ড্রয়ার থেকে বিশ হাজার ফ্রাঁ বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ক্র্যামার।

'সামনের ঘরে আমার অধীনস্থ কর্মচারীদের পাবেন, আপনার পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে রাখবে ওরা। বুঝতেই পারছেন, যুদ্ধের সময় সীমান্ত পাড়ি দেওয়াটা অনেক কঠিন। বিকল্প রাস্তা হিসেবে প্রথমে লন্ডন যেতে হবে, সেখান থেকে সোজা আর্ক দে ট্রায়াম্ফের শহর প্যারিসে।'

টাকা, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র-প্রয়োজনীয় সবকিছু সংগ্রহ করে ক্র্যামারের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম ব্রিজ পেরোনোর সময়ই খালি করে ফেললাম কালির বোতলগুলো, যুদ্ধ নিয়ে এসব লুকোচরি খেলা আমার কাছে কেমন যেন শিশুতোষ আচরণ বলে মনে হচ্ছিল। এরপর সরাসরি আমি ফ্রেঞ্চ দূতাবাসে রওয়ানা হলাম। স্থানীয় গুপ্তচরদের ওপর নজর রাখতে তারা পাল্টা গুপ্তচরবাহিনী গঠন করেছে তারা, উপ-রাষ্ট্রদূতকে বললাম সেই কাউন্টার-এস্পিওনাজ* বাহিনীর প্রধানের সাথে যোগাযোগ করতে। সে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন এমন করবেন?'

তাকে জানালাম, ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি অধীনস্থ কারও সাথে আলাপ করতে আগ্রহী নই। আমার গম্ভীর হাবভাব দেখে বিনাবাক্যে সে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে টেলিফোনে কথা বলিয়ে দিল। ফোনের ওপাশের ভদ্রলোক তার নাম গোপন রাখলেন। তাকে সবকিছু খুলে বললাম, জার্মান গোয়েন্দারা এইমাত্র আমাকে বিশেষ কাজে নিয়োগ দিয়েছে। জানালাম, খুব শীঘ্রই আমি প্যারিস যাচ্ছি, সেখানে তার সাথে দেখা করতে চাই। আমার নাম শুনে তিনি নিজেকে আমার বিরাট ভক্ত বলে দাবী করলেন, আশ্বাস দিলেন যত দ্রুত সম্ভব দেখা করবেন। তাকে বললাম, আমি নিজেই জানি না কোন হোটেলে উঠব।

'চিন্তা করবেন না। ওসব দেখভালের দায়িত্ব এখন আমাদের।'

জীবন আবারও আনন্দময় হয়ে উঠল। তখনও বুঝতে পারিনি, কিছুক্ষণ পর এ আনন্দ দ্বিগুণ হতে যাচ্ছে।

হোটেলে ফিরে বেশ অবাক হলাম। ডেস্কের ওপর একটা খাম রাখা, আমাকে রয়্যাল থিয়েটারের পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। অবশেষে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তারা, প্রাচীন মিশরীয় নাচ দেখানোর অনুমতি-ও মিলেছে। তবে এক শর্তে, কোনও নগ্নতা থাকা যাবে না। ঘটনাটা নিতান্তই কাকতালীয় বলে মনে হলো। তবে একটা জিনিস বুঝলাম না, এই সাহায্যটা কারা করল-জার্মান নাকি ফরাসিরা?

আমার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বেড়ে গেল। মিশরীয় নৃত্যকে আমি কয়েক পর্বে ভাগ করলামঃ কুমারীত্ব, আসক্তি, সতীত্ব আর অনুরক্তি। স্থানীয় সংবাদপত্র গুলো আমার প্রশংসায় ফেটে পড়ল। কিন্তু অষ্টম প্রদর্শনীর পর আবার সেই বরফশীতল উদাসীনতা পেয়ে বসল আমাকে, প্যারিস ফিরে যাবার স্বপ্নে আবারও বিভোর হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

ইংল্যান্ডে যাবার ব্যবস্থা করতে আমাকে অ্যামস্টার্ডামে লআট ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। মাঝখানে একবার একটু রাস্তায় পায়চারি করতে বেরোলাম, থিয়াকে নিয়ে গান বাঁধা সেই ভিখারীর সাথে দেখা হলো আবারও। হেঁটে পার হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সে গান থামিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা আপনাকে অনুসরণ করছে কেন?'

'কারণ আমি সুদর্শনা, আকর্ষণীয় এবং বিখ্যাত।'

কিন্তু ওই ভিখারীর কথা শুনে বুঝলাম, আমাকে অনুসরণকারীরা সাধারণ কোনও পথিক। ভিখারীর সতর্ক দৃষ্টি উপলব্ধি করেই যেন তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

শেষ কবে আমি রাস্তার ভিখারির সাথে কথা বলেছি মনে পড়ে না। উচু সমাজের একজন নারীর জন্য এহেন আচরণ বেশ অসম্মানজনক। অবশ্য সমালোচকেরা এখনও আমাকে শিল্পী অথবা পতিতা হিসেবেই আখ্যায়িত করে থাকে।

'নিজের অজান্তেই হয়তো আপনি স্বর্গে বাস করছেন। জায়গাটাকে নিষ্প্রাণ মনে হতে পারে, তবে মনে রাখবেন, স্বর্গ মাত্রই নিষ্প্রাণ। আমি জানি, আপনি রোমাঞ্চকর কিছুর অপেক্ষায় আছেন। একটা কথা বলে রাখি-সীমালঙ্ঘন মনে করলে মাফ করে দেবেন-মানুষ যা পায় তাতে সন্তুষ্ট থাকে না, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না কখনোই।'

আর কথা বাড়ালাম না, তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি নিজের পথে চললাম। নিষ্প্রাণ, নিঃস্তব্ধ এই শহর আবার স্বর্গ হবে কীভাবে? আমি প্রশান্তির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরিনি, খুঁজেছি সত্যিকারের জীবন-ফরাসিরা যাকে লা ভেই ভিঁ বলে চেনে, যে জীবনে মিশে থাকে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য আর গভীর বিষাদ, আনুগত্য আর বিশ্বাসঘাতকতা, শঙ্কা আর শান্তির সুবাতাস।

কেউ আমাকে অনুসরণ করছে শুনে আলোড়িত হলাম, খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে হলো নিজেকে। হয়তো আমি পৃথিবীর ভাগ্য বদলে দিতে পারি, জার্মানদের গুপ্তচর সেজে এই যুদ্ধ জিততে সাহায্য করতে পারি ফ্রান্সকে।

আমি, মাতা হারি, আলো আর অমানিশার মাঝে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাই না। নিজের মেয়ের তত্ত্বাবধানের অধিকার হারিয়েছি অনেক আগেই, তবে শুনেছি, ওর টিফিনের বাক্সে নাকি আমার ছবি লাগানো আছে। চিরকাল আমি এক সংগ্রামী

BanglaBook.org

যোদ্ধার বেশে যুদ্ধ করে গিয়েছি, নিজের ভেতর কোনও তিক্ততা জন্মাতে দেইনি। সংগ্রাম আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

স্টেশনে বসে খুব দ্রুত আট ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, অবশেষে ব্রাইটনে যাওয়ার ট্রেনে উঠলাম। ইংল্যান্ডে নামতেই জেরার মুখোমুখি হতে হলো। আমাকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে-হতে পারে একা ভ্রমণ করছিলাম বলে সন্দেহের চোখে দেখেছে সবাই। আবার এমনও হতে পারে যে, ফরাসি গোয়েন্দাবাহিনী আমাকে জার্মান দূতাবাসে প্রবেশ করতে দেখেছে, মিত্রদের স্বাভাবিকভাবেই সতর্ক করে দিয়েছে তারা। আমার টেলিফোন কল সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না, যেই দেশে যেতে চাচ্ছি তার প্রতি আমার ভক্তি-অনুরক্তি সম্পর্কেও তাদের কোনও ধারণা ছিল না।

BanglaBook.org

পরের দুই বছর, বহুবার আমাকে সীমান্ত পাড়ি দিতে হয়েছে। এমন অনেক দেশে গিয়েছি যেখানে আগে যাওয়া হয়নি, এমনকি জার্মানি গিয়ে নিজের জিনিসপত্র ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য-ও হয়েছিল। আমি ফ্রান্সের হয়ে কাজ করি জেনেও ব্রিটিশদের কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নামীদামী রেস্তোরাগুলোতে একের পর এক আকর্ষণীয় পুরুষের সাথে দেখা করতে করতে অবশেষে আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার এই রাশিয়ান প্রেমিক যুদ্ধে ব্যবহৃত মাস্টার্ড গ্যাসের* ক্ষতিকর প্রভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য সবকিছু করতে রাজী ছিলাম আমি।

ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে তার জন্য আমি ভিত্তেলে চলে আসি, জীবনের নতুন মানে খুঁজে পাই। প্রতিরাতে ঘুমানোর আগে ওকে সং অফ সং'স বই থেকে নীচের লাইনগুলো পড়ে শোনাতামঃ

প্রতি রাতে, বিছানায় খুঁজি তারে;
খুঁজে বেড়াই সেই স্বপ্নের পুরুষ-যার সাথে মোর আত্মার বন্ধন।
তবে হায়, তারে খুঁজে পাওয়া দায়।
তাই আমি খুঁজতে বেরোই, শহরের অলিতে গলিতে, চত্বরে চত্বরে-
খুঁজে বেড়াই সেই স্বপ্নের পুরুষ-যার সাথে মোর আত্মার বন্ধন।
তবে হায়, তারে খুঁজে পাওয়া দায়।
অবাক হয়ে শুধায় নগরের প্রহরী;
উল্টো প্রশ্ন করি আমি-
দেখেছ কি তারে, যার প্রেমে আমার হৃদয় পোড়ে?
থমকে দাঁড়িয়ে, খুঁজে পাই তারে;
সেই স্বপ্নের পুরুষ-যার সাথে মোর আত্মার বন্ধন।
শক্ত করে আঁকড়ে রাখি, কেমনে হারাবে সেই পরাণ পাখি?

BanglaBook.org

প্রেমিককে ব্যথায় কাতরাতে দেখে আমি শিউরে উঠতাম, ওর চোখ আর শরীরের পোড়া ক্ষতগুলোর যত্ন নিতাম রাতভর জেগে।

এক রাতে সে আমাকে বলেছিল, নিজের চেয়ে বিশ বছরের বড় কোনও মহিলার সাথে প্রেম করবে না। মনে হয়েছিল, কেউ যেন আমার হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে ধারালো তরবারি বসিয়ে দিয়েছে; ও শুধু চাইতো, কেউ ওর শরীরের ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করুক!

আমার আর বলার মতো কিছুই নেই, মি. ক্লুনেট। কী ঘটেছে আপনি জানেন, কীভাবে ঘটেছে-সেটাও জানেন ভালভাবেই।

আমার সাথে যা যা অবিচার হয়েছে তার সবকিছুর খাতিরে-দাঁতে দাঁত চেপে আমি যে তাচ্ছিল্য সহ্য করেছি, প্রকাশ্য দিবালোকে থার্ড ওয়ার কাউন্সিলের* বিচারকেরা আমাকে যে অপবাদ দিয়েছেন, খুনের নেশায় মেতে ওঠা জার্মান আর ফরাসিরা মিলে যেভাবে আমাকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, মুক্তমনা হয়ে বাঁচতে চাওয়ার অপরাধ যেভাবে আমার জীবনে কাল হয়ে এসেছে-তার সবকিছুর খাতিরে, মি. ক্লুনেট, একটাই দাবী করছি। রাষ্ট্রপতি যদি আমার আবেদন নাকোচ করে দেন, দয়া করে চিঠিটা আমার মেয়ের কাছে পৌছিয়ে দেবেন। পড়তে শেখার পর, নিজে নিজেই সবকিছু বুঝে নেবে সে।

একদিন আমি আমার তৎকালীন এজেন্ট মসিয়ে অ্যাস্ট্রাকের সাথে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেশ জুড়ে তখন তীব্র ইহুদিবিদ্বেষ, তাই প্যারিস ফিরে আসার পর তার সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। তার কাছে অস্কার ওয়াইল্ড নামের এক লেখকের কথা শুনেছিলাম সেদিন, লেখকের বিখ্যাত নাটক-শ্যালোমি খুঁজে পেতে বেশি দেরী হয়নি।

এ কথাটা কেন বলছি? কেন এমন এক ইংরেজ লেখকের ব্যাপারে আগ্রহী হলাম-যার জীবনের শেষ দিনগুলো প্যারিসে কেটেছে,যার শেষকৃত্যে কোনও বন্ধুর উপস্থিতি দেখা যায়নি, যার একমাত্র অপরাধ ছিল সমলিঙ্গের কারও সাথে প্রেম করা? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, একই দন্ডে আমি নিজেও দণ্ডিত হয়েছি বারবার। বহুবার আমি বহু বিখ্যাত লোকের সাথে বিছানায় গিয়েছি,এমনকি তাদের স্ত্রীরাও আমাকে বেছে নিয়েছে অতৃপ্ত বাসনাকে মেটানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কেউ আমার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে পারেনি, পাছে আবার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়!

আবার সেই লেখকের কথা স্মরণ করছি-যাকে তার দেশে অভিশাপ দেয়া হয়, আর আমাদের দেশে দেখা হয় অবজ্ঞার চোখে। ভ্রমণরত অবস্থায় তার অনেকগুলো লেখা আমি পড়েছি, জেনে অবাক হয়েছি যে, তিনি বাচ্চাদের জন্যেও গল্প লিখেছেন। একটা গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি নাঃ

BanglaBook.org

'লাল গোলাপ এনে দিতে না পারলে মেয়েটা আমার সাথে নাচবে না বলেছে,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ছেলেটা, 'অথচ বাগানে কোনও লাল গোলাপ নেই!'

ওক গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নিজের বাসা থেকে কৌতূহলী চোখে তাকাল এক বুলবুলি। ছেলেটার দুঃখের কথা শুনে তাকে সাহায্য করবে বলে মনস্থির করল। 'আসলেই সত্যিকার এক প্রেমিকের দেখা পেয়েছি আজ আমি,' বলল বুলবুলি, ভাবল গান শুনিয়ে প্রেমিকের মন ভালো করে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে উপলব্ধি করল-একাকীত্বের অনুভূতির সাথে সাথে প্রেমিককে অবসাদে ডুবিয়ে দেবে ওর গান!

উড়ন্ত এক প্রজাপতি এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁদছে কেন ছেলেটা?'

জবাব দিল বুলবুলি, 'একটা লাল গোলাপের জন্য, সত্যিকারের প্রেমের জন্য।'

'লাল গোলাপের জন্য? কী হাস্যকর!' ব্যঙ্গভরে হেসে উঠল প্রজাপতি।

কিন্তু কেবল বুলবুলিই ছেলেটার ব্যথা বুঝতে পারলো। ওকগাছের ডালে চুপচাপ বসে ভালোবাসার রহস্য নিয়ে ভাবতে লাগল সে। হঠাৎ বাদামি ডানা দুটো মেলে উড়াল দিল বাতাসে, ছায়ার মত পেরোল পুরোটা বাগান। হএকটা গোলাপঝাড় দেখে সেদিকে উড়ে গেল বুলবুলি, বসল একটা ডালের ওপর।

'একটা লাল গোলাপ দিতে পারো যদি, তবে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গানটা শোনাবো আজ তোমাকে,' ডেকে বলল বুলবুলি।

কিন্তু মাথা নাড়ল গোলাপ গাছ। 'আমার গোলাপেরা সাদা গো বুলবুলি,' উত্তর দিল সে। 'তবে আমার ভাই, পুরনো গোলাপঝাড়ের কাছে যেতে পারো; তুমি যা চাইছো তা হয়তো পাবে।'

শোনামাত্র বুলবুলি উড়াল দিল পুরানো গোলাপগাছের দিকে।

'একটা লাল গোলাপ দিতে পারো যদি, তবে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গানটা শোনাবো আজ তোমাকে।' গোলাপ গাছকে ডেকে বলল বুলবুলি।

কিন্তু মাথা নাড়ল গোলাপ গাছ। 'আমি বড্ড পুড়িয়ে গিয়েছি,' উত্তর দিল সে। 'শীত এসে আমার শিরাগুলোকে জমিয়ে ফেলেছে, বরফে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমার অঙ্কুরগুলো, আর ঝড়ে ভেঙেছে ডাল। এ বছর আমি আর কোন গোলাপ ফোঁটাতে পারবো না।'

'একটামাত্র লাল গোলাপ চাই আমার,' মিনতি করল বুলবুলি, 'মাত্র একটা! পাওয়ার কি কোনও উপায় নেই?'

'একটা উপায় অবশ্য আছে,' গোলাপ গাছ বলল, 'কিন্তু সেটা এত ভয়াবহ যে, তোমাকে বলার মতো সাহস আমার নেই।'

BanglaBook.org

'বলো আমাকে,' বুলবুলি বললো, 'আমি ভয় পাই না।'

'লাল গোলাপ পেতে চাইলে তোমাকে চাঁদের আলোয় সুর দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে, আর নিজের হৃদয়ের রক্তে রাঙাতে হবে তাকে। আমার কাঁটায় বুক পেতে দিয়ে গান শোনাতে হবে। সারারাত তুমি আমাকে গান শোনাবে, আমার কাঁটা তোমার হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে আর তোমার রক্ত বইবে আমার শিরায় শিরায়, তোমার রক্ত আমার শরীরে মিশে জন্ম দেবে লাল গোলাপ।' গোলাপ গাছ উত্তর দিল।

তারপর, আকাশে যখন চাঁদ উঠলো, বুলবুলি তখন গোলাপ গাছটার কাছে উড়ে গিয়ে কাঁটার নীচে বুক পেতে দিল। সারা রাত জুড়ে কাঁটায় বুক রেখে গাইল ও, আর ঠাণ্ডা কাঁচের মতো চাঁদটা নুয়ে এসে শুনল সে গান। কাঁটাটা ওর বুকের গভীর থেকে গভীরে যাওয়ার সাথে প্রাণরস বেরিয়ে যেতে লাগল একটু একটু করে। নরনারীর হৃদয়ে জন্মানো ভালোবাসা নিয়ে গাইল ও সবার আগে। তাই শুনে গোলাপগাছের সবচেয়ে উঁচু শাখায় ফুটলো চমৎকার এক গোলাপ, একেকটা গানের সাথে সাথে একটা করে পাপড়ি মেলল। ধীরে ধীরে বুলবুলির রক্ত শুষে নিয়ে রক্তিম আভা ফুটে উঠল গোলাপের পাপড়িতে।

'আরও কাছে, ছোট্ট বুলবুলি,' মিনতি করল গাছ, 'তা না হলে গোলাপটাপরিপূর্ণ হবার আগেই রাত ফুরিয়ে যাবে।'

বুলবুলি তখন আরো জোরে বুক চেপে ধরল কাঁটার গায়ে, সে কাঁটা ওর হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করলো, হঠাৎ তীব্র একটা ব্যথার তীর ছুটে গেল ওর শরীর দিয়ে। ব্যথার তিক্ততা বাড়ার সাথে সাথে, ওর গানের সুরও তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।

আশ্চর্য সুন্দর গোলাপটা তখন রক্তিম বর্ণ ধারণ করল, ঠিক পুবাকাশের লালিমার মতো। কিন্তু বুলবুলির কণ্ঠ আবছা হয়ে এলো, ছোট্ট ডানা দুটো ঝাপটাতে লাগল প্রাণপণে। সমস্ত শক্তি দিয়ে উড়ে প্রেমিকের জানালার পাশে লাল গোলাপটা রেখে দিল সে। তারপর লম্বা ঘাসগুলোর মাঝে মরে পড়ে রইল।

শব্দ শুনে ঘরের জানালা খুলে বাইরে তাকাল ছেলেটা।

'ইশ্, কী সৌভাগ্য আমার!' খুশিতে চিৎকার করে উঠল সে; 'একটা লাল গোলাপ! এত সুন্দর গোলাপ আমি জীবনে দেখিনি।'

আকাশে তখন সূর্য উঠছে; ফুলটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রেয়সীর বাড়ির দিকে ছুটল সে।

'বলেছিলে একটা লাল গোলাপ এনে দিতে পারলে আমার সাথে নাচবে তুমি,' হাসিমুখে বলল ছেলেটা। 'এই নাও পৃথিবীর সবচেয়ে লাল গোলাপ।'

BanglaBook.org

ভ্রু কুঁচকে তাকাল মেয়েটা। 'আমার জামার সাথে এটা মানাবে বলে মনে হয় না,' উত্তর দিল সে; 'আর, তাছাড়া, আজ রাতে আমার নাচের সঙ্গী আগেই ঠিক করে রেখেছি।'

রাগে, হতাশায় সজোরে গোলাপটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল প্রেমিক, নর্দমায় গিয়ে পড়ল সেই ফুলটা, আর একটা গাড়ির চাকা এসে মাড়িয়ে গেল। নিজের ঘরে ফিরে গেল ছেলেটা, ধুলোজমা বিশাল এক বই বের করে পড়তে শুরু করলো। না, এই বইগুলো কখনোই সাধ্যের বাইরে কিছু এনে দিতে বলেনি ওকে।

আমার জীবনের গল্পটা ঠিক এমনই; আমি-ই সেই বুলবুলি, যে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে অকাতরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

-নিবেদনে

মাতা হারি

(আগে যাকে বাবা-মা'র দেয়া মার্গারিটা জেল্যে নামে চিনত সবাই, তারপর বৈবাহিক সূত্রে নাম হয় মাদাম ম্যাক্লেওড, অবশেষে জার্মানদের কাছ থেকে পাওয়া বিশ হাজার ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে সব জায়গায় স্বাক্ষর করতে হয় H21 ছদ্মনামে।)

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্যারিস, ১৪ অক্টোবর, ১৯১৭

প্রিয় মাতা হারি,
দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, রাষ্ট্রপতি তোমার প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। আগামীকাল ভোরে তোমার সাথে আমার দেখা হবে, আর হ্যাঁ, এটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

আমার হাতে মাত্র এগারো ঘণ্টা সময় আছে। আজ রাতটা নির্ঘুম কাটবে, তোমার কাছে চিঠি লিখেই পার হয়ে যাবে পুরো সময়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, যাকে লিখছি, চিঠিটা কখনও পড়া হবে না তার। ভাবছি এই চিঠিটাকে সাক্ষ্য-প্রমাণের শেষ দলিল হিসেবে উপস্থাপন করব, যদিও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শুধু একটাই আশা করছি, আমার জীবদ্দশাতে তোমার সম্মান পুনরুদ্ধার হবে।

এই মামলায় আমার অযোগ্যতার কথা তুলে ধরছি না। তবে বিভিন্ন চিঠিতে তুমি যে জঘন্য উকিলের কথা উল্লেখ করেছ, আমি সেরকম লোক নই। এই অভিযোগ থেকে মুক্তি চাই আমি, যে পাপ আমাকে কোনওদিন স্পর্শ করেনি তার থেকে নিষ্কৃতি চাই, রক্ষা চাই গত কয়েক মাস ধরে চলা অগ্নিপরীক্ষা থেকে। এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি একা অবতীর্ণ হইনি; প্রতিটি ক্ষণে আমি চেষ্টা করেছি আমার ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাতে, যে ভালোবাসার কথা কোনওদিন মুখ ফুটে বলা হয়নি।

পুরো জাতিই আজ এই অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ। এদেশে এমন কোনও পরিবার নেই, যে যুদ্ধক্ষেত্রে তার সন্তান হারায়নি। আর সেকারণেই অবিচার, নিষ্ঠুরতা সহ সবরকম অরাজকতায় ভরে গিয়েছে চারপাশ। কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি, একদিন আমাদের দেশের এমন পরিণতি হবে। এদিকে বসে চিঠি লিখছি আমি, আর ঠিক দুইশ কিলোমিটার দূরে প্রাণঘাতী যুদ্ধ চলছে। এমন এক যুদ্ধ, যার কোনও শেষ নেই। লাখ দুয়েক অকুতোভয় যোদ্ধাকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত দশ লাখেরও বেশী জার্মান যোদ্ধার বিপক্ষে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা ভেবেছি, যেভাবেই হোক রাজধানীকে রক্ষা করব। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে অসীম সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও আমাদের সেনবাহিনীর ক্ষমতা সেই ১৯১৪ সালের মতোই আছে, অথচ জার্মান বাহিনীর শৌর্য বীর্য বেড়েছে বহুগুণে।

প্রিয় মাতা হারি, তোমার সবচেয়ে বড় বোকামি ছিল সঠিক কাজের জন্য ভুল মানুষকে বেছে নেয়া। তুমি প্যারিস ফিরে আসতেই কাউন্টার-এস্পিওনাজ বাহিনীর প্রধান, জর্জেস ল্যাডো তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। তুমি হয়তো জানো না, সেসময় সরকার থেকে নজর রাখা হচ্ছিল তার ওপর। ড্রেফাসের কেসটার সাথেও এই

BanglaBook.org

লোকটা জড়িত; আজও সেই ঘটনা আমাদের লজ্জা পেতে বাধ্য করে। নিরপরাধ এক ব্যক্তির মানহানি করে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল সে। ল্যাডোর মুখোশ খুলে যাবার পর নিজের ঘৃণ্য কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছিল এভাবে-শত্রুর পরবর্তী পদক্ষেপ বোঝার চেষ্টায় সে মেতে থাকে না, বরং মিত্রপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া থেকে বিরত রাখে তাকে। লোকটা পদোন্নতি চেয়েছিল, অগ্রাহ্য হয়েছিল সে আবেদন। পরবর্তীতে সরকারের উঁচু মহলে হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠে। অফিসারদের ঈর্ষাকাতর স্ত্রীরা যার ওপর সবসময় ক্ষিপ্ত থাকত, সমাজের অভিজাত শ্রেণী যাকে ঘৃণা করত-তেমন এক বিখ্যাত নর্তকীর চেয়ে ভালো শিকার আর কী হতে পারে? তোমাকে বলির পাঠা বানিয়ে এ সুযোগটাই নিয়েছিল সে।

সাধারণ জনগণকে শুধু ভার্দান, মার্নে আর সোম্মের মৃত স্বজনদের নিয়ে মাতম করতে দিলেই চলে না, ফাঁকে ফোকরে তাদেরকে বিজয়ের গল্পেও বুদ করে রাখতে হয় তাদের। তোমাকে দেখার পর থেকেই ল্যাডো ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেছিল।

তোমার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে লেখা তার নোটঃ

'মঞ্চে যেভাবে নায়িকারা প্রবেশ করে, মেয়েটা আমার অফিসে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করল, আমাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল নানাভাবে। বসতে না বললেও, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল আমার সামনে। জার্মান রাষ্ট্রদূতের দেয়া প্রস্তাবটা আমাকে জানাবার পর দাবী করল, ফ্রান্সের জন্য কাজ করতে সে সদা প্রস্তুত। এরপর আমার এজেন্টদের নিয়ে তামাশায় মেতে উঠল, 'আপনার লোকদের জন্য আমি শান্তিতে থাকতে পারছি না। হোটেল থেকে বের হলেই তারা আমার ঘরটাকে তছনছ করে ফেলে। কোনও ক্যাফেতে বসলেও দেখি আমার পাশের টেবিলটা দখল করে রেখেছে ওরা। এসব কারণে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে, তারা এখন আর আমার সাথে দেখা করতে চায় না।'

কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারবে, তা জানতে চাইলাম আমি। সে বিরক্তিভরে জবাব দিল, 'উত্তরটা আপনি ভালো করেই জানেন। জার্মান গুপ্তচরদের কাছে আমি ঐ২১ নামে পরিচিত। ফ্রান্সের গুপ্তচরদের হয়তো ফরাসিরা আমাকে ভালো নামে ডাকে।'

আমি সুকৌশলে এমনভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, যার মাঝে দ্বৈত অর্থ লুকায়িত আছেঃ 'আমরা জানি, তুমি সব কাজই চড়া মূল্যের বিনিময়ে কর। এ কাজের জন্য কত টাকা দিতে হবে তোমাকে?'

'পুরোটা অথবা কিছুই না।' হেঁয়ালিপূর্ণ উত্তর দিয়ে আমাকে বিস্মিত করল সে।

সে চলে যেতেই আমি আমার সচিবকে বললাম মাতা হারির তথ্য সম্বলিত সব কাগজপত্র নিয়ে আসতে। অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়লাম সবকিছু, সন্দেহ করার মতো কিছু চোখে পড়ল না। মেয়েটাকে আমার চরদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে হলো, নিজের দুরভিসন্ধি ভালোভাবেই লুকিয়ে রেখেছিল সে।'

অন্যভাবে বলতে গেলে, তুমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাকে অভিযুক্ত করার মতো কিছুই খুঁজে পায়নি তারা। এজেন্টরা প্রতিদিন একের পর এক রিপোর্ট

BanglaBook.org

তৈরি করে গিয়েছে। মাস্টার্ড গ্যাসের প্রভাবে অন্ধ হওয়া তোমার রাশিয়ান প্রেমিকের সাথে দেখা করতে যখন ভিত্তেলে গিয়েছিলে, তখনকার একটা রিপোর্টঃ

হোটেলের অধিবাসীরা সবসময় তাকে যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া এক যুবকের সাথে দেখত, সেই যুবক তার চেয়ে নিদেনপক্ষে বিশ বছরের ছোট হবে। মাতা হারির হাঁটাচলার ধরন আর অতি উদ্দীপনামূলক আচরণ দেখে আমরা নিশ্চিত যে সে মাদক গ্রহণ করে-মরফিন নয়তো কোকেইন।

এক অতিথির কাছে নিজেকে ডাচ রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল সে। আরেকজনকে বলেছিল ন্যুলিতে তার প্রাসাদতুল্য বাড়ি আছে। একদিন আমরা রাতের খাবার শেষ করে কাজে ফিরছিলাম, এমন সময় দেখি সে একদল যুবক-যুবতীর সামনে গান গাইছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ওদের মনকে কলুষিত করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। ছেলেমেয়েগুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, মাতা হারি প্যারিসের মঞ্চের সবচেয়ে বড় তারকা।

প্রেমিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবার দুই সপ্তাহ পরও সে ভিত্তেলে থেকে যায়। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াত, খাবার খেত একা একা। প্রতিপক্ষের কোনও চরকে আমরা কখনও শনাক্ত করতে পারিনি। কিন্তু দিনের পর দিন স্পা হোটেলে পড়ে থাকাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সন্দেহজনক আচরণ! মেয়েটাকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির মাঝে রেখেছিলাম আমরা, এরই মাঝে হয়তো কোনও ফাঁকফোকর খুঁজে বের করেছিল সে।

হ্যাঁ, মাতা হারি, জার্মানরাও নজরদারিতে রেখেছিল তোমাকে। ক্যাপ্টেন ল্যাডোর সাথে সাক্ষাতের পর থেকেই, তারা বুঝে যায় তুমি দ্বিপাক্ষিক গুপ্তচর হয়ে যাবে। তুমি যখন নিশ্চিন্ত মনে ভিত্তেলে অবস্থান করছিলে, ঠিক সেসময় বার্লিনে রাষ্ট্রদূত ক্র্যামারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। তাদের প্রশ্ন ছিল, কেন কোনও পেশাদার, বিচক্ষণ লোককে নিয়োগ না দিয়ে তোমার মতো বিখ্যাত একজনের পেছনে বিশ হাজার ফ্রাঁ খরচ করা হলো। তারা জানতে চেয়েছিল, তিনি নিজেও ফ্রান্সের চক্রান্তে জড়িত কিনা? এতদিনেও H21 কোনও রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ কেন? যখনই কোনও এজেন্ট মাতা হারির কাছে কোনও তথ্য নেয়ার জন্য যোগাযোগ করেছে, ততবারই মোহকতাময় হাসি দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে।

কাউন্টার-এস্পিওনাজ বাহিনীর প্রধান, ল্যাডোকে তুমি একটা চিঠি লিখেছিলে। কোনও এক উপায়ে, মাদ্রিদ এলাকায় সে চিঠিটা তারা আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের নজর ফাঁকি দিয়ে এক জার্মান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তোমার সাথে দেখা করেছিল; এই ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা ছিল সেই চিঠিতে।

'সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কাছে কোনও তথ্য আছে কিনা? অদৃশ্য কালিতে কোনও বার্তা পাঠিয়েছি কিনা, এমনও হতে পারে যে সেগুলো হয়তো পথে

BanglaBook.org

হারিয়ে গিয়েছে। আমি না বলার পর, আমার আমার কাছে একটা নাম জানতে চাওয়া হয়। তাকে বলেছিলাম, অ্যালফ্রেড কিপার্টের সাথে আমি রাত্রিযাপন করেছি।

এ কথা শুনে রেগেমেগে আমার সাথে চিৎকার করতে শুরু করে লোকটা। আমি কার সাথে শুয়েছি তা সে জানতে চায়নি, সেক্ষেত্রে নাকি তাকে পাতার পর পাতা জুড়ে ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, ডাচ আর রাশিয়ান ব্যক্তিদের নাম লিখতে হতো। আমি তার এই আক্রমনাত্মক কথাগুলোকে গায়ে লাগাইনি। এক পর্যায়ে সে শান্ত হয়ে আমাকে সিগারেট সেঁধেছিল। তখন আমি 'অবলা নারী' সেজে মোহনীয় ভঙ্গিমায় পা দোলাচ্ছিলাম। সে একটু ধাতস্থ হয়ে বলেছিল, 'আমি এমন ব্যবহারের জন্য লজ্জিত। বিশ্বাস করো, আমি ক্লান্ত। মরক্কোর বন্দরে জার্মান আর তুর্কিরা গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে-এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দিকেই আমার সমস্ত মনোযোগ।'

ক্র্যামারের কাছে পাওনা থাকা পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দাবী করেছিলাম তার কাছে; সে বলেছিল, এই কাজটা তার এখতিয়ারের বাইরে। সে বড়জোর হেগ শহরে নিযুক্ত জার্মান দূতকে বলে দিতে পারবে। 'ঋণ পরিশোধ করতে আমরা কখনও ভুলি না,' সে বলেছিল।

জার্মানদের সন্দেহ অবশেষে সত্য প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রদূত ক্রামারের ভাগ্যে কী হয়েছিল তা আমরা জানি না, তবে মাতা হারি নিঃসন্দেহে দ্বিপাক্ষিক গুপ্তচর। আইফেল টাওয়ারের ওপর থেকে আমরা বেতার তরঙ্গযোগে সার্বিক নজরদারির ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু শত্রুরা নিজেদের ভেতর সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করায় আমরা সেগুলো কিছুই বুঝতে পারিনি। ল্যাডো বোধহয় রিপোর্টগুলো পড়ে কিছুই বিশ্বাস করেনি। মরক্কোর বন্দরে আগত গোলাবারুদের ওপর নজরদারি করতে সে আদৌ কাউকে পাঠিয়েছিল কিনা তাও জানি না। তবে হঠাৎ মাদ্রিদ থেকে বার্লিনে সাঙ্কেতিক ভাষায় একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়, যার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয় ফরাসিরা। আর সেটাই, পরবর্তীতে মামলার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

মরক্কোর বন্দরে সাবমেরিনের আগমন সম্পর্কে এজেন্ট H২১ অবগত ছিল, মার্ন অঞ্চলে গোলাবারুদ সরবরাহেও তার সহযোগিতা করার কথা। সে প্যারিস যাচ্ছে, আগামীকালের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

এই টেলিগ্রামে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ল্যাডো যথেষ্ট তথ্য পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা সাধারণ টেলিগ্রামের জন্য সামরিক আদালত তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে, সেটা বিশ্বাস করার মতো বোকা আমি নই। বিশেষ করে ড্রেফাসের প্রতি অবিচারের ঘটনাটা তখনও সবার মাথায় আছে; শুধুমাত্র একটা স্বাক্ষর তারিখবিহীন লেখার জন্য একজন নিরাপরাধ মানুষ সাজা পাবে-তা তো হতে পারে না! তাই আরও কিছু ফাঁদ পাতা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

BanglaBook.org

আমার আবেদন ব্যর্থ হলো কেন? বিচারক, সাক্ষী, বাদী সবার বিরুপ মতামত বাদেও আরেকটা ব্যাপার আছে-তোমার তরফ থেকে কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তোমাকে দোষ দেব না, প্যারিস আসার পর থেকেই তোমার অবাধে মিথ্যা বলার প্রবণতা সবার মনে অনাস্থা তৈরি করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া প্রতিটি সাক্ষ্যেই তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলে। তোমার দেয়া তথ্যের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ অকাট্য প্রমাণ হাজির করেছিল। ডাচ সাম্রাজ্যের ইস্ট ইন্ডিজে জন্মগ্রহণ করনি তুমি, ইন্দোনেশিয়ান পুরোহিতদের কাছ থেকেও প্রশিক্ষণ-ও নাওনি কখনও। তুমি অবিবাহিত নও, আবার পাসপোর্টেও তোমার বয়স কম দেখিয়েছ। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এসব মামুলি বিষয় খুব একটা গ্রাহ্য করা হত না। কিন্তু বাতাসের সাথে যখন শুধু বোমার আওয়াজ ভেসে আসে, তখন সবকিছুই অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বহুবার আমি তর্কের ছলে বলেছি, 'প্যারিস পৌঁছেই ল্যাডোর খোঁজ করেছে মাতা হারি'-সবাই কথাটা মানতে নারাজ। তারা দাবী করে, তোমার একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল লোকটাকে তোমার মোহে আচ্ছন্ন করে রেখে আরও বেশী অর্থ উপার্জন করা। বেঁটে আর পেটমোটা ক্যাপ্টেন ল্যাডো ভেবেছে এটা তোমার প্রাপ্য...তুমি তাকে জার্মানদের হাতের পুতুল বানাতে চেয়েছিলে। তার দাবিকে আরও জোরাল করতে, তোমার পৌঁছানোর আগে সংঘটিত জ্যাপেলিন* আক্রমণের ঘটনার দিকে জোর দেয় সে। ওই আক্রমণ হয়তো শত্রুপক্ষের এক নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু ল্যাডোর দাবীকে জোরালো করতে সাহায্য করেছিল সেটা।

তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সমীহের বদলে সবাই তোমাকে শুধু হিংসাই করেছে। হায়রে মিথ্যুকের দল, ওদের কাছে জনপ্রিয়তা আর স্বীকৃতি পাওয়াটাই সব। সত্যের মুখোমুখি হলেও কোনও না কোনওভাবে ওরা পালিয়ে যেতে পারে। আমি জানি, নিজেকে নিয়ে তুমি একের পর এক চটকদার গল্প তৈরি করতে চেয়েছ; এর পেছনে উদ্দেশ্য হতে পারে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা অথবা সত্যিকার ভালোবাসা পাবার চাহিদা। আমি বুঝি, এত পুরুষকে মোহাবিষ্ট করে রাখার জন্য সেসব গল্প দরকার ছিল। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, তোমার এহেন করুণ পরিণতির জন্য কিন্তু ওসব গল্পই দায়ী।

কাইজারের ছেলের সাথে রাত কাটিয়েছ, এ কথাটা নাকি তুমি সদম্ভে বলে বেড়াতে। জার্মানিতে আমার লোক আছে; সবার কাছে আমি একই তথ্য পেয়েছি-

BanglaBook.org

তুমি কখনও প্রাসাদের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারনি। তুমি দাবী করতে, জার্মান দুতাবাসের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে তুমি চেন; চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে কথাগুলো বলেছ তুমি। ওহ! মাতা হারি, কোন গুপ্তচর সুস্থ মস্তিষ্কে শত্রুর সাথে এমন বর্বরতা দেখায়? সবসময় মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চেয়েছ তুমি। তোমার জনপ্রিয়তা পড়তির দিকে যাবার সাথে সাথে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখে, তোমার এককালের অনুরাগীরাই বরং মিথ্যাচার করেছে। অথচ আমি এমন একজনের হয়ে লড়ছিলাম, যাকে মানুষ সন্দেহ করে, অসম্মান করে। শুরু থেকেই, বাদীপক্ষের আনা অভিযোগগুলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। সত্যের সাথে মিথ্যা মেশানো তথ্যগুলো হাতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। ততক্ষণে তুমি বুঝে গিয়েছ, সামনে গভীর বিপদ। অবশেষে তোমার কৌঁসুলি হিসেবে ঠিক করলে আমাকে।

তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো ছিল:

১. জেল্যে ম্যাক্লেওড, জার্মান গোয়েন্দাবাহিনীর সহযোগী, যেখানে সে H21 নামে পরিচিত। (সত্য।)

২. আক্রমণ শুরু হবার পর সে উর্ধ্বতনদের পরামর্শে দুইবার ফ্রান্সে আসে, উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। (এটা কিভাবে সম্ভব? তোমাকে তো ল্যাডো'র লোকেরা চব্বিশ ঘণ্টাই অনুসরণ করত)

৩. দ্বিতীয় দফার আগমনে, মাতা হারি ফরাসি গোয়েন্দাবাহিনীর পক্ষে কাজ করার আগ্রহ জানায়। যদিও, পরবর্তীতে, দেখা গিয়েছে, সে সবকিছুই জার্মান গুপ্তচরদের কাছে জানাত। (এখানে দু'টো ভুল আছেঃ এক, সাক্ষাত করার জন্য তুমি হেগ থেকে ফোন করেছিলে; ল্যাডো'র সাথে সেই পরিকল্পিত সাক্ষাৎ হয়েছিল তোমার প্রথম সফরে। দুই, জার্মান গুপ্তচরদের কাছে পাচার করা তথ্যের কোন প্রমাণ হাজির করা হয়নি।)

৪. মাতা হারি জামাকাপড় আনার কথা বলে জার্মানিতে ফেরত যায়, অথচ ফিরে আসে সম্পূর্ণ খালি হাতে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করেলে, সে তাদের ক্যাপ্টেন ল্যাডো'র সাথে যোগাযোগ করতে বলে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ল্যাডো তার পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কালক্ষেপণ না করে স্পেনে পাঠিয়ে দেয়া হয় মাতা হারিকে, সেখানে আমাদের লোক তাকে জার্মান দূতাবাসে যেতে দেখে। (সত্য।)

৫. গোপন তথ্য থাকার অজুহাতে, মাদ্রিদে তাকে ফ্রান্সের দূতাবাসে দেখা যায়। মাতা হারি দাবী করে, তার কাছে শত্রুপক্ষের গোলাবারুদ পরিবহণের তথ্য আছে, তুর্কি আর জার্মানদের সেসব গোলাবারুদ তখন মরক্কো যাচ্ছিল। মাতা হারি'র

BanglaBook.org

দ্বিপাক্ষিক গুপ্তচরবৃত্তির পরিচয় ততদিনে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আমরা কোনও জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইনি, কারণ সবদিক থেকে একে ফাঁদ বলে মনে হচ্ছিল... (?)

টেলিগ্রাম, পাঠোদ্ধারকৃত গুপ্ত তথ্য আর টুকরো খবর দিয়ে একতরফাভাবে কাউকে বিচার করা যায় না। তবে এসবের ভিত্তিতেই, জেরার মুখে পড়ে ক্র্যামার তোমার সম্পর্কে বলেছিলেন-'গুপ্তচর হিসেবে আমাদের বেছে নেয়া সবচেয়ে ভুল মানুষ।' আর ল্যাডো তো সরাসরি দাবী-ই করে বসেছে যে, H21 নামটা তোমার মনগড়া। প্রকৃত সাংকেতিক নামটা নাকি H44; হল্যান্ডের অ্যান্টওয়্যাপে প্রশিক্ষণ পাওয়া গুপ্তচর তুমি, বিখ্যাত স্পাই স্কুল অফ ফ্রাউলেইন ডক্টর শ্রাগমুলারে পুরোদস্তুর তালিম নিয়েছ।

যেকোনও যুদ্ধে, প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের সম্ভ্রম। আগেও বলেছিলাম, তোমাকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে ফরাসি সেনাবাহিনী নিজদের ক্ষমতা প্রদর্শন করবে, একই সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হাজারো তরুণের মৃত্যুর ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফেরাবে সাধারণ মানুষের। স্বাভাবিক সময়ে কেউই এমন বিভ্রান্তিকর ধারণাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করত না। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে, যেকোনও বিচারকই তোমাকে গ্রেফতার করার আদেশ দিত।

সিস্টার পলিন আমাদের মাঝে সেতু-বন্ধনের কাজ করেছেন, কারাগারের ভেতরকার সমস্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সবসময়। তিনি তোমার স্ক্র্যাপবুক দেখতে চেয়েছিলেন, এ কথাটা সলজ্জ ভঙ্গিতে জানিয়েছিলেন আমাকে। সেখানে তোমাকে নিয়ে প্রকাশিত সব সংবাদ আর ছবি ছিল।

এতকিছু বিচার করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমি নিজেও সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তোমাকে নিয়ে একটা অ্যালবাম বানিয়ে রাখব। আমার কোনও মক্কেলের জন্য আমি এধরনের কিছু করিনি। পুরো ফ্রান্স তোমার মামলা নিয়ে আগ্রহী থাকায়, আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো এক দুঃসাহসিক গুপ্তচরের খবর প্রায় প্রতিদিনই ছাপা হতো বিভিন্ন সংবাদপত্রে। তবে ড্রেফাসের মতো তোমার প্রাণরক্ষার জন্য কোনও আবেদন-পত্র জমা হয়নি, দানা বেঁধে ওঠেনি কোনও বিক্ষোভ।

অ্যালবামটা আমার পাশেই খোলা। একটা খবরের কাগজে বিচারকার্যের পরেরদিনের ঘটনাগুলো বিস্তারিত লেখা আছে। সে লেখায় আমি শুধু একটা ভুলই খুঁজে পেয়েছি-তোমার জাতীয়তা সম্পর্কিত তথ্য।

BanglaBook.org

যুদ্ধ পরিষদ সেই মুহূর্তে তার মামলা নিয়েই ব্যস্ত ছিল-এই ব্যাপারটাকে একদম আমলে নেয়নি মাতা হারি। আবার এমনও হতে পারে যে সে নিশ্চিন্তে থাকার ভান করত। কারণ, সে নিজেকে ভালো মন্দের উর্ধ্বে থাকা এক নারী হিসেবে ধরে নিয়েছিল। তার ধারণা ছিল, ফরাসি গোয়েন্দাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার জানা আছে। রাশিয়ান চর মাতা হারি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছিল-প্রেমিকের সাথে দেখা করতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। তার সেই প্রেমিক চোখে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছিল, তবুও তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। নিজের ঠিকানা হিসেবে ভার্ডান শহরের কথা উল্লেখ করেছিল সে। তাকে বলা হয়েছিল, প্রশ্নবিদ্ধ কাগজগুলো এখনও এসে পৌঁছায়নি, মন্ত্রী মহোদয় নিজেই সবকিছু দেখভাল করছিলেন।

কিছুক্ষণের ভেতরই গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়ে যায়। বিচারকার্য শেষ হবার পর মামলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও তিনদিন আগে গ্রেফতারি পরওয়ানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিসের মিলিটারি গভর্নরের কাছে। কিন্তু সেই পরওয়ানার প্রয়োগ ঘটাতে আগে অভিযোগকে বিধিবদ্ধ করে নেয়াটা জরুরী ছিল।

থার্ড ওয়ার কাউন্সিলের অভিশংসকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি বাহিনী হোটেল এলিজ্যি প্যালেসে হানা দেয়, সেখানেই সিল্ক রোব পরা অবস্থায় সন্দেহভাজনকে খুঁজে পায় তারা। মাতা হারি তখন মাত্র নাস্তা করতে বসেছে। এত দেরীতে নাস্তা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়, সকাল সকাল তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়েছিল।

অভিযুক্তকে উপযুক্ত পোশাক পরে তৈরি হতে বলা হয়। সেই ফাঁকে পুরো কামরায় তল্লাশি চালায় তারা-দামী পোশাক আর মেয়েদের সাজসজ্জার সরঞ্জাম ছাড়া আর তেমন কিছু পাওয়া যায়নি সেখানে। এছাড়া ভিত্তেলে যাবার অনুমতিপত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

মাতা হারি জোর গলায় দাবী করেছিল, ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই না। হোটেলের কামরা থেকে যে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার একটা পূর্ণ তালিকা করে রাখতে বলে সে। সন্ধ্যার ভেতর সবকিছু ফেরত না এলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয়।

থার্ড ওয়ার কাউন্সিলের অভিশংসক, ক্যাপ্টেন পিয়েরে বুচার্ডনের সাথে মাতা হারির কী কথা হয়েছিল, সে তথ্য শুধু আমাদের সংবাদপত্রেই জানা যাবে। নিজস্ব

BanglaBook.org

প্রতিবেদকের তথ্য অনুযায়ী, ক্যাপ্টেন বুচার্ডন তার হাতে সমস্ত অভিযোগপত্র তুলে দিয়ে পড়ে শোনাতে বলেন। মাতা হারি পুরোটা পড়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, নিজের পক্ষে সে কোনও উকিল চায় কিনা। দৃঢ়চিত্তে প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করে সে, উত্তর দেয়, 'আমি নির্দোষ! কেউ আমার সাথে ঠাট্টা করছে! আমি ফরাসি গোয়েন্দাবাহিনীর হয়ে কাজ করছি, তারা আমার থেকে কোনও তথ্য চাইলে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারি।'

ক্যাপ্টেন বুচার্ডন তাকে একটা দলিলে স্বাক্ষর করতে বললে বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানে স্বাক্ষর করে সে। তাকে আশ্বস্ত করা হয়, সেদিন বিকালেই আবার হোটেলে ফিরে আসতে পারবে। তারপর সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কীভাবে এসব অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্নবিদ্ধ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা মাত্র অভিযুক্ত গুপ্তচরকে সেইন্ট ল্যাজারে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ছিটগ্রস্তের মতো সে বারবার একই কথা বলতে থাকে, 'আমি নির্দোষ! আমি নির্দোষ!' ঠিক তখনই আমরা ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎকার নেয়ার ব্যবস্থা করি।

'লোকে যেমন বলে, তেমন সুন্দরী সে নয়,' তিনি বলেন। তিলে তিলে নিঃশেষিত সংকোচবোধ আর অনুকম্পার অভাবে আজ সে এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা যাকে গ্রেফতার করছি, সে কোনও সাধারণ নারী নয়, ভয়াবহ এক গুপ্তচর।'

সেখান থেকে পুরো দল নিয়ে আমরা সেইন্ট ল্যাজারে কারাগারে রওয়ানা হই। ইতোমধ্যে অন্যান্য সাংবাদিকেরা কারাগারের প্রধান পরিচালকের সাথে কথা বলতে ভিড় জমিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন বুচার্ডনের সাথে আমাদের মতো তিনিও একমত, বয়সের সাথে সাথে মাতা হারির সৌন্দর্য মলিন হয়ে গিয়েছে।

'মাতা হারিকে এখন একমাত্র ছবিতেই সুন্দর দেখা যায়।' তিনি বলেন।

'এই মহিলা সারাজীবন যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছে, তার ফলেই আজ এ অবস্থা। চোখের নীচে কালি পড়ে গিয়েছে, ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে চুলের গোঁড়া। অদ্ভুত ব্যবহার করে যাচ্ছে সে, বারবার চিৎকার করছে, 'আমি নির্দোষ!' অবাক হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমার যে কয়জন বন্ধুর সাথে মাতা হারির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, তাদের রুচির ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়।'

ডা. জুলস সকেট আমাদের নিশ্চিত করেন, মাতা হারি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ- জ্বর নেই, জিহবা দেখে পাকস্থলীর কোনও অসুখের প্রমাণ পাওয়া যায়নি, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করেও স্বাভাবিক ফলাফল মিলেছে। সেইন্ট ল্যাজারের একটা কারাপ্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। একজন সিস্টারকে বলা হয়, তার কাছে কিছু স্যানিটারি ন্যাপকিন পাঠিয়ে দিতে। সেসময় মাসিক চলছিল মাতা হারির।

BanglaBook.org

সেইন্ট ল্যাজারেই আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে তুমি। তবে তার আগে 'টরকোয়েম্যাদা দে প্যারিস' নামে খ্যাত লোকটার দ্বারা বহুবার জেরার সম্মুখীন হয়েছিলে। আমার সাথে যোগাযোগ করতে বেশ দেরী করে ফেলেছ তুমি, মাতা হারি। এমন এক লোকের নজরে পড়েছ, যার স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করেছে। এধরনের মানুষেরা রক্তাক্ত পশুর মতো হিংস্র হয়ে ওঠে, বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে থাকে চিরকাল।

তোমার সাক্ষ্য পড়ে যেটা বুঝেছি, নির্দোষ প্রমাণের চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখাতেই বেশি আগ্রহী তুমি। ক্ষমতাশালী বন্ধু, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকজন আর নামীদামী থিয়েটারের কথা উল্লেখ করে কী লাভ হয়েছে বল? তোমার উচিত ছিল উল্টো কাজটা করা-ক্যাপ্টেন ল্যাডো কীভাবে তোমাকে বলির পাঠা বানিয়েছে, সহকর্মীদের সরিয়ে দিয়ে কাউন্টার-এস্পিওনাজ সার্ভিসের কর্তৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে কীভাবে ব্যবহার করেছে এক অবলা নারীকে-সে তথ্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত ছিল তোমার।

সিস্টার পলিনের কাছে শুনেছি, কারাগারে আসার পর দিনরাত কাঁদতে তুমি। ইঁদুরের ভয়ে জড়সড় হয়ে কাটাতে একের পর এক নির্ঘুম রাত। মানুষকে শাস্তি দিতে নয়, ওই জেলখানা ব্যবহার করা হয় উচ্চাভিলাষীদের মানসিক শক্তিকে গুড়িয়ে দিতে! আমি শুনেছি, নির্জন এক কারাগারে একাকী রাখা হয়েছিল তোমাকে, কারও সাথে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই। শেষপর্যন্ত নিজেকে অসুস্থ দাবী করে কারা হাসপাতালে ভর্তি হতে চেয়েছিলে, তা-ও যদি কারও সাথে একটু কথা বলা যায়!

এদিকে অভিযোগকারীরা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তোমার মালামালের ভেতর সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি তারা। গাদাখানেক বিজনেস কার্ড পাওয়া গিয়েছিল তোমার পার্সের ভেতর। বুচার্ডেন আদেশ দিয়েছিল, একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন বুচার্ডেন। যেই ফুলবাবুরা এককালে তোমার মন পাবার জন্য পাগলের মতো ঘুরত, তারাই পরে একবাক্যে সে কথা অস্বীকার করে।

প্রধান বাদী ডা. মর্নেট তোমার সম্পর্কে বলেছেনঃ

'এখনকার দিনে জেল্যের মতো ভয়াবহ মহিলার জুড়ি মেলা ভার। একাধিক ভাষায় নিজেকে স্বতস্ফূর্তভাবে মেলে ধরতে পারে সে, বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ! চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, সমাজের বিভিন্ন স্তরে মিশে যাওয়া, আভিজাত্যের স্বরূপ, বুদ্ধিমত্তা, নীতির বিরুদ্ধাচার-সবকিছু একসাথে মিলিয়ে দেখলে সন্দেহের তীরটা স্বাভাবিক ভাবেই তার দিকে পড়ে

BanglaBook.org

আমি খুব ক্লান্ত, কিছুটা দ্বিধার মধ্যে আছি বলা যায়। তোমার কাছেই লিখছি এই চিঠিটা, হয়তো তোমার কাছে পাঠিয়েও দিতে পারি। দুজনে মিলে পেছনের স্মৃতি হাতড়ে বেড়াব, প্রলেপ দেব ক্ষতস্থানে। কে জানে, হয়তো স্মৃতির পাতা থেকে মুছেও দিতে পারি সবকিছু।

তবে এই চিঠিটা নিজের জন্যই লিখছি আমি, লিখছি নিজেকে স্বান্তনা দিতে। সাধ্যের সবটুকুই আমি করেছি; প্রথমত চেষ্টা করেছি তোমাকে সেইন্ট ল্যাজারে থেকে বের করে আনতে। তারপর তোমার জীবনের জন্য লড়াই করার চেষ্টা করেছি। সবশেষে একটা বই লেখার সুযোগ পেলাম। তোমার প্রতি অবিচারের কথা, একমাত্র নারী হয়ে জন্মানোর কারণে তোমার অপদস্থ হওয়ার কথা-সবই আছে সেই বইতে। তোমার মূল অপরাধ ছিল জনসমক্ষে নগ্ন হওয়া। এমন সব পুরুষের সাথে তুমি মিশেছ, যাদের মানহানি সমাজ সহ্য করতে পারত না। এসব তথ্য গোপন করা শুধু একভাবেই সম্ভব ছিল, চিরদিনের জন্য তোমাকে ফ্রান্স অথবা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া।

যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে একসময় বিচারকার্য বন্ধ হবার দশা হয়েছিল। ল্যাডো তখন প্যারিসের মিলিটারি গভর্নরকে জানায় যে তার কাছে একুশটা জার্মান টেলিগ্রাম আছে-যার মাধ্যমে তোমাকে দোষী হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। ওই টেলিগ্রাম গুলোতে কী লেখা ছিল জান? সত্যিকারের ঘটনাঃ প্যারিসে এসেই তুমি ল্যাডো'র খোঁজ করেছিলে, কাজের জন্য তোমাকে চড়ামূল্য দেয়া হয়েছিল। সমাজের উচু স্তরে অধিষ্ঠিত তোমার প্রেমিকদের কথাও লেখা ছিল সেখানে। তবে সৈন্যের অবস্থান পরিবর্তন বা যুদ্ধ বিষয়ে তথ্য পাচারের মতো কোনও গোপন তথ্য সেখানে ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশত 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' এর কারণে, ক্যাপ্টেন বুচার্ডনের সাথে তোমার আলাপের অংশটুকু পাইনি। অনেক ক্ষেত্রেই 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' এর দোহাই দিয়ে বিবাদী পক্ষের আইনসিদ্ধ অধিকার হরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমার ক্ষমতাবান বন্ধুদের কল্যাণে জানতে পেরেছি যে তুমি ক্যাপ্টেন ল্যাডোকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলে। ফ্রান্সের পক্ষে দ্বিপাক্ষিক গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার জন্য যখন তোমাকে টাকা সাধা হয়েছিল, তখন তুমি তাকে বিশ্বস্ত ভেবেছিলে। জার্মানরা কিন্তু এরই মাঝে বুঝে নিয়েছিল, তোমার পরিণতি কী হতে যাচ্ছে, তারা শুধু তোমাকে

BanglaBook.org

বিপদের মুখেই ঠেলে দিয়েছে। তবে, আমাদের দেশে ঘটনা অনেকদূর এগোলেও, তারা এজেন্ট H21 এর কথা বেমালুম ভুলেগিয়েছিল। শত্রুবাহিনীকে সামরিক শক্তি, মাস্টার্ড গ্যাস আর গান পাউডার দিয়ে আঁটকে রাখতেই তখন তারা ব্যস্ত।

যে কারাগারে আজ তোমার সাথে আমার শেষবারের মতো দেখা হবে, তার ইতিহাস আমার ভালোই জানা আছে। আগে এখানে কুষ্ঠ রোগীদের নির্বাসিত করা হতো, পরে অনাথাশ্রমে পরিণত করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় একে বন্দিশালায় রূপ দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান হিসেবে রূপ দেয়া হয়েছিল। পরিচ্ছন্নতার কোনও লেশমাত্র সেখানে নেই, প্রকোষ্ঠগুলোতে নেই বাতাসের চলাচল। বদ্ধ বাতাসের কারণে বিভিন্ন রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়ে। এখানে আসলে পতিতা আর সমাজচ্যুত লোকদের স্থান দেয়া হতো। পরবর্তীতে মানুষের আচরণ নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী চিকিৎসকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এই কারাগার। এক চিকিৎসকের দেয়া তথ্য অনুযায়ীঃ

'এই তরুণীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান আর নৈতিকতার জন্য এক বিস্ময়। বিতর্কের উত্তরাধিকার এই অরক্ষিত প্রাণগুলো সাত কি আট বছর বয়সে এখানে এসেছে, এদের নামে দুর্নীতি, পতিতাবৃত্তি, আর অসুস্থ সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার অভিযোগ আছে। আঠারো, বিশ বছর বয়সে এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে মুক্তি পেলেও, তাদের ভেতর বেঁচে থাকার তাগিদ আর থাকে না।'

তোমার একজন সহবন্দী আছেন, হেলেন ব্রায়ন। আমরা এখন তাকে 'নারী অধিকার আন্দোলনের অগ্রদূত' হিসেবে সম্বোধন করি। 'শান্তিবাদী,' 'পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন,' 'দেশাত্ববোধশূণ্য'-আরও কতোই না নামে ডাকা হয় তাকে! হেলেনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগগুলো তোমার মতোইঃ জার্মানদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ, সৈন্য আর গোলাবারুদ প্রস্তুতকারকদের সহযোগিতা করা, শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলোর নেতৃত্ব দেওয়া, নারীদের সমধিকার নিয়ে গোপন পত্রিকা ছাপানো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হেলেনকেও তোমার মতো একই ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে। তবে এর ব্যতিক্রম-ও হতে পারে। কারণ সে ফরাসি। প্রকোষ্ঠগুলোতে তার প্রভাবশালী বন্ধু আছে। নৈতিকতা নিয়ে হৈচৈ করা ব্যক্তিরা যেই প্রবণতাকে সবচেয়ে ঘৃণ্য মনে করে, তার ব্যবহার সে কখনোই করেনি। দান্তের ইনফার্নোতে যাকে বলা হয়েছে 'প্রলুব্ধ করা।' মাদাম ব্রায়ন সগর্বে পুরুষদের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াত। তাকে ফার্স্ট ওয়ার কাউন্সিল রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অবশ্য বুচার্ডনের নেতৃত্বাধীন ট্রাইবুনালের চেয়ে তা অনেক বেশি স্বচ্ছ ছিল।

BanglaBook.org

#

আমার ঘুম পাচ্ছে, অনেক কিছুই মাথায় ঢুকছে না। ওই অভিশপ্ত কারাগারে তোমার সাথে শেষ দেখা হতে এখনও তিন ঘণ্টা সময় বাকি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তুমি আমাকে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়েছিলে। তুমি ভেবেছিলে নির্দোষ হবার কারণে আইনের ফাঁক দিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সংঘাতময় পরিস্থিতিতে পড়ে আইন তার পথ হারিয়েছে আগেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আমি। পুরো শহর ঘুমিয়ে আছে। শুধু ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সৈন্যরা জাগ্রত, গান গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেরাও জানে না, সামনে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। গুজব কাউকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না; আজ সকালে খবর এলো জার্মানরা নাকি ভার্ডান পর্যন্ত পিছু হটেছে। আবার বিকেলে খবর এলো তুর্কি সেনারা জাহাজে করে বেলজিয়ামে নেমেছে, শেষ আঘাত হানার জন্য স্ট্যাসবুর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। একদিনে বহুবার আমরা অতি আনন্দ থেকে হতাশায় মুষড়ে পড়ি।

১৯১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সবকিছুর স্মৃতি তুলে ধরা অসম্ভব। ইতিহাস আমাকে, আমার কাজকে মূল্যায়ন করবে। হয়তো একদিন যথাযথ মূল্যায়ন করবে তোমাকেও। অবশ্য আমার তাতে সন্দেহ আছে; এমন নয় যে তোমার বিরুদ্ধে শুধু গুপ্তচরবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। তুমি প্রথার বিরুদ্ধে পথ চলার সাহস দেখিয়েছ। আর সেকারণেই তোমাকে ক্ষমা করা হয়নি।

তবুও, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য এক পৃষ্ঠাই যথেষ্টঃ তারা তোমার টাকার উৎসের খোঁজ করার চেষ্টা চালায়। পরে সেই তথ্যগুলোকে 'গোপন' হিসেবে ঘোষণা করে, কারণ তাতে সমাজের অনেক রথী-মহারথীর নাম এসে যাচ্ছিল। কয়েকজন বাদে তোমার বেশিরভাগ সাবেক প্রেমিক, তোমাকে চেনার কথা অস্বীকার করেছে। একই কাজ করেছে তোমার সেই রাশিয়ান প্রেমিকও, যাকে তুমি মনেপ্রাণে ভালোবাসত, যার জন্য ভিত্তেল ভ্রমণ করেছিলে শত ঝুঁকি নিয়ে। চোখে ব্যান্ডেজ নিয়েও সে তার লিখিত জবানবন্দী দিতে এসেছিল, শুধু তোমাকে অপমান করতে। তুমি যেই বুটিক দোকান থেকে কেনাকাটা করতে তার ওপর কড়া নজরদারি চালানো হয়। কিছু পত্রিকা তোমার ঋণ নিয়ে লিখতেও ভুলেনি। যদিও তুমি অনেকবার বলেছ, তোমার 'বন্ধুরা' তোমাকে দেয়া উপহার সম্পর্কে তাদের মত বদলেছে!

বিচারকদের বাধ্য হয়ে বুচার্ডনের বক্তব্য শুনতে হয়েছিলঃ

BanglaBook.org

'যৌনতার যুদ্ধে সকল পুরুষই সহজে পরাজিত হয়-বিভিন্ন শিল্পে তার যতই দক্ষতা থাকুক না কেন।' অনেক কথার মাঝে সে এ-ও বলেছিল, 'যুদ্ধের সময়, শত্রুপক্ষের কারও সাথে সাধারণ যোগাযোগও সন্দেহজনক এবং নিন্দনীয়।'

হেগে তোমার ফেলে আসা কাপড়গুলো ফেরত চেয়ে আমি ডাচ দূতাবাসে যোগাযোগ করি। চেয়েছিলাম যাতে তুমি আদালতে সম্ভ্রমের সাথে উপস্থিত হতে পার। একটা বিষয় আমাকে বিস্মিত করেছে, পত্রিকায় এত লেখালেখি হলেও, নেদারল্যান্ড সরকারকে তোমার সম্পর্কে জানানো হয়েছে বিচারকার্যের প্রথম দিন। এমনিতেও অবশ্য তারা কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো না। তাতে আবার, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তকমা হারানোর ভয় থাকে।

জুলাইয়ের চব্বিশ তারিখ আদালতে প্রথমবারের মতো দেখি তোমাকে। উস্কখুস্ক চুলে, বিবর্ণ পোশাকে এসেছিলে সেদিন। মাথা উঁচু করে, দৃপ্তপদক্ষেপ এ এগিয়ে আসছিলে তুমি, যেন ভাগ্যকে আগেই মেনে নিয়েছ। তারা তোমাকে জনসমক্ষে অপদস্থ করার যে প্রয়াস চালিয়েছে তাকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছ স্পষ্টভাবে। নিজের পরিণতি তুমি আগেই বুঝতে পেরেছিলে, অপেক্ষা করছিলে শুধু সম্মানের সাথে বিদায় নেবার।

BanglaBook.org

যথেষ্ট হয়েছে। এসব নিয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি নিশ্চিত, এ স্মৃতি আমাকে সারাজীবন তাড়া করে ফিরবে। আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলবে তোমার প্রয়াণ। আমি যদি কোনও অস্পষ্ট বিষয়ে ভুল করে থাকি, সে লজ্জা কীভাবে লুকাব? এ ক্ষত আমাকে বয়ে যেতে হবে চিরকাল। কিন্তু সুস্থ হতে চাইলে আঘাতের স্থানে বারবার খোঁচানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

তবে, তোমাকে অভিযুক্তকারীদের ক্ষতটা আরও বেশি গভীর। আজ তারা হাসবে, হাত মেলাবে একে অপরের সাথে। তবে এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের মুখোশ খুলে যাবে। সেরকম কিছু না হলেও অন্তত তারা নিজেরা তো জানবে, এক নিরপরাধ প্রাণকে তারা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়েছে। শুধুমাত্র মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরানোর জন্য এ কাজটা কতটুকুই বা যুক্তিযুক্ত? এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে ওরা। ভেবেছে সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো হবে, কিন্তু বিবেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে অবিনশ্বর এক লোহার শিকলে চিরকাল বাঁধা থাকতে হবে তাদের।

গ্রীক রূপকথার একটা গল্প আমার খুব পছন্দের, তোমার জীবনের সাথেও তা মিলে যায়-

এক দেশে এক সুন্দরী রাজকন্যা ছিল, সবাই যেমন তার প্রশংসা করত তেমন ভয়ও পেত। কারণ সে ছিল অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। রাজকন্যার নাম ছিল সাইকি।

কন্যা যেন চিরকুমারী না থেকে যায়, এই ভয়ে তার পিতা দেবতা অ্যাপোলোর কাছে প্রার্থনা করেন। এপোলো একটা সমাধান বাতলে দেনঃ শোকের পোশাক পরে একা একা পাহাড়ের চূড়ায় যেতে হবে রাজকন্যাকে। ভোর হবার আগে, এক বিশালাকার সাপ তাকে বিয়ে করতে আসবে। (আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, তোমার বহুল বিখ্যাত ছবিতে, তোমার মাথায় সেই সাপটি আছে।)

আবারও গল্পে ফেরত আসিঃ রাজকন্যার পিতা অ্যাপোলোর কথামতো কাজ করলেন। রাজকন্যা একা একাই পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। জমাট ঠাণ্ডায় ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল সে। ভাবল জীবিত অবস্থায় আর এ ঘুম ভাঙবে না।

যাই হোক, পরদিন সকালে সুন্দর এক রানির রূপে জেগে উঠল সে। প্রতি রাতে স্বামী তার কাছে আসত, কিন্তু একটা শর্ত জুড়ে দেয়া ছিলঃ নিঃশর্তভাবে স্বামীকে বিশ্বাস করতে হবে। কখনো তার চেহারা দেখা যাবে না।

BanglaBook.org

কয়েক মাস পর, স্বামী ইরোসের প্রেমে পড়ে গেল সে। ভালোবাসত তাদের কথোপকথন, প্রতিবারের মিলন। স্বামীকে সম্মানের পাশাপাশি একটা ব্যাপারে খুব ভয় পেত, ভয়ানক এক সাপের সাথে বিয়ে হয়েছে ওর।

একদিন সে আর কৌতূহল নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। স্বামীর ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এরপর ধীরে ধীরে কাপড় সরিয়ে মোমের আলোয় দেখল অপরূপ এক মুখ। কিন্তু আলোর ঝলকে ঘুম ভেঙ্গে গেল ইরোসের। সে বুঝতে পারল, স্ত্রী তার একমাত্র আদেশটা মেনে চলতে পারেনি। তারপর চিরতরে চলে গেল সে।

যতবার এই গল্পের কথা মনে পড়ে, ততবার ভাবিঃ ভালোবাসার প্রকৃত চেহারা কি আমাদের সামনে কখনোই ধরা দেবে না? ভালোবাসা আসলে বিশ্বাসের বিষয়, তার স্বরূপ চিরকাল রহস্যাবৃত থাকাই ভালো। কারণ, রহস্যের সমাধান করতে পারলে তার আকর্ষণ উড়ে চলে যায়। ভালোবাসার দীপ্যমান পথে পদচারণা ঘটে আমাদের, বাতাসের সাথে ভেসে বেড়াই। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করি, আবার ডুবে যাই গভীর সমুদ্রে, বিশ্বস্ত হাত ধরে পাড়ি দেই পথ। নিজেদের মন থেকে ভয়কে সরিয়ে দিতে পারলে, ঘুম ভেঙ্গে আমরাও একদিন নিজেদেরকে প্রাসাদের ভেতর আবিষ্কার করব। ভালোবাসার কাছে যদি সবকিছুর উত্তর খুঁজি, তবে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে একদিন।

প্রিয় মাতা হারি, আমার মনে হয় সেটাই তোমার ভুল ছিল। তুষারাবৃত পাহাড়ে বছরের পর বছর কাটালে তুমি। শেষমেশ তোমার ভালোবাসার প্রতি অনাস্থা জন্মে গেল। কিন্তু ভালোবাসা কারও পুজা করেনা। ভালোবাসার রহস্য যারা ভেদ করতে চায়, সে আরও তাদের সাথে উল্টো প্রতারণা করে।

আজ তুমি ফ্রান্স এর একজন বন্দী। কিন্তু সুর্যোদয়ের সাথে সাথেই মুক্তি হবে তোমার। তোমার পায়ে তারা যে শেকল পরিয়েছে তা টেনে নিতে ওদের আরও শক্তি প্রয়োজন। গ্রীক ভাষায় একটা শব্দ আছেঃ মেটানইয়া, এ শব্দটা দ্বৈত অর্থ প্রকাশ করে। কখনও এর অর্থ হচ্ছে অনুশোচনা, অনুতাপ, পাপের স্বীকারোক্তি অথবা পূর্বের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি।

আবার কখনও এর অর্থ-স্মৃতির পাতা না হাতড়ে, পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে না ভেবে অজানার মুখোমুখি হওয়া। আমরা আমাদের জীবন, আমাদের অতীত নিয়ে ভাল-মন্দের বেড়াজালে আটকে থাকি। হঠাৎ সবকিছুই বদলে যায়। নির্ভয়ে পথ পাড়ি দেই আমরা, প্রতিবেশীদের সাথে কুশল বিনিময় করি। আবার একমুহূর্ত পরেই তারা আর আমাদের প্রতিবেশী থাকে না। নিজেদের চারপাশে এমন কাঁটা-তারের বেড়া তৈরি করে, যেন তাদের আর না দেখতে পারি।

BanglaBook.org

আজ যা হচ্ছে, আগেও তা হয়েছে। ভবিষ্যতেও তাই হবে। কথাটা হতাশাজনক হলেও সত্যি, এভাবেই চলতে থাকবে চিরকাল। যতদিন না মানুষ বুঝতে পারে যে সে শুধু তার চিন্তা নয়, অনুভবেরও বহিঃপ্রকাশ। শরীর দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে জানি, কিন্তু আত্মা সবসময়ই মুক্ত। একদিন তা আমাদের মুক্তির পথ দেখাবেই। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে একদিন পরিত্রাণ মিলবে। আমাদের চিন্তাধারা সবসময় একই রকম থাকে। তবে তার চেয়েও শক্তিশালী এক বস্তু আছে, তার নাম ভালোবাসা।

কারণ, যখন সত্যি সত্যি আমরা কাউকে ভালোবাসি, তখন নিজেকে আর অন্যকে আরও ভালভাবে চিনতে শিখি আমরা। সেসময় আর কোনও দলিল, সাক্ষ্য, অভিযোগ বা অনুযোগের প্রয়োজন হয় না। ইকলেসিয়াস্টেসের বাণীই আমাদের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দেয়ঃ

'বিচারব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মন্দের অস্তিত্ব আছে। ধর্ম থাকার পরও মন্দ টিকে আছে যুগযুগ ধরে। কিন্তু স্রষ্টা সবকিছুরই বিচার করবেন-ভালো মন্দ উভয়েরই। কারণ সব কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে।'

এখানেই শেষ করছি। স্রষ্টা তোমার সহায় হোন। বিদায়, প্রিয়।

BanglaBook.org

143727

Reply should be addressed to H.M. Inspector under the Aliens Act, Home Office, London, S.W., and the following reference quoted.—

HOME OFFICE.

W.O. 1,101

SECRET
140,193/M.I.5.E.

15th December 1916.

To the Aliens Officer.

Z E L L E, Margaretha Geertruida

Dutch actress, professionally known as MATA HARI.

The mistress of Baron VAN DER CAPELLAN, a Colonel Dutch Hussar Regiment. At the outbreak of war left Milan, where she was engaged at the Scala Theatre, and travelled through Switzerland and Germany to Holland. She has since that time lived at Amsterdam and the Hague. She was taken off at Falmouth from a ship that put in there recently and has now been sent on from Liverpool to Spain by s.s. "Araguaga", sailing December 1st.

Height 5'5", build medium, stout, hair black, face oval, complexion olive, forehead low, eyes grey-brown, eyebrows dark, nose straight, mouth small, teeth good, chin pointed, hands well kept, feet small, age 39.

Speaks French, English, Italian, Dutch, and probably German. Handsome bold type of woman. Well dressed.

If she arrives in the United Kingdom she should be detained and a report sent to this office.

Former circulars 61207/M.O.5.E. of 9th December, 1915 and 74194/M.I.5.E. of 22nd. February, 1916 to be cancelled.

W. HALDANE PORTER.

H.M. Inspector under the Aliens Act.

Copies sent to Aliens Officers at "Approved Ports" four Permit Offices, Bureau de Controle, New Scotland Yard and War Office (M.I. 5(e)).

১৯ অক্টোবর, মাতা হারির মৃত্যুদণ্ডের ঠিক চারদিন পর, ক্যাপ্টেন জর্জেস ল্যাডোকে জার্মানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তৎক্ষণাৎ বন্দী করা হয় তাকে। ফরাসি কাউন্টার-এস্পিওনাজ সার্ভিসের কঠোর জেরার মুখে বারবার আত্মসমর্থনের চেষ্টা করে সে। সরকারী হস্তক্ষেপের কারণে এই সংবাদ কোনও খবরের কাগজে আসতে পারে না। ল্যাডো এই ঘটনাকে শত্রুপক্ষের চক্রান্ত বলে দাবী করেঃ

'জার্মানরা আমাদের দেশে আক্রমণ চালানোর জন্য তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছিল। আমার কাজের ধরনের কারণে আমি এই ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হয়েছি।'

শেষপর্যন্ত১৯১৯ সালে, যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক এক বছর পর, কারাগার থেকে মুক্তি পায় ল্যাডো। তবে 'দ্বিপাক্ষিক গুপ্তচরের' পরিচয়টা কবর পর্যন্ত বহন করতে হয় তাকে।

মাতা হারিকে অগভীর কোনও এক স্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, জায়গাটা কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখনকার প্রথা অনুযায়ী, তার মাথা কেটে সরকারী প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। প্যারিসের রু দেস সেইন্টজ-পেরেজ নামক অ্যানাটমি জাদুঘরে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল তা। পরবর্তীতে ২০০০ সালে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করে, জিনিসটা সেখানে নেই। তবে বিশ্বাস করা হয়, মাতা হারির মাথা আরও অনেক আগেই চুরি হয়েছে।

প্রধান বাদী আন্দ্রে মর্নেট ১৯৪০ সালে ইহুদিদের নাগরিকত্ব প্রদানের রায়ে বাঁধা দিয়েছিলেন। তিনি 'আধুনিক যুগের শ্যালোম' হিসেবে আখ্যায়িত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন মাতা হারিকে এবং দাবী করেছিলেন, 'এই মহিলার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানদের কাছে আমাদের সৈনিকদের মাথা পৌঁছিয়ে দেয়া।' ১৯৪৭ সালে লেখক সাংবাদিক পল গিমার্ডের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন, শুধু অনুমান, আশংকা আর পারিপার্শ্বিক ধারণা থেকেই মাতা হারির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেনঃ

'আমাদের কাছে থাকা সাক্ষ্য প্রমাণগুলো এতই দূর্বল ছিল যে একটা বিড়ালকে সাজা দেয়ার জন্যেও তা যথেষ্ট নয়।'

নির্ঘণ্ট

*ওয়ার্ডারঃ কারাপরিদর্শক।

*ব্যালে নৃত্যঃ ব্যালে হচ্ছে নৃত্য ও নৃত্যকলা কৌশলের এক সমন্বিত রূপ। ব্যালেতে নাচ,মুকাভিনয়, অভিনয় এবং সঙ্গীতের সমন্বয়ে শিল্পের সৃষ্টি করা হয়। এককভাবে বা অপেরার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এই নাচ। ইতালিতে রেনেসাঁ যুগে (১৫০০ শতকের দিকে) আবির্ভাব ঘটেছিল এই নাচের। পরবর্তীতে ফ্রান্স এবং রাশিয়া হয়ে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে নাচের এই অভিনব ধারা।

*জাভানিজঃ ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

*স্পারঃ ঘোড়সওয়ারের পায়ে বাঁধা কাঁটাযুক্ত সরঞ্জাম।

*আর্ট ন্যুওভঃ ১৮৯০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্পের এক আধুনিক ধারার প্রচলন ঘটেছিল পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে। স্থাপত্যশিল্প, ঘরের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অলঙ্কারের নকশায় ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল আর্ট ন্যুওভ-এর।

*ওয়ার্ল্ড ফেয়ারঃ বিভিন্ন দেশের সাফল্যগাঁথা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে আয়োজিত মেলা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই মেলার আয়োজন করা হয়।

*কাইজারঃ জার্মান সম্রাট।

*অ্যান্টিক'স শপঃ যে দোকানে প্রাচীন আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সংগ্রহযোগ্য এবং গৃহসজ্জায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

*বেল ইপোকঃ লা বেল ইপোক (ফরাসি ভাষায় যার অর্থ সুন্দর যুগ) পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে বর্ণিত নির্দিষ্ট একটি সময়কাল। ১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সমাপ্তি থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এর ব্যপ্তি।

*ক্যামোমিল চাঃ স্বাস্থ্য, বিশেষ করে ত্বকের জন্য উপকারী ক্যামোমিল ফুলের চা।

*কাউন্টার-এস্পিওনাজঃ স্থানীয় গুপ্তচরদের ওপর নজর রাখতে গঠিত পাল্টা গুপ্তচরবাহিনী।

*মাস্টার্ড গ্যাসঃ মাস্টার্ড গ্যাস বা ওয়াইপেরাইট নামেও পরিচিত। বর্ণহীন হালকা হলদেটে থকথকে তরল, সর্ষে বা রসুনের মতো গন্ধযুক্ত গ্যাস, ত্বক বা শ্বাসনালির সংস্পর্শে আসার ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, পোশাক ভেদে সক্ষম; বিষক্রিয়াঃ ত্বকের জ্বলুনি-চুলকানি ও ফোস্কা, ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক পোড়া, অন্ধত্ব, ফুসফুসে প্রদাহ, মৃত্যু।

*জ্যাপেলিনঃ বিশেষ ধরনের অনমনীয় আকাশযান; জার্মান কাউন্ট ফার্দিন্যান্দ ভন জ্যাপেলিনের নামানুসারে এই আকাশযানের নাম রাখা হয়।